পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 37 Tuesday, 6 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা ❋ ২১ পৌষ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নজরে ৩০০ অনুপ্রবেশকারী

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারিঃ জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলায় নরকো-সন্ত্রাসের নেটওয়ার্ক ভাঙতে বড়সড় অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। পাকিস্তান বা পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর-এ আশ্রয় নেওয়া ৩০০-র বেশি প্রাক্তন অনুপ্রবেশকারী এখন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারির আওতায়। অভিযোগ, সীমান্তের ওপার থেকে বসেই এরা মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি হ্যান্ডলাররা পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলার স্থানীয় যুবকদের টার্গেট করছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যুবকদের উগ্রপন্থার পথে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। লোভ দেখানো হচ্ছে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিলে আর্থিক সুবিধা ও নিরাপত্তার আশ্বাস মিলবে। ইতিমধ্যেই একাধিক যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং নিয়োগের চেষ্টা হয়েছে বলেও গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ। নিরাপত্তা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রাক্তন অনুপ্রবেশকারীদের বড় অংশ পুঞ্চ জেলার সুরানকোট, মেনধর, মানসি গুরসাই এবং সাওজিয়ান এলাকার বাসিন্দা। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলিকে বরাবরই সংবেদনশীল হিসেবে ধরা হয়। ফলে এখানে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কা প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সম্প্রতি পুঞ্চ পুলিশ গুরসাই এলাকার বাসিন্দা, পাকিস্তানে অবস্থানরত কুখ্যাত সন্ত্রাসী হ্যান্ডলার রফিক নাই ওরফে

সুলতানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। মেনধরের নার গ্রামে অবস্থিত চার মারলা কৃষিজমি পুলিশ সংযুক্ত করেছে। রফিক নাই একাধিক গুরুতর অপরাধে ওয়ান্টেড এবং পুঞ্চ-রাজৌরি সেক্টরে মাদক ও অস্ত্র পাচার, প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত করার কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলে অভিযোগ। এখানেই থেমে থাকেনি প্রশাসনের অভিযান। পুঞ্চ জেলার মান্ডি এলাকায় আরেক পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি হ্যান্ডলার জামাল লোন ওরফে জামালার ৬ ক্যানাল ১৩ মারলা জমিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জামাল লোন একজন ঘোষিত পলাতক অপরাধী, যিনি পিওকে-তে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন। নিরাপত্তা আধিকারিকদের মতে, এই প্রবণতা নতুন নয়। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলার বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে সীমান্ত পেরিয়ে পিওকে-তে গিয়েছিলেন। সেসময় মসজিদ থেকে ঘোষণার মাধ্যমে ভাতা ও কাজের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনেকেই বুঝতে পারেন, তাঁরা পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ফাঁদে পড়েছেন। আইএসআই এই মানুষদের জঙ্গি গাইড, মাদক পাচারকারী এবং ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার করেছে। বহু ক্ষেত্রেই জোর করে বা ব্ল্যাকমেলের মাধ্যমে তাঁদের এই কাজে বাধ্য করা হয়েছিল। একজন সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, ''এই ধরনের উপাদানের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার হবে। ভবিষ্যতে আরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।'' প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান পুঞ্চ-রাজৌরি এলাকায় সন্ত্রাসের শিকড় উপড়ে ফেলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

'শুধু মুখে বলি না, কাজ করি'

গঙ্গাসাগরে ৪ লেনের মুড়িগঙ্গা সেতুর শিলান্যার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ৫ জানুয়ারিঃ দীর্ঘদিনের দাবির অবসান। তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় মানুষের স্বপ্নের মুড়িগঙ্গা সেতুর সোমবার শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে, ৪.৭৫ কিমি দৈর্ঘ্যের চার লেনের এই সেতু তৈরি এখন সময়ের অপেক্ষা। পৌষ সংক্রান্তির আগে গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার সাগরদ্বীপ পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। মেলা-পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন তিনি। পরে সরকারি অনুষ্ঠানে একাধিক প্রকল্পের সুবিধা হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি করেন মুড়িগঙ্গা সেতুর শিলান্যাস। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আমরা শুধু মুখে বলি না। কাজে করে দেখাই। হাজারও প্রতিকূলতা রয়েছে এখানকার মানুষের। তাই এই সেতু নির্মাণ জরুরি ছিল।'' গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী সেতুর দাবি বহু দিনের। এ নিয়ে কেন্দ্রের 'বঞ্চনা'র অভিযোগ আগেও তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন তুলেছিলেন, উত্তরপ্রদেশের কুম্ভমেলা যদি 'জাতীয় মেলা'-র মর্যাদা পায়, তবে কোটি মানুষের বিশ্বাসে গঙ্গাসাগর মেলা কেন নয়? দিল্লি সাড়া না দেওয়ায় ২০২৩ সালে সাগরের মাটিতেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, চাতক পাখির মতো অপেক্ষা নয়, সেতু বানাবে রাজ্যই। তার পরেই শুরু হয় টেন্ডার ও প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া। নানা বাধা পেরিয়ে এ বার শিলান্যাস। মুড়িগঙ্গা পারাপারের অনিশ্চয়তা দীর্ঘদিন ধরেই বড় সমস্যা। এখনও ভেসেলের উপরেই নির্ভরতা, জোয়ার-ভাটায় মাঝেমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সাগরদ্বীপ। সেতু তৈরি হলে, যাতায়াত হবে দ্রুত ও সুরক্ষিত। গঙ্গাসাগরের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ গড়ে উঠবে। তীর্থযাত্রী, স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটন-সব ক্ষেত্রেই মিলবে স্বস্তি। সরকারি সূত্রের দাবি, সেতু চালু হলে মুড়িগঙ্গা আর 'বাধা' নয়-হবে পথের সম্প্রসারণ, গঙ্গাসাগর যুক্ত হবে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে। এদিন গঙ্গাসাগরের সেতু শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবারও কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির নীতি ও কর্মকাণ্ডের উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ''আমরা নিশ্চয়ই এসআইআর-এ নাম তুলতে চাই। কিন্তু এরকম গায়ের জোরে কেন! সময় নিয়ে দুই বছর ধরে চলুক না।'' এই কথায় তিনি শুধু প্রকল্প নিয়ে নয়, মানুষের কষ্ট ও সামাজিক ন্যায়ের দিকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায়, যে কোনো উদ্যোগ যদি মানুষের জীবন ও স্বাভাবিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে পরিচালিত হয়, তবে তার ফল অপ্রত্যাশিত এবং ক্ষতিকর হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ''এভাবে ৮৫ বছরের মা, গর্ভবতী মহিলাকে শুনানিতে ডাকছেন কেন?'' এটি একটি স্পষ্ট

সংকেত যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে মাত্র দুই মাসে প্রায় ৭০ জন মানুষ মারা গিয়েছে। অনেকেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন, আবার কেউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ''তোমাদের হৃদয় কাঁদে না?'' যা শুধু একটি প্রশ্ন নয়, বরং নৈতিক দায়বোধের আহ্বানও বটে। উল্লেখযোগ্য হলো, মুখ্যমন্ত্রী সমাজের বিশেষ দুর্বল অংশের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''বিয়ের পর অনেক মেয়ের পদবি পরিবর্তন হয়, সেটা গর্ভবতীরা বোঝে না।'' এই বক্তব্যে বোঝানো হয়েছে যে প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তবতা ও নারীর বাস্তব জীবনের প্রভাবকে উপেক্ষা করা হয়। এমন অবস্থায় মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলার মতো অবহেলা করা হয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনৈতিক। তিনি এক্ষেত্রে নামকরণ ও আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, ''সিনহাকে সিংহ লেখা দিলে নাম কেটে দিচ্ছে।'' এই সাধারণ অথচ প্রতীকী উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে চেয়েছেন, যে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ভুল শুধরানো বা ন্যায়ের অভাব কতটা সহজে মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অবিচার সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরও যোগ করেন, ''তোমাদের অন্যায়, অনাচার সবাই দেখছে। যতই চেষ্টা করুক না কেন বিজেপি, মিলবে না জিলিপি।'' অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাবের মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো বা বাধ্য করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কারণ সত্য ও ন্যায়ের বিচার শেষ পর্যন্ত জনগণের হাতে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কেবল একটি সমালোচনা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক দিক ও নৈতিকতা অগ্রাধিকার পেতে হবে। সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অধিকারকে সমানভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর বক্তব্যে অন্যান্যের মতোই সমাজের দুর্বল, বয়স্ক ও গর্ভবতী মানুষের প্রতি যত্ন ও সহমর্মিতার আহ্বান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন যে, ''যতই চেষ্টা করুক না কেন বিজেপি, মিলবে না জিলিপি।'' এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ধমক নয়, বরং মানুষের শক্তি, সংহতি এবং ন্যায়ের জয়কে তুলে ধরার এক শক্তিশালী বার্তা। এই বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় যে, উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মানুষের অধিকার, নৈতিক দায়বোধ ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা অগত্যা ব্যর্থ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সেতু উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের মাত্র একটি অংশ হলেও, তার বার্তাটি অনেক গভীর এবং বিস্তৃত। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পের প্রভাব শুধু অবকাঠামোগত নয়, বরং মানবিক ও সামাজিক দিক থেকেও বিশ্লেষণ করা জরুরি। সরকারের নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা, ন্যায্যতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাধিকার পেলে তবেই প্রকল্প সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণে পরিণত হতে পারে। এসআইআর-এর নামে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের চেষ্টা হচ্ছে-এমন অভিযোগ তুলে ফের সুর চড়িয়ে সতর্কবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের 'অশুভ আঁতাত'-এর অভিযোগ তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ''কমিশন এখন নাকি হোয়াটসঅ্যাপে চলছে! হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নিয়েছে নাকি-কে জানে! তবে এই জিনিস আমরা বরদাস্ত করব না।'' তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে রাজ্য সরকার, ''আগামীকাল কোর্ট খুলবে, আমরা আদালতে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমিও নিজে সুপ্রিম কোর্টে প্লিড করব।'' এখানেই না থেমে বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ''এখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে। মনে রেখো বন্ধু এখানে তুমি কামড়াতে এলে এমন কামড় খাবে, মাথাটাকে টাইট করে দেবে, কোমরটাকেও টাইট করে দেবে।'' সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ করেন, ''দিল্লির এক বড় নেতা বলেছেন-লক্ষ্মীদের ভোটের দিন বেরোতে দেবেন না। এটা কি ক্রিমিনাল অফেন্স নয়?'' তারপরই জবাবি হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, ''আমি বলি-তুমি বাংলার লক্ষ্মীদের চেনো না। আঘাত করলে পাল্টা প্রত্যাঘাত হবে।'' মমতার দাবি, ৫৪ লক্ষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাঁদের ৭ নম্বর বা ৮ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার অধিকার ছিল। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, 'মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করলে-আপনারাও ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

সুপ্রিম কোর্টেও জামিন নাকচ উমর খালিদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারিঃ মুক্তি হল না উমর খালিদের। আজ, সোমবার (৫ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্ট উমর খালিদ, সার্জিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল। ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গার সময় বৃহত্তর চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ রয়েছে, এই যুক্তি দিয়েই দুই ছাত্রনেতার জামিন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। দু'জনের বিরুদ্ধেই অপরাধমূলক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা ইউএপিএ আইনে মামলা রয়েছে। এই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও দিল্লি দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত এই মামলায় অন্য পাঁচজনকে আজ জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গুলফিশা ফতিমা, মিরান হায়দর, শিফা উর রহমান, মহম্মদ সালিম খান ও শাদাব আহমেদকে জামিন দেওয়া হয়েছে। উমর সহ সাতজনই দিল্লি হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন করেছিল। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল। রায়দানের আগে দীর্ঘ রায়পত্র পড়েন। উমর খালিদ ও সার্জিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, প্রসিকিউশন যে তথ্য প্রমাণ দিয়েছে, তা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে এই দুইজনের জড়িত ছিল, তা যথেষ্ট। তদন্ত প্রক্রিয়ায় সব প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান রেকর্ডের পর অথবা এক বছর পর ফের জামিনের আবেদন করতে পারবেন উমর এবং সার্জিল। এই কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি পুলিশ তাদের চার্জশিটে জানিয়েছে, অভিযুক্তরা যে অপরাধ করেছে, তা গোটা রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করত। এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলা যেতে পারে না। গোটা দেশজুড়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সরকার বদল ও অর্থনীতির শ্বাসরোধ করতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের সময়ই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার প্ল্যান ছিল, যাতে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজর ভারতের দিকে আসে।

চাকরিপ্রার্থীদের গাড়িতে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ বছরের শুরুতেই চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার। সোমবার বঞ্চিত ফ্রেশার্স চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবন অভিযান ছিল। তাঁদের মূল দাবি, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের দেওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে। শূন্যপদ বাড়াতে হবে। কিন্তু সেখানে বাধা পুলিশের। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয় চাকরিপ্রার্থীদের। ২ জন চাকরিপ্রার্থীকে আটক করে পুলিশ। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টেনে হিঁচড়ে চাকরিপ্রার্থীদের প্রিজন ভ্যানে তোলার চেষ্টা করে পুলিশ। গোটা করুণাময়ী যেন দুর্গের চেহারা নেয়। চারদিকে বিরাট পুলিশ বাহিনী। এসএলএসটি ফ্রেশার্সদের মিছিলই করতেই দেয়নি পুলিশ। খুঁজে খুঁজে ফ্রেশার্স চাকরিপ্রার্থীদের আটক করেছে বিধাননগর পুলিশ। রীতিমতো জোর করে তোলা হল প্রিজন ভ্যানে। দশ বছর পর হয় এসএলএসটি পরীক্ষা। কিন্তু নবাগতদের অভিযোগ, সেখানেও তাঁদের সুযোগ হয়নি। কারণ সেই

পরীক্ষাতেই বসেছিলেন ২০১৬ সালের প্যানেলের যোগ্য চাকরিহারারাও। যাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সে কারণে পূর্ণ নম্বর পেয়েও সুযোগ পাচ্ছেন না নবাগতরা। আন্দোলনকারী এক চাকরিপ্রার্থীর বক্তব্য, ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে, ১ লক্ষ আসন বাড়াতে হবে! পাশাপাশি স্বচ্ছতার সঙ্গে ওএমআর শিট প্রকাশেরও দাবি জানান তাঁরা। সোমবার দুপুরে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেন চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু শুরুতেই পুলিশি বাধায় উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

কলম্বিয়া-মেক্সিকো-কিউবাকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারিঃ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে 'অপহরণ'-এর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে আরও আক্রমণাত্মক চড়া সুরে নামলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি কিউবা সরকারের 'পতন আসন্ন' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। একই সঙ্গে মেক্সিকোকেও কড়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। রবিবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা-দু'দেশই গভীর সঙ্কটাপন্ন। বোগোতা সরকারকে তিনি আক্রমণ করে বলেন, ''সেখানে একজন উন্মাদ ক্ষমতায় আছেন, যিনি কোকেন তৈরি করে তা আমেরিকায় বিক্রি করেন।'' পেত্রো সম্পর্কে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি আরও স্পষ্ট- ''ওটা আর বেশিদিন চলবে না। আমি আপনাদের আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি।'' এটা কলম্বিয়ায় মার্কিন অভিযানের ইঙ্গিত কিনা- এই প্রশ্নে তাঁর জবাব, ''এটা হতেও পারে। হলে ভালই হবে।'' ট্রাম্পের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি লাতিন আমেরিকার সব দেশকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''নইলে গোটা অঞ্চলকে চাকর ও দাসের মতো ব্যবহার করা হবে।'' এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দীর্ঘ পোস্টে পেত্রো লেখেন, 'ইতিহাসে এই প্রথম কোনও দক্ষিণ আমেরিকার রাজধানীতে বোমা ফেলেছে আমেরিকা। এই ক্ষত দীর্ঘদিন থাকবে।' তবে তিনি প্রতিশোধের রাজনীতির বিরোধিতাও করেন। এই হুঁশিয়ারির সূত্রপাত ভেনেজুয়েলা থেকেই। শনিবার কারাকাসে মার্কিন বাহিনীর

অভিযানে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বরিদি করা হয়। ওয়াশিংটনের দাবি, ২০২০ সালের মাদক-সন্ত্রাস সংক্রান্ত মামলায় বিচারের জন্যই এই অভিযান। তবে সমালোচকদের মতে, ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলভাণ্ডারের দখল নিতেই এই 'সরকার উৎখাত' পরিকল্পনা। ১৯৮৯ সালে পানামা আগ্রাসনের পর লাতিন আমেরিকায় এটিই সবচেয়ে বিতর্কিত মার্কিন আগ্রাসন বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার নিয়ন্ত্রণ এখন কার্যত আমেরিকার হাতেই, যদিও সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে ডেলসি রদ্রিগেজকে নিযুক্ত করেছে। ভেনেজুয়েলা সঠিক পথে না করলে ফের সেনা পাঠানোর হুমকিও দেন তিনি। কিউবা প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ''দ্বীপ রাষ্ট্রটি পতনের মুখে। ভেনেজুয়েলার তেল থেকে যে আয় হতো, তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিউবার অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে।'' মেক্সিকোকেও কড়া ভাষায় সতর্ক করেন ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, মাদক ঢুকছে মেক্সিকো হয়ে। যদিও প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউমকে ট্রাম্প চমৎকার মানুষ বলেও উল্লেখ করেন এবং জানান, একাধিকবার সেখানে মার্কিন সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী সরকারগুলিকে নিশানা করার বৃহত্তর কৌশলেরই অংশ। তাঁর লক্ষ্য-এই অঞ্চলকে আবারও মার্কিন প্রভাববলয়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে টেনে আনা। উনিশ শতকের মনরো ডকট্রিনকে একবিংশ শতকে নতুন মোড়কে ফিরিয়ে এনে ট্রাম্প নিজেই এর নাম দিয়েছেন-'ডন-রো ডকট্রিন'। আসলে এটি হল-১৮২৩ সালের প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো-র নামানুসারে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির উপর আধিপাত্যবাদের একটি বিধি। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটিকেই নিজের নামাঙ্কিত করে বদলে বলেন ডন-রো ডকট্রিন।

'কোনওভাবে এপ্রিল মাসটা পার করতে চাইছেন মমতা', ফের এসআইআর খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকতৈ, ৫ জানুয়ারিঃ শুরু থেকে এসআইআরের বিরোধিতা করে এসেছিল রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলায় এসআইআর করতে দেবেন না। শুধু তাই নয়, দাবি করা হয়েছিল, এসআইআর করে ঘুর পথে এনআরসি করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল, নির্ধারিত সময়ই বাংলায় এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে এবং বর্তমানে তার কাজও চলছে। এই বিষয়টি নিয়েই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খোঁচা- মমতা আসলে এপ্রিল মাসটা কোনওভাবে পার করতে চাইছেন। সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, ''মমতার সরকার এসআইআরের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গেছিল - কী হল, জানতে চায় বাংলার মানুষ।'' যে দিন থেকে বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই দেশে তা শুরু হয়েছে। এতএব, পরিকল্পনা করে যে এই কাজ নির্বাচন কমিশন করছে না, তৃণমূলের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক। শুভেন্দুর বক্তব্য, ''একাধিক পর্যায়ে এসআইআরের কাজ হচ্ছে দেশে। প্রথমে হয়েছিল বিহারে। সেখানেও অনেক অভিযোগ উঠেছিল। সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। তৃণমূলও সেই মামলার পার্টি হয়েছিল। কিন্তু যাই অভিযোগ থাক না কেন, দেশের শীর্ষ আদালত কী রায় দিয়েছে সবাই জানে। এতএব এটাও প্রমাণ হয়, তৃণমূলের দাবি অযৌক্তিক ছিল।'' এই প্রসঙ্গেই, শুভেন্দুর সংযোজন- ''মানুষের করের টাকায় আইনজীবী লাগিয়ে এসআইআরের বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু ফের একবার দাবি করেন, ''এঁরা যতই ভাবুন যে এই সরকার থাকবে, সেটা থাকবে না।'' তাঁর সাফ কথা, ''তৃণমূল ভাবছে মুসলিমরা আগের মতোই তাদের পাশে আছে, ভাবছে আগের মতো বুথ লুট করে ভোট দেওয়া যাবে, লাইট নিভিয়ে ছাপ্পা করানো যাবে। কিন্তু তা হবে না।'' শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ- বিজেপি তা করতে দেবে না। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্য সরকারের আপত্তির পাল্টা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে নির্বাচন

কমিশনকে চিঠি লিখেছেন তিনি। সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পাঠানো সেই চিঠিতে শুভেন্দু দাবি করেছেন, এসআইআর কোনও 'হঠকারী' বা 'অপরিকল্পিত' প্রক্রিয়া নয়। বরং ভুয়ো ও অযোগ্য ভোটারের নাম ছাঁটাই করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই ভোটার তালিকায় বেআইনি নাম ঢোকানোর সুযোগ পেয়েছে শাসকদল, আর সেই 'অস্বস্তিকর সত্য' সামনে আসছে বলেই আপত্তি তুলছে রাজ্য সরকার। চিঠিতে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর তরফে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা আসলে কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা। শুভেন্দুর দাবি, মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের নথি যাচাই করাচ্ছেন এবং কমিশনের পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া 'হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা' ও কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছাড়াই চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কোনও লিখিত বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার বা আইনি নির্দেশ ছাড়াই একের পর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্ন উঠছে বলেই মত নবান্নের। এই ধরনের অনিশ্চয়তা ভোটারদের নাম অকারণে বাদ পড়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই কমিশনকে পাঠানো পাল্টা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ, সময়সীমা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে রাজ্যের অভিযোগও খারিজ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সারা দেশেই এক নিয়মে এই সংশোধন চলছে। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও স্বচ্ছ ও কার্যকর। কোথাও কোনও সংশোধন হলে তা পরিস্থিতির নিরিখেই করা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিশনের পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং বুথ স্তরের এজেন্টদের ভূমিকা সীমিত করার সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেছেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা, যাতে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হয়। চিঠির শেষাংশে নির্বাচন কমিশনকে কোনও রকম চাপের কাছে নতি স্বীকার না করার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, এই সংশোধন প্রক্রিয়াই গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে এবং প্রকৃত ভোটারের অধিকার রক্ষা করবে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে শাহী স্নান পুণ্যার্থীদের, সমস্ত ব্যবস্থাপনা মসৃণ

প্রয়াগরাজ, ৫ জানুয়ারি ঃ তীব্র ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে শাহী স্নান করলেন অসংখ্য পুণ্যার্থী। মাঘ মেলার প্রথম 'শাহী স্নান' উপলক্ষ্যে সোমবার ভোর থেকেই ত্রিবেণী সঙ্গমে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।বিভাগীয় কমিশনার সৌম্য আগরওয়াল বলেন, গতকাল পৌষ পূর্ণিমার প্রথম শুভ স্নান ছিল এবং স্নানের আনুষ্ঠানিকতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৩১ লক্ষ ভক্ত পবিত্র জলে স্নান করেছিলেন এবং মেলায় কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠু ছিল। আজ, মেলায় ভক্তদের বিশাল ভিড় উপচে পড়েছে এবং মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলছে।

আরও শক্তিশালী ভারত, নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল 'সমুদ্র প্রতাপ'

পানাজি, ৫ জানুয়ারি ঃআরও শক্তিশালী হল ভারত। নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সমুদ্র প্রতাপ। সোমবার সকালে গোয়া শিপইয়ার্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আইসিজিএস সমুদ্র প্রতাপ-কে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত প্রমুখ।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেন, এই জাহাজে ব্যবহৃত ৬০ শতাংশেরও বেশি উপকরণ স্বদেশী। এই রণতরী নিজেই আত্মনির্ভর ভারতের দিকে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।

বড় প্ল্যানিং, গ্রামে বাড়ি বাড়ি আসবে বিজেপি, কী করবে তারা জানেন?

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারিঃ ১০০ দিনের কাজে এসেছে বদল। নাম বদলেছে মনরেগা। বাদ পড়েছে মহাত্মা গান্ধির নাম। এই নিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদ থেকে শুরু করে রাজ্যের কোণায় কোণায় মনরেগার নাম পরিবর্তন নিয়ে সরব হয়েছে। এবার মনরেগা নিয়ে তৃণমূলের প্রচারের পাল্টা জবাব দেবে বিজেপি। ভিবি জি রামজি নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য কোমর বাঁধছে বিজেপি। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম নির্বাচনের আগে ভিবি জি রামজি নিয়ে এবার বিরোধীদের পাল্টা পথে নামার পরিকল্পনা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায়। বিজেপির সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গে কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মনরেগা বাতিল এবং গান্ধিজি-কে অপমানের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই প্রচার করছে তৃণমূল। ৮ জানুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কংগ্রেসও। এর পাল্টা বুথ স্তরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের পরিকল্পনা বিজেপির। বিরোধীরা যে তথ্য তুলে প্রচার করবে তার পাল্টা বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কর্মসূচির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, নবনিযুক্ত কার্যকরী সভাপতি নীতিন নবীন এবং সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষ সরকারের অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদ, প্রদেশ সভাপতি এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদকদের (সংগঠন) নিয়ে একটি ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। বৈঠকে নতুন আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্রিফ করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এবার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পালা। প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেস ক্রমাগত দাবি করে এসেছে যে বাংলার বকেয়া ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভিবি জি রাম জি প্রকল্প চালু হওয়ার পরই তৃণমূল প্রচার করছে যে ১০০ দিনের কাজের যাতে টাকা না দিতে হয়, তার জন্যই প্রকল্পের নাম বদলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার তার পাল্টা প্রচার করবে বিজেপি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক নীতিতেই দেশের ক্রীড়া ভবিষ্যৎ গড়ছে সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি ঃ দেশের ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ ও উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার-এ কথা আবারও স্পষ্ট করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বারাণসীতে ৭২-তম জাতীয় ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ক্রীড়া ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য এখন ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন, যেখানে প্রতিভা, সুযোগ ও স্বচ্ছতা-এই তিনটি দিককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অতীতে দেশের ক্রীড়া ব্যবস্থায় নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বর্তমানে সেই পরিস্থিতি বদলেছে। সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে একাধিক কাঠামোগত সংস্কার এনেছে, যার মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্য আরও সুরক্ষিত করা সম্ভব হচ্ছে। জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন এবং ' ভারত নীতি ২০২৫'-এর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নীতিগুলির মাধ্যমে সঠিক প্রতিভা সঠিক সময়ে সঠিক সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে ক্রীড়া পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আরও মজবুত হবে।বারাণসীর প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান, কাশীতে নতুন ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে ওঠার ফলে স্থানীয় যুবসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। আধুনিক স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত পরিকাঠামো তৈরির ফলে এখানকার তরুণরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশীকে ধাপে ধাপে বড় বড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।এই ধরনের ক্রীড়া আয়োজন শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, শহরের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। পর্যটন, পরিষেবা ক্ষেত্র এবং স্থানীয় ব্যবসা-সব মিলিয়ে ক্রীড়া ইভেন্ট কাশীর অর্থনৈতিক গতি বাড়াতে সহায়ক হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ৭২-তম জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপকেও কাশীর উন্নয়নযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে উল্লেখ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, ক্রীড়াকে এখন আর শুধু প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। বরং ক্রীড়াবিদদের জীবন, ভবিষ্য ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষাকে সামনে রেখেই দেশের ক্রীড়া নীতির রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে।

ভগবান রামের নামেই আপত্তি, কংগ্রেস-রাহুলকে তীব্র আক্রমণ গিরিরাজ সিংয়ের

বেগুসরাই, ৫ জানুয়ারি ঃ ভগবান রামের নামকে ঘিরে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর অবস্থান নিয়ে ফের তীব্র আক্রমণে সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। গত রবিবার সকালে বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দলের ভগবান রামের নাম নিয়ে ' সমস্যা রয়েছে। গিরিরাজ সিংয়ের কথায়, ভারতের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের কেন্দ্রে যাঁরা আপত্তি তোলেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গিরিরাজ সিং বলেন, ভিবি জি রাম জি আইন বিরোধিতার মাধ্যমে কংগ্রেস ও বিরোধীরা আসলে ভগবান রামের নামকেই আঘাত করছে। তাঁর বক্তব্য, রাহুল গান্ধী, তাঁর দল এবং বিরোধীদের ভগবান রামের নাম নিয়ে সমস্যা আছে। ভারতে ভগবান রামের সঙ্গে যাঁদের আপত্তি, তাঁদের সাহায্য করা যাবে না। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি স্পষ্টতই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আবেগে আঘাতের অভিযোগ তোলেন এবং সেই সঙ্গে বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক অবস্থানকেও প্রশ্নের মুখে দাঁ। করান।কেবল ধর্মীয় ইস্যুতেই নয়, প্রশাসনিক কাজকর্ম ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, কংগ্রেসের শাসনামলে মনরেগা প্রকল্প দুর্নীতি ও অপব্যবহারের কবলে পড়েছিল। সেই সময় প্রকল্পের সুফল প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছত না বলেই অভিযোগ করেন তিনি। গিরিরাজ সিংয়ের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর মনরেগা প্রকল্পে স্বচ্ছতা এসেছে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে মজুরি সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছচ্ছে। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কার্যত শেষ হয়েছে এবং গরিব মানুষের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে বলে তাঁর মত।গিরিরাজ সিং আরও বলেন, বিজেপি সরকার মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে সামনে রেখে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গান্ধীজির চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেই সরকার গ্রামোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকার গান্ধীজির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর মতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।এই মন্তব্যগুলির মাধ্যমে গিরিরাজ সিং একদিকে যেমন কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক অবস্থানকে আক্রমণ করেছেন, তেমনই অন্যদিকে বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দাবি তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদের তরফে এই মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

সোনালি ও সদ্যোজাতকে শুভেচ্ছা জানাতে আজ হাসপাতালে যাবেন অভিষেক

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে 'পুশব্যাক' করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সোনালি-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের। অন্ত ঃসত্ত্বা অবস্থায় কারাবাস করতে হয় তাঁকে। আইনি টানাপোড়েন, হাজারও লড়াইয়ের পর বাংলায় ফিরেছেন। সোমবার সেই সোনালি বিবিই বীরভূমের মাটিতে পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। তারপরেই সোনালি ও তাঁর সদ্যোজাতকে শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অভিষেক জানান, তিনি যে অবিচারের শিকার হয়েছিলেন, তার প্রেক্ষিতে এই আনন্দের মুহূর্ত আরও বেশি গভীর মনে হয়। আজ (মঙ্গলবার) আমি বীরভূম সফরে যাচ্ছি। সোনালি ও তাঁর নবজাতককে শুভেচ্ছা জানাতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে হাসপাতালে যাব।অভিষেক জানান, বীরভূম রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে সোনালি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি যে অবিচারের শিকার হয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আনন্দের মুহূর্তটি আরও গভীর। ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাঁকে মিথ্যা বাংলাদেশি সাজিয়ে, দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জোর করে বাংলাদেশে

রাম রহিমের জেল-মুক্তি, ৪০ দিনের জন্য স্বস্তি প্যারোলে

রোহতক, ৫ জানুয়ারি ঃপ্যারোলে মুক্তি পেয়ে জেল-মুক্ত ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত স্বঘোষিত গুরু গুরমিত রাম রহিম। তাঁকে ৪০ দিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সোমবার রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে রাম রহিমকে। ২০১৭ সাল থেকে হরিয়ানার রোহতক জেলে বন্দি রাম রহিম। গত বছরের আগস্টেও ৪০ দিনের জন্য তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।ধর্ষণ এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ডেরা সাচ্চা সৌদা (ডিএসএস) প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংকে রোহতকের সুনারিয়া জেল থেকে ৪০ দিনের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যা ২০১৭ সালের পর থেকে তাঁর ১৪-তম অস্থায়ী মুক্তি।

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নকশা পরিবেশের গতিশীলতা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ সেমিকন্ডাক্টর চিপ নকশাই মূল মূল্য সংযোজনের চালিকাশক্তি। মোট মূল্য সংযোজনের প্রায় ৫০ শতাংশ, বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস ব্যয়ের ২০-৫০ শতাংশ এবং ফ্যাবলেস অংশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সেমিকন্ডাক্টর বিক্রির প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকে আসে।- তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্প, সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচির অধীনে, স্বনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক সেমিকন্ডাক্টর নকশা পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত।- এই প্রকল্পের আওতায় ২৪টি সেমিকন্ডাক্টর নকশা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি ভিডিও নজরদারি, ড্রোন শনাক্তকরণ, বিদ্যুৎ মিটারিং, মাইক্রোপ্রসেসর, স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং আইওটি সিস্টেম-অন-চিপে কেন্দ্রীভূত।- ডিএলআই-সমর্থিত উদ্যোগগুলির অগ্রগতি দ্রুত। ইতিমধ্যে ১৬টি টেপ-আউট সম্পন্ন হয়েছে, ছয়টি এএসআইসি চিপ তৈরি হয়েছে, ১০টি পেটেন্ট দাখিল হয়েছে, ১ হাজারের বেশি প্রকৌশলী যুক্ত রয়েছেন এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ তিন গুণেরও বেশি পরিমাণে সক্রিয় হয়েছে।ভূমিকা- ভারত দ্রুত সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাস্থ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ এবং উদীয়মান ডিজিটাল পরিকাঠামোর জন্য সেমিকন্ডাক্টর চিপ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ডিজিটাল রূপান্তর ও স্বয়ংক্রিয়করণের গতি বাড়ার ফলে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টরের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।এই প্রেক্ষিতে সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচি ও ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের মাধ্যমে দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর পরিকাঠামো ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপাদন এখনও সীমিত কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকায় আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বিপন্ন রয়ে গেছে। এই বাস্তবতা উপাদনের বৈচিত্র্য বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেছে এবং সেই পরিসরে ভারত একটি কৌশলগত ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।প্রকল্প- ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্প ভারতের ফ্যাবলেস সক্ষমতা বিকাশের একটি মুখ্য হাতিয়ার। বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এই প্রকল্পটি সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়ন করছে। দেশীয় স্টার্ট-আপ ও এমএসএমই সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা এবং উন্নত নকশা পরিকাঠামোর সুযোগ দিয়ে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর সেমিকন্ডাক্টর নকশা পরিবেশ গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।ডিএলআই প্রকল্পে যোগ্যতা-সেমিকন্ডাক্টর পণ্য নকশা ও প্রয়োগের জন্য স্টার্ট-আপ এবং এমএসএমই সংস্থাগুলি আর্থিক সহায়তা ও নকশা পরিকাঠামোর সুবিধা পেতে পারে। অন্যান্য দেশীয় সংস্থাগুলি নকশা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য।এমএসএমই সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের ১ জুন, ২০২০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।স্টার্ট-আপ সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তরের ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী।দেশীয় সংস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের মালিকানাধীন সংস্থা।এই প্রকল্পে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, চিপসেট, সিস্টেম-অন-চিপ, সিস্টেম এবং আইপি কোর-সহ সম্পূর্ণ নকশা নির্মাণচক্র অন্তর্ভুক্ত। দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর উপাদান ও বৌদ্ধিক সম্পত্তি বিকাশের মাধ্যমে আমদানিনির্ভরতা কমানো, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো এবং দেশীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য।নকশা পরিকাঠামো সহায়তাডিএলআই প্রকল্পের অধীনে সি-ড্যাক চিপ-ইন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্র অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে নকশা পরিকাঠামোর সহায়তা প্রদান করে।- জাতীয় ইডিএ টুল গ্রিডের মাধ্যমে উন্নত নকশা সফটওয়্যারের দূরবর্তী ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়।- আইপি কোর সংগ্রহাগার থেকে সিস্টেম-অন-চিপ নকশার জন্য সরল প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়।- এমপিডব্লিউ প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।- সিলিকন যাচাই ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।ডিএলআই প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্য২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সূচনার পর থেকে এই প্রকল্প ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নকশা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থিক সহায়তা, উন্নত নকশা সরঞ্জাম এবং প্রোটোটাইপ সুবিধার মাধ্যমে ধারণা থেকে বাস্তব চিপে রূপান্তরের পথ সুগম হয়েছে।চিপ-ইন কেন্দ্র প্রায় ৪০০ সংস্থার ১ লক্ষ প্রকৌশলী ও শিক্ষার্থীর জন্য উন্নত নকশা সরঞ্জামের সুযোগ তৈরি করেছে। এর মধ্যে চিপস টু স্টার্ট-আপ কর্মসূচির আওতায় তিনশোর বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ডিএলআই প্রকল্পের অধীনে ৯৫টি স্টার্ট-আপ অন্তর্ভুক্ত।জাতীয় ইডিএ গ্রিডে ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ব্যবহারের সময় পঞ্চাশ লক্ষ ঘন্টা অতিক্রম করেছে।এই সহায়তার ফলে দেশীয় উদ্যোগগুলির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। মোট ১০টি পেটেন্ট দাখিল, ষোলটি টেপ-আউট, ছয়টি সেমিকন্ডাক্টর চিপ নির্মাণ এবং এক হাজারের বেশি প্রকৌশলীর দক্ষতা বিকাশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। একশোর বেশি পুনর্ব্যবহারযোগ্য আইপি কোরও উন্নত হয়েছে।সেমিকন্ডাক্টর নকশায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো-- বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক নীতি নির্ধারণ ও প্রকল্প পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করছে।- সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচি ৭৭ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে নকশা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছে।- চিপস টু স্টার্ট-আপ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হচ্ছে।- মাইক্রোপ্রসেসর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ভেগা, শক্তি ও অজিত মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয়েছে।এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্টার্ট-আপ, এমএসএমই এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে গবেষণা থেকে পণ্য উন্নশ্রুয়নের পথে সহায়তা করছে।ডিএলআই প্রকল্পের সাফল্যের উদাহরণ-ভিডিও নজরদারি, ড্রোন শনাক্তকরণ, শক্তি মিটার, মাইক্রোপ্রসেসর, উপগ্রহ যোগাযোগ এবং আইওটি খাতে চব্বিশটি নকশা উদ্যোগ অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৯৫-টি সংস্থা শিল্পমানের নকশা সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।- ভার্ভেসেমি মাইক্রোইলেকট্রনিক্স মোটর নিয়ন্ত্রণ চিপ তৈরি করছে।- ইনকোর সেমিকন্ডাক্টর দেশীয় রিস্ক-ভি মাইক্রোপ্রসেসর উন্নয়নে কাজ করছে।- নেট্রাসেমি নজরদারি ও ড্রোন ব্যবহারের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমর্থিত সিস্টেম-অন-চিপ তৈরি করেছে।- আহিসা ডিজিটাল ইনোভেশনস দেশীয় ফাইবার ব্রডব্যান্ড সমাধান উন্নয়নে সাহায্য করছে।- আস্ত্রাভিশন সর্ব আবহাওয়ায় কার্যকর রাডার-অন-চিপ নকশায় নিয়োজিত।সমাপ্তি- ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্প ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নকশা নির্মাণের ক্ষেত্রে কৌশলগত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। আমদানিনির্ভরতা হ্রাস, প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনকে বাজারমুখী পণ্যে রূপান্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত করছে।

জন্মদিনে মমতা দিদি-কে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, তৃণমূল নেত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা মোদীর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ জানুয়ারি দিদি সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূল নেত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবারই মমতার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্যথা হল না এবারও। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমি তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। রাজনৈতিক মহলের মতে যে, রাজনীতিতে বিভেদ সত্ত্বেও মমতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌজন্যের নজির স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

স্টুডেন্টস উইক উদযাপনঃচতুর্থ দিনে আশুতোষ কলেজে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবির

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃআশুতোষ কলেজের পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে স্টুডেন্টস উইক। ১ জানুয়ারি শুরু হয়ে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই উদযাপন ।সোমবার এই উদযাপনের চতুর্থ দিনে তালিকাভুক্ত দুটি বিষয়। একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, রয়েছে বিতর্কসভাও। কলেজের কমন রুমে আয়োজন করা হয় এই স্বাস্থ্য শিবিরের। বিভিন্ন বিভাগ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলতে থাকে এই শিবির। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পার্থসারথি বেরা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যই আমাদের সম্পদ। প্রত্যেক ছাত্র - ছাত্রীর সুস্থ সাভাবিক জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেই আশুতোষ কলেজের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে । প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কোনও সরকারি হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই উদ্দেশ্য ।

যে কোনও মূল্যে এসআইআর বন্ধ করতে চান মমতা, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

খড়গপুর, ৫ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অনিয়মের অভিযোগ তুলে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়ে তিন পাতার চিঠিতে তিনি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন, উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা জানান, অনিয়মগুলির সমাধান না-হলে ' অপূরনীয় ক্ষতি' হয়ে যাবে।মমতার এই চিঠি প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও মূল্যে এসআইআর-কে থামাতে চান। আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি কি ভয় পাচ্ছেন যে এসআইআর সম্পন্ন হলে আপনি হেরে যাবেন? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার পরাজয় নিশ্চিত। বাংলার মানুষ আপনাকে পরাজিত করবে। এসআইআর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, ভাইপো দিল্লিতে পৌঁছেছে। কিন্তু এখানে এসআইআর হবে এবং ভুয়ো ভোটারদের নাম মুছে ফেলা হবে।

মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় একাধিক আইইডি বিস্ফোরণ, আহত দুই, নিন্দা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের

ইমফল, ৫ জানুয়ারিঃ মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার অন্তর্গত ফৌগাকচাও থানাধীন সাইটন-নগানুকন এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে তিনটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে দুজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে সংঘটিত আইইডি বিস্ফোরণে ঘটনায় আতঙ্কের পাশাপাশি ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এদিকে ঘটনাকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করে তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দুটি বিস্ফোরণ ভোর ৫-টা ৪০ মিনিট থেকে ৫-টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে ঘটেছে। তৃতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে সকাল প্রায় ৮-টা ৩০ মিনিটে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে এলাকার বাসিন্দাদের শীতঘুম ভেঙে যায়।সূত্র জানিয়েছে, ফৌগাকচাও থানাধীন সাইটন-নগানুকন এলাকা সিআরপিএফ-এর নিরাপত্তা বলয়ে বেষ্টিত। পরিত্যক্ত ওই বাড়িতে আইইডি পুঁতে রাখা হয়েছিল। সকালে ডিভাইসটি তিনবার বিস্ফোরিত হওয়ার পর আরও একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।প্রথম বিস্ফোরণের পর বাড়িটির কাছে যান স্থানীয় দুই ব্যক্তি। সে সময় দ্বিতীয় বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়, এতে তাঁরা জখম হয়েছেন। আহতদের পরিচয় এখন জানাতে পারেনি পুলিশের সূত্রটি। সূত্রটি জানিয়েছে, তাঁদের বিষ্ণুপুর জেলা সদরে সরকরি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আশপাশ এলাকায় আর কোনও বিস্ফোরক সামগ্রী রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে চিরুণি তালাশি শুরু করেছে।

মোদী জানতেন আমি অখুশি, ফের শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি ঃ ভারত ও রাশিয়ার ওপর ফের আরও শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাঁরা আমাকে খুশি করতে চেয়েছিল, মূলত প্রধানমন্ত্রী মোদী একজন খুব ভালো মানুষ। তিনি একজন ভালো মানুষ। তিনি জানতেন আমি খুশি নই। আমাকে খুশি করা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বাণিজ্য করতে পারেন এবং আমরা খুব দ্রুত তাঁদের ওপর শুল্ক বাড়াতে পারি।ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে মার্কিন হামলা সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে জানতাম, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অভিযান ছিল। আমাদের কয়েকজন আহত হয়েছে, কিন্তু সবাই এখন ভালো অবস্থায় আছে। একটি হেলিকপ্টার বেশ খারাপভাবে আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু আমরা সবকিছু ফিরিয়ে এনেছি এবং কেউ নিহত হয়নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কে দায়িত্বে আছে, কারণ আমি আপনাকে উত্তর দেব এবং এটি খুব বিতর্কিত হবে। আমরা দায়িত্বে আছি।

তেলঙ্গানা বিধান পরিষদ থেকে পদত্যাগ কে কবিতার

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারি ঃ সোমবার তেলঙ্গানা বিধান পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন কে কবিতা। আবেগঘন বিদায়ী ভাষণের পরে তিনি হায়দরাবাদের গান পার্কে স্মৃতিসৌধে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজের নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করেছেন। বিআরএস থেকে চার মাস আগে সাময়িক ভাবে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে এ দিন পাকাপাকি দল ছাড়ার কথা জানান কবিতা।বিআরএসের বর্তমান নেতৃত্বকে নিশানা করে বলেন, কেসিআর এখন 'শয়তানদের দিয়ে ঘেরা রয়েছেন'। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জল্পনা উ।য়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, সম্পত্তির নয়, আত্মসম্মানের লড়াই এটা। অভিযোগ করেছেন, বিআরএস-এর অন্দরে তাঁকে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কবিতা জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা ভোটে তিনি নিজের নতুন দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। আপনার মানসিকতা ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে, কিন্তু কিছু উদ্বেগ আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। দিনের প্রথম ভাগে আপনার সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কিছু প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য ধরুন এবং তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন।শুভ রং লাল।
বৃষঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে থাকেন তবে আজই এটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, অন্যথায় সেই সদস্যটি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। কোন পুরনো বন্ধুর অপ্রত্যাশিত সাক্ষা সুখপ্রদ স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। শুভ দিন।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে। আপনার সামাজিক জীবন আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং আপনি নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন যারা আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। ।
কর্কট রাশি ঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে না।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। যেহেতু এই সময়ে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার জীবনের গতিপথকে প্রভাবিত করছে, তাই এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্ক এবং সামগ্রিক জীবনে কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারেন।।
কন্যাঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। শুভ দিন হবে
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য চমকার দিন। ইতিবাচক শক্তি আপনার চারপাশে প্রবাহিত হচ্ছে, যা আপনাকে আপনার সম্পর্কগুলোতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে অনুপ্রাণিত করবে।
মকরঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মানসিক অবস্থা ওঠানামা করতে পারে, যার ফলে আপনি উদ্বেগ বা অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন। আপনার চারপাশের মানুষ আপনার ভাবনাগুলো বুঝতে পারবেন না, যা আপনার সম্পর্কে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করতে পারে।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন। আপনি অনুভব করবেন যে আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ।
মীনঃমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। নাতিনাতনিরা প্রাচুর্যপূর্ণ খুশির উৎস হবে।শুভদিন

আবহাওয়া

ফের পারদ-পতন, তাপমাত্রা নামার সঙ্গে সঙ্গেই কনকনে ঠান্ডা। হিমেল হাওয়ায় শীতের পরশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। উত্তরবঙ্গেও জমজমাট ঠান্ডা। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গ, শীতের আমেজ আরও বেশি উত্তরবঙ্গে। সোমবার কলকাতায় ফের নেমেছে তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং-সহ চারটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং জেলা-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে জানান।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৩টা ৫০মনিট এবং ভোর ০৪টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৪মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

অফিস পাড়ার যানজট ঠেকাতে কড়া কলকাতা পুলিশ, ডালহৌসি জুড়ে অবৈধ পার্কিং উচ্ছেদ, রেড রোডে পথচারী নিযন্ত্রণেও বিশেষ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, লাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ কলকাতা শহরের নিত্যদিনের জীবনে যানজট এখন এক স্থাযী সমস্যা। বিশেষ করে অফিস পাড়াগুলিতে দিনের ব্যস্ত সমযে পরিস্থিতি এতটাই ভযাবহ হযে ওঠে যে অল্প দূরত্ব পেরোতেই দীর্ঘ সময নষ্ট হয সাধারণ মানুষের। এই যানজটের অন্যতম বড় কারণ অবৈধ পার্কিং। যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিযে রাখার ফলে সংকীর্ণ হযে পড়ছে রাস্তা, ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক যান চলাচল। এই সমস্যার লাগাম টানতে নতুন বছরের শুরুতেই কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটল কলকাতা পুলিশ। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের তরফে জানানো হযেছে, বিশেষ করে ডালহৌসি চত্বর ও সংলগ্ন অফিস পাড়ায অবৈধ পার্কিং রুখতে বিশেষ অভিযান শুরু হযেছে। বুধবার কলকাতা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা সরেজমিনে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময যান চলাচলের গতি, পার্কিংযের অবস্থা এবং পথচারীদের চলাচল খতিযে দেখা হয। এরপরই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওযা হযেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিযেছে, ডালহৌসি এলাকায দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার ধারে এবং মোড়ের কাছাকাছি অবৈধভাবে গাড়ি পার্ক করার প্রবণতা বেড়েছে। অফিস টাইমে এর জেরে চরম যানজট তৈরি হয। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেআইনি পার্কিংযের বিরুদ্ধে জরিমানা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রযোজনে গাড়ি তুলে নেওযার সিদ্ধান্তও নেওযা হযেছে। নিযম ভাঙলে কোনও রকম রেযাত করা হবে না বলেই স্পষ্ট বার্তা দিযেছে

ট্র্যাফিক পুলিশ। শুধু পার্কিং নয, পথচারীদের নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ডালহৌসি, হেমন্ত বসু সরণি, এনএস রোড, আরএন মুখার্জি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত রাস্তায দুর্ঘটনা কমাতে রাস্তার মাঝখানে নতুন রেলিং বসানোর সিদ্ধান্ত নেওযা হযেছে। এই রেলিং বসানো হলে পথচারীরা যত্রতত্র রাস্তা পার হতে পারবেন না। নির্দিষ্ট জেব্রা ক্রসিং বা নির্ধারিত পযে ঃট দিযেই রাস্তা পার হতে হবে। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর শহরের অবৈধ পার্কিং সমস্যা নিযে জেলা নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক হযেছিল। সেই বৈঠকে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে কলকাতা পুরসভাকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওযা হয। পুলিশের তরফে জানানো হয, শুধুমাত্র আইন প্রযোগ করে যানজট পুরোপুরি কমানো সম্ভব নয, এর জন্য পরিকাঠামোগত উন্নযনও জরুরি। সেই কারণেই ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে নতুন রেলিং বসানো এবং পুরনো, ভাঙাচোরা রেলিং দ্রুত মেরামত করার প্রস্তাব দেওযা হয। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, রেলিং বসানো হলে শুধু যানজট নয, দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেকটাই কমবে। কারণ অনেক সময হঠা করে পথচারীরা রাস্তা পার হতে গিযে গাড়ির সামনে পড়ে যান। এর ফলে ব্রেক কষতে গিযে তৈরি হয ট্রাফিক জ্যাম, আবার ঘটে দুর্ঘটনাও। নির্দিষ্ট জাযগা দিযে রাস্তা পারাপার বাধ্যতামূলক হলে এই সমস্যা অনেকটাই নিযন্ত্রণে আসবে। ডালহৌসির পাশাপাশি রেড রোড এলাকাতেও বিশেষ নজর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। রেড রোডে প্রাযশই দেখা যায, পথচারীরা বেপরোযা ভাবে রাস্তা পার হচ্ছেন, কখনও কখনও যান চলাচলের মাঝখান দিযেই হেঁটে যাচ্ছেন। এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই সেখানে নজরদারি বাড়ানো হযেছে। প্রযোজনে পুলিশ কর্মীরা সরাসরি পথচারীদের সতর্ক করছেন এবং নিযম না মানলে ব্যবস্থা নেওযার কথাও জানানো হযেছে। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জানিযেছেন, শহরের যানজট একটি বড় সমস্যা, কিন্তু এর অনেকটাই মানুষের অভ্যাসের কারণে। যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্ক করা বা যত্রতত্র রাস্তা পার হওযা-এই প্রবণতা বদলানো জরুরি। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া স্থাযী সমাধান সম্ভব নয। নতুন বছরের শুরুতেই এই অভিযানকে দীর্ঘমেযাদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখছে প্রশাসন। শুধু কযেকদিনের অভিযান নয, নিযমিত নজরদারি চালানো হবে বলে জানানো হযেছে। পাশাপাশি ট্র্যাফিক নিযম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার অভিযানও জোরদার করা হবে। শহরবাসীর একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিযেছেন। তাঁদের মতে, অফিস টাইমে ডালহৌসি বা বিবাদী বাগ এলাকায যানজট এমন পর্যাযে পৌঁছয যে অফিস পৌঁছনোই দুঃস্বপ্ন হযে দাঁড়ায। অবৈধ পার্কিং নিযন্ত্রণে এলে এবং পথচারীদের চলাচল নিযমের মধ্যে এলে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্বস্তিদাযক হবে। সব মিলিযে, কলকাতা পুলিশের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছে-যানজট ও দুর্ঘটনা রুখতে এবার আর ঢিলেমি নয। আইন মানতে হবে সবাইকে, নচে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থার মুখোমুখি হওযার ঝুঁকি। এখন দেখার, এই উদ্যোগ কতটা সফল হয এবং শহরের নিত্যযাত্রায কতটা স্বস্তি ফেরাতে পারে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, নার্সিংহোমে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, ৫ জানুয়ারি ঃ ডোমজুড়ের কাটলিয়ার একটি নার্সিংহোমে রবিবার রাতে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যু ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মৃত মহিলার আত্মীযরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান। টেবিল, চেযার ও অন্যান্য আসবাবপত্র উল্টে দেওয়া হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, ডোমজুড়ের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা মৌসুমী নস্কর রবিবার সকালে কাটলিযার ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হন। অই মহিলার বয়স ৩২ বছর। ওই নার্সিংহোমে তাঁর অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। সেই হিসেবে চিকিসক তাঁকে ওষুধ দিলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হযে পড়েন বলে অভিযোগ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার পরিবারের কাছে বাইরে থেকে রক্ত আনতে বলেন এবং পরে নার্সিংহোম থেকে তাঁদের জানানো হয়, দ্রুত ফিরে আসার জন্য। যখন বাড়ির লোক সেখানে পৌঁছায তখন তাঁরা জানতে পারেন ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এর পরই পরিবারের মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান। স্থানীয় পুলিশ জানিযেছে, তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনে। পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনার কারণ নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্তব্যে কোনও গাফিলতি করা হয়নি। চিকিৎসক যথাযথ ট্রিটমেন্ট করেছেন এবং প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সব ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সন্ধে ৬টা ২০ মিনিট নাগাদ রোগীর মৃত্যু হয়। তবে মৃত মহিলার পরিবার দাবি করেছেন, চিকিৎসার ত্রুটি বা গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে।

সন্দেশখালিতে পুলিশের গাড়িতে হামলা, মুসার দাদা সহ গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ সন্দেশখালি এলাকায় পুলিশের গা।িতে হামলার ঘটনায় আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। রবিবার রাতের অভিযানে ধৃতদের মধ্যে মুসা মোল্লার দাদা মোর্তজা মোল্লাও রয়েছেন। এ নিয়ে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২। তবে এখনও পুলিশ মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লাকে খুঁজছে। মুসার বিরুদ্ধে এলাকায় অবৈধ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। আদালতের নির্দেশে সেই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল, যা ওই জমিতে কোনও কাজ করার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অভিযোগ, গত শুক্রবার রাতে মুসা এই নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে জমিতে পাঁচিল তোলার কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। এরপর বয়ারমারিতে মুসার বাড়িতেও গিয়ে তাঁকে থানায় যেতে নির্দেশ দেন। পুলিশের এই হস্তক্ষেপে মুসা তাঁর অনুগামীদের ফোন করে ডেকে আনে। পরে মুসা ও তাঁর অনুগামীরা পুলিশের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় চারজন পুলিশকর্মী আহত হন। ঘটনাটি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি করে। পুলিশের অভিযানে শনিবার ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। রবিবার রাতে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে মুসার দাদা মোর্তজা মোল্লাও রয়েছেন। ধৃতদের সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ তাদের ১০ দিনের হেফাজতে রাখার আবেদন করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা এখনও পলাতক। তাঁর অনুসারীদের খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। হামলার ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত করতে পুলিশ এলাকাজুড়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার তরফে

রবিবার ছুটির দিনেও নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য খোলা থাকবে পুরসভার দরজা

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলিঃ এ বার থেকে সপ্তাহের সাত দিনই সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যায় পুরসভায় যেতে পারবেন। ঘোষণা মতোই ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম রবিবার খোলা রইল হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ৩০টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জন্য অভিনব উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের। যদিও এই উদ্যোগকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। তাঁদের কটাক্ষ, এ সব ভোটের চমক। গত ৩১ ডিসেম্বর সাংবাদিক বৈঠক করে পুরসভার তরফে জানানো হয়, পুরবাসীর সুবিধার্থে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম রবিবারও পুরসভায় পরিষেবা পাবেন পুরবাসী। সেই মতো এ দিন খোলা হলো পুরসভার দরজা। সেখানে উপস্থিত হন বিধায়ক অসিত মজুমদার।

বিধায়কের বক্তব্য, সপ্তাহে ছ'দিন কম-বেশি সকলেই পেশাগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ বার তাঁরা চাইলে রবিবার ছুটির দিন পুরসভায় আসতে পারবেন। প্রতি রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে পুরসভা। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার তরফে খবর, রবিবার ছুটির দিনেও নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য খোলা থাকবে পুরসভার দরজা। সেখানে চেয়ারম্যান, কাউন্সিলরাও উপস্থিত থাকবেন। কোনও কোনও দিন বিধায়ক নিজে পুরসভায় উপস্থিত থাকবেন। যদিও বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ' মরার সময়ে হরিনাম করছে পুরসভা। এতদিন কী করছিল? তৃণমূল বুঝতে পেরেছে আগামী বিধানসভায় তাদের বিসর্জন হতে চলেছে। এখন রবিবারও পুরসভা খোলা রাখতে চাইছে।'

শ্রীরামপুরে দরজা না খোলায় ক্ষুব্ধ জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে, ভাঙা হলো সিসিটিভি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ দরজা না খোলায় ক্ষুব্ধ জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে। ভাঙা হলো সিসিটিভি। ভেঙে দেওয়া হলো বাড়ির সামনে বেড়া। স্বামীর মারধরের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তরুণী। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে, ফের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন তরুণী। তাতেই শনিবার দুপুরে উত্তেজনা ছয়ায় শ্রীরামপুর থানার গড়গড়ি ঘাটে। এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ছেলের পরিবারের। সিপিএম কাউন্সিলারের বেড়া ভাঙার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাজির হয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। তরুণীকে মহিলা থানায় নিয়ে যায় তারা। শুক্রবার বিকেলে স্বামীর মারধরের অভিযোগ নিয়ে শ্রীরামপুর মহিলা থানায় হাজির হন তরুণী। অভিযোগ করেন স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। স্বামী সেনাকর্মী। এ দিন বেলায় ওই তরুণী শ্রীরামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের গড়গড়ি ঘাট এলাকায় তাঁর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তরুণীর অভিযোগ, সেখানে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, বার বার ডাকাতেও কেউ দরজা খোলেননি। তখনই স্থানীয় বাসিন্দারা হাজির হন। ক্ষুব্ধ জনতা সেই বাড়ির সামনে বেড়া ভেঙে দেয। ছেলের পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সব সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হযেছ। বাড়ির ভিতরে ইট ছোড়া হয়। একাধিক বার দরজায় লাথি মারা হয়। পরিবারের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, সেই ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার নিজে শাবল হাতে বেড়া ভাঙছেন। যদিও কাউন্সিলার অরবিন্দ ঘোষের পাল্টা দাবি, অভিযুক্তরা নিজের ব।ড়ির সামনের একটা জমিতে শালবল্লা পুঁতেছে। দুর্গা পুজোর সময়ে সেখানে সবাই বসে সময় কাটান। পাড়া-পড়শিকে না জানিয়ে ওই জমি ঘেরা নিয়েই স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। তার উপরে নব বিবাহিত তরুণীর উপরে অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসায়, মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তরুণীর অভিযোগ, এ দিন সকালে কিছু জরুরী নথি এবং জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য তিনি এখানে আসেন। কেউ দরজা খোলেননি। তখন তাঁকে দেখে, পাড়ার লোকজন মেজাজ হারিয়ে বাড়ির সামনের সীমানা বেড়া ও সুপারি, কলা গাছ ভেঙে দেন।ছেলের পরিবারের দাবি, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ, বিয়ের পর থেকেই ওই তরুণী বিভিন্ন ভাবে আলাদা থাকার জন্য জোর করতেন। ঘটনার দিনও নিজেদের মধ্যে কেবলমাত্র ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। এ দিন সকালে একদল লোক এসে বাড়ি ভাঙচুর করে। বাড়িতে বাচ্চা রয়েছে, সেখানে ইট ছোড়া হয়। পরিবারের সদস্যরা সবাই ভয়ে রয়েছেন। থানার দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছে পরিবার।

বারো দিন জলাশয়ে স্থির আলিপুর চিড়িয়াখানার জলহস্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ শীতের কনকনে হাওয়া, আলিপুর চিড়িয়াখানার শান্ত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক জলহস্তী-বারো দিন ধরে জলাশয়ের মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। খাবার-দাওয়াও ঠিকমতো খাচ্ছেন না, নাইট শেল্টারে যাওয়ায় বন্ধ শুধুই জলে সময় কাটাচ্ছে সে। সেইজন্য বর্তমানে চিড়িয়াখানার চিকিৎসক থেকে বিশেষজ্ঞ সবাই চরম চিন্তায় রয়েছেন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নন্দনকানন থেকে একজোড়া জলহস্তী আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। শুরুতে সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মেয়ের জলহস্তী মারা যান। তার মৃত্যুর শোকে পুরুষ জলহস্তী কিছুটা সময় ধরে মানসিক ভারসাম্য হারান। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তিনি, কিন্তু তারপর হঠাই দেখা যাচ্ছে, তিনি জল ছাড়ছেন না। খাওয়াও কম, নাইট শেল্টারেও স্বেচ্ছায় ফিরছেন না। জলহস্তীরা সাধারণত সকালবেলায় নাইট শেল্টার থেকে বেরিয়ে জলাশয়ে শরীর ডুবিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগে তারা শেল্টারে ফিরে আসে। কিন্তু বর্তমানে এই পুরুষ জলহস্তী বারো দিন ধরে শুধু জলাশয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শারীরিকভাবে তিনি কোনো আঘাত পেয়েছেন কি না, তা যাচাই করতে চিড়িয়াখানার চিকিৎসকরা প্রথমে জল কমিয়ে জলহস্তীকে উঠানোর চেষ্টা করেন। তবে এতে তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হতে থাকে। ফলে জল আবার ভরে দিতে হয়।

চিড়িয়াখানার অধিকর্তা তৃপ্তি শাহ বলেন, একটি জলহস্তী অসুস্থ। আমাদের পশু চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করছেন। তবে কী অসুখ তা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। জলহস্তীর ত্বক সংবেদনশীল এবং শরীর ভারী হওয়ায় তাকে রোদ ও শীত থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত জলাশয় অপরিহার্য। শারীরিক সমস্যা না থাকলেও তার খাবার ও বিশ্রামহীন এই অবস্থায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছে। প্রজননের জন্য চিড়িয়াখানা মূলত তারুণ্যপূর্ণ জলহস্তী জোড়া আনা হয়েছিল। কিন্তু মেয়ের অকাল মৃত্যু এবং পুরুষ জলহস্তীর এই অনিয়মিত আচরণ কর্তৃপক্ষকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আরও বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, গত ডিসেম্বর মাসে চিড়িয়াখানায় একটি তারুণ্যে ভরা বাঘিনির মৃত্যু, তার আগে অক্টোবর মাসে দুইটি বাঘিনির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণসার মৃগও মারা গেছে। এই একের পর এক মৃত্যুর কারণে পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে চিড়িয়াখানার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিডিও অফিসের হিয়ারিং সেন্টারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদাতা, তারকেশ্বরঃ ঘটনা দু'টি হুগলির তারকেশ্বর বিডিও অফিসের হিয়ারিং সেন্টারের। রবিবার এই দুই ঘটনাকে সামনে রেখে তুঙ্গে উঠল রাজনৈতিক তরজা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার শুনানি পর্বে হাজিরা দিতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ। মাথা ফাটল তাঁর। রবিবারই ওই শুনানি কেঃন্দ্র ডাক পেয়েছিলেন এক অন্ত ঃসত্ত্বা। তারকেশ্বর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভরতচঃন্দ্র সামন্ত এবং তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্ত। দু'জনেই ৭০ ঊর্ধ্ব। শুনানির জন্য নোটিস পেয়ে তাঁরা টোটোয় করে রবিবার উপস্থিত হয়েছিলেন তারকেশ্বর বিডিও অফিসে। কিন্তু টোটো থেকে নামার সময়েই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ভরতচঃন্দ্র। মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। সেই সময়ে তাঁর মাথাতে চোট লাগে এবং ফেটে যায়। শুনানি কেঃন্দ্র থাকা অন্যরা তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিডিও সীমা চঃন্দ্র। অসুস্থ বৃদ্ধকে ধরে প্রথমে স্থানীয় এক চিকিসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিসার জন্য। সেখানে ভরতচন্দ্রের মাথায় ব্যান্ডেজ করা হয়। তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্ত বলেন, ' থেকে নামতেই ও উল্টে পড়ে যায়। ওঁর মাথা ফেটে গিয়েছে। অসুস্থ জানা সত্ত্বেও এ দিন আমাদের সাড়ে ১২টার মধ্যে আসতে বলা হয়েছিল। আমরা সেখানে পৌঁছনোর পরেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তারকেশ্বরে ১৭ বছর ধরে বসবাস করছি।' অন্য দিকে, এ দিন তারকেশ্বরের বালিগোড়ি এলাকার বাসিন্দা নেহা পোদ্দারকেও শুনানির জন্য ডাকা হয়। তিনি আট মাসের অন্ত ঃসত্ত্বা। যদিও কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ৮৫ ঊর্ধ্ব, অন্ত ঃসত্ত্বা এবং অসুস্থদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে শুনানি করতে হবে। কিন্তু তার পরেও কেন শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে হলো নেহাকে? এই তরুণীর বাবা বলেন, ' এ দিনের তারিখ দেওয়া হয়েছিল হিয়ারিংয়ের জন্য। আমি বিএলও-কে বলেছিলাম। তিনি বলেন, পরে বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং হবে। কিন্তু তা কবে হবে, সে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি তিনি। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চলে এসেছি। কাজ হয়েছে। আর ডাকবে কি না, কে জানে!'

শুরু রাজনৈতিক তরজা এই দু'টি ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা প্রভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' বছরের শিক্ষককে শুনোনিতে ডাকা হয়েছে। তিনি অসুস্থ, সে কথা জানিয়েছিলেন। তার পরেও তাঁকে আসতে হলো। আমরা ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। ৭২ বছরের এক প্রবীণকে প্রমাণ করতে হচ্ছে, তিনি এ দেশের নাগরিক। এটা লজ্জার।' পাশাপাশি অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলার শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিতি নিয়েও সরব হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্য দিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতা গণেশ চক্রবর্তী বলেন, ' বয়স্ক ব্যক্তির মাথা ফেটে গিয়েছে। তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। প্রশাসনকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তবে এ নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই। তারকেশ্বরের বিডিও সীমা চন্দ্র বলেন, ' ঊর্ধ্বদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা হচ্ছে। যাঁরা অসুস্থতার কথা জানাচ্ছেন, তাঁদের কথাটিও বিবেচনা করা হচ্ছে। যে প্রবীণ পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।' যদিও অন্ত ঃসত্ত্বা অবস্থায় কেন নেহাকে শুনানিতে হাজির হতে হলো, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি এই বিডিও। তিনি বলেন, 'এএখন মিটিংয়ে রয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে বলব।'

৫০০ টাকার বান্ডিলের ভিডিও ঘিরে বিতর্ক, তৃণমূল নেতা গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়যায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি দোতলার অফিস ঘরে টেবিলের উপর থরে থরে রাখা ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল। ভিডিওটি মাত্র ৩ মিনিট ২০ সেকেন্ডের হলেও রাজনীতির উত্তাপ তৈরি করতে যথেষ্ট। ভিডিওতে দেখা যায়, টেবিলের ঠিক পাশে বসে বারাসত ১নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সহ সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল। অন্য পাশে বসে রয়েছেন এক ব্যবসায়ী বাকিবুল ইসলাম। টাকার বান্ডিল এত বড় যে ব্যবসায়ীর মুখও দেখা যায় না। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে নগদে প্রায় কোটি টাকা ছিল। ভিডিওর শেষে একজনকে সেই টাকা ব্যাগে ভরে নিয়ে যেতে দেখা যায়। ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ভিডিও। আমার এক বন্ধু জমি কিনেছিল। এরই লেনদেন চলছিল। আমি শুধুমাত্র উপস্থিত ছিলাম। এদিকে আরেক ব্যবসায়ী বাকিবুলের আবার বক্তব্য, কয়েক বছর আগের ভিডিও। যতটুকু মনে পড়ছে জমি বিক্রির লেনদেনের টাকা। গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল সেই জমির পার্টনার। কাজীপাড়ার একটি জায়গায় বসে এই লেনদেন হয়েছে। সকল পার্টনারের উপস্থিতিতেই লেনদেন হয়েছিল। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ভিডিওটি পুরোনো এবং জমি কেনাবেচার প্রসঙ্গে নেওয়া হয়েছে। তবে রাজনৈতিক প্রতিদ্ব ঃদ্বীরা এটিকে দুর্নীতির অভিযোগ আকারে তুলে ধরেছেন। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, গিয়াসউদ্দিন মন্ডল একজন জমি মাফিয়া। এদের নিয়েই তৃণমূল চলছে। এরা যেভাবে জনগণের টাকার লুট করছে নিনন্দার ভাষা নেই। মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে। আমি ইডিকে বলব শতঃপ্রণোদিত মামলা ঋজু করে তদন্ত করে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রেপ্তার করতে। এদিকে, বারাসত ১নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি মন্তব্য করেছেন, ব্যবসা করা অপরাধ নয়। গিয়াসউদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে জমির ব্যবসা করেন। আসলে ভোটের আগে পুরোনো ভিডিও ভাইরাল করে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত। অন্যদিকে আবার বারাসত ১নম্বর ব্লক তৃণমূলের কনভেনর ইছা হক সর্দার জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পেশায় একটি স্কুলের ক্লার্ক। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কি না জানা নেই। ঘটনাটি নিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

পার্কসার্কাসে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির ছাদ, প্রাণ হারালেন বৃদ্ধা, আহত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ শীতের রাতের নীরবতা ভেঙে হঠাই এল এক দু ঃসংবাদ। পার্কসার্কাস এলাকার লোহাপুলের ৬৫ নং ওয়ার্ডে রবিবার রাত ৩টের দিকে একটি পুরনো তিনতলা বাড়ির একতলা ছাদ ভেঙে পড়ে। এতে মৃত্যু হয় বছর পঁচাশির রাবিয়া খাতুনের। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাড়ির আরও তিনজন সদস্য-এক শিশু এবং দুই বয়স্ক। তাঁদের তৎ১ক্ষণা নিকটবর্তী ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৪৬এইচই, সামসুল হুদা রোডের এই বাড়িটি বহু পুরনো ও জরাজীর্ণ। স্থানীয় কাউন্সিলরের বক্তব্য, বাড়িটি বিপজ্জনক অবস্থায় থাকায় মালিককে বহুবার মেরামতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা হয়, যার ফলে এই ভযাবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় বাড়ির সকল সদস্য ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ মধ্যরাতে ছাদের চাঙর পড়ে গেলে ৬১ বছরের রাবিয়া খাতুন গুরুতর আঘাত পান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৯ বছরের শিশু আয়েষা খাতুন, ১৬ বছরের উমর ওরফে দানিশ আলম এবং ৫৫ বছরের ওয়াহিদ আবদুল। যদিও আয়েষার সামান্য আঘাত লেগেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর। তিনি জানান, বাড়িটি বহুদিন ধরে ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল। মালিককে বারবার মেরামতের জন্য বলা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আজকে এহেন দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকতে হলো। এ ঘটনায় পার্কসার্কাস এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিঃদারা মনে করছেন, শহর কলকাতার বিপজ্জনক বাড়িগুলি নিয়ে এখনও সতর্ক নাহলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা দিন দিন আরও বাড়বে।

ব্রিগেডে 'গো ব্যাক' স্লোগানের মুখোমুখি সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ব্রিগেডে নতুন রাজনৈতিক অভিযানের প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। সোমবার দুপুরে হুমায়ুন নিজের নতুন দল, জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)-র সভা করার উদ্দেশ্যে ব্রিগেড পরিদর্শনে যান। এ সময় মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন কয়েকজন যুবক। হুমায়ুনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঘিরে ধরেন এবং জোরে স্লোগান দিতে শুরু করেন। মাঠে থাকা যুবকরা 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন এবং বলেন, বিজেপির দালাল দূর হটো। তাঁদের দাবি, তাঁরা তৃণমূলের কর্মী। অপরদিকে হুমায়ুনের গাড়ি ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এক জন বলেন, হুমায়ুন বিজেপির হয়ে কাজ করে বাংলার পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছেন। নিজেদের গার্ডেনরিচের বাসিন্দা বলেও দাবি করেন ওই যুবকেরা। বিক্ষোভের তীব্রতায় হুমায়ুনকে গাড়িতে চড়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হয়। হুমায়ুন বলেন, যে কেউ বিক্ষোভ দেখাতে পারে। রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে হটাব। আমরা সভা করব। কারও হিম্মত থাকলে আটকে দেখাক। হুমায়ুন কবীর বর্তমানে সাসপেন্ড অবস্থায়। তিনি জেইউপি-র মাধ্যমে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে চান। সূত্রের খবর, হুমায়ুন জানিয়েছেন, ৩১ জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ব্রিগেডে একটি বড় সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সভার জন্য শনিবার মাঠ পরিদর্শনে এসেছিলেন তিনি। যদিও তিনি জানিয়েছেন, সভার জন্য সকল নিয়ম মেনে সেনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তার সঙ্গে বৈঠক করবেন।

শীতের রাতে ঝাঁপ গঙ্গায়-উদ্ধারে পুলিশ-প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ শীতের কনকনে রাত, হিমেল হাওয়া আর মাথার উপরে খোলা আকাশ-এই মনোরম পরিবেশে সন্ধ্যার আনন্দে মেতে উঠেছিলেন বিহারের যুবক রাজ কুমার। কিন্তু হঠাৎই সেই আনন্দে অন্ধকার নেমে আসে। রবিবার রাতের দিকে আহিরীটোলা ঘাটের কাছে রাজ আচমকা লঞ্চ থেকে সোজা গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেন। খবর পেয়ে উত্তর বন্দর থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করেছে। ডুবুরি নামিয়ে রাজের খোঁজ শুরু করেছে প্রশাসন। নিখোঁজ যুবকের নাম রাজ কুমার, বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বছর। তিনি মূলত বিহারের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে হাওড়ায় থাকেন। রবিবার বিকেল নাগাদ এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আহিরীটোলা ঘাটে পৌঁছান রাজ। সেখানে দু'জনে মদ্যপান করেন। সন্ধ্যার দিকে তিনি ঠিক করেন, লঞ্চ ভাড়া করে হাওড়া ফেরার পথে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। শীতের কনকনে হাওয়ায় গঙ্গার পটভূমি এবং রাতের আকাশের মেলবন্ধন যুবককে আনন্দে ভাসিয়ে তোলে। ঘটনার সময় রাজের বন্ধু জানান, মদ্যপানের কারণে রাজ মেজাজে বেশ ফুরফুরে ছিলেন। লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব চলছিল, মাঝে মাঝে গানও করছিলেন। হঠাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজ লঞ্চের ডেক থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন। বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ কোনও আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে ঝাঁপ দেননি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১৪৩২

যাচাইয়ের রাজনীতি ও মানুষের সত্যতা

রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর-ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও যাচাই পর্ব। বাইরে থেকে দেখলে এটি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু একটু গভীরে তাকালেই বোঝা যায়, এই যাচাই শুধু নথির নয়, এই যাচাই মানুষের পরিচয়, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং শেষ পর্যন্ত ' বলে যাকে আমরা ধরে নিই, তারই এক জটিল অনুসন্ধান। এই যাচাই-পদ্ধতি মোটামুটি পাঁচটি স্তরে বিস্তৃত। প্রথমত, শুনানি কেন্দ্রে ভোটারের ছবি তোলা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে স্বাক্ষর। দ্বিতীয় ধাপে সেই ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। তৃতীয় ধাপে এগুলি কমিশনের পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ভোটারের অন্যান্য নথি সংরক্ষিত রয়েছে। চতুর্থ স্তরে এই সমস্ত নথি পৌঁছচ্ছে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। এবং পঞ্চম ও শেষ ধাপে, তিনি পাঁচ দিনের মধ্যে সব কিছু যাচাই করে রিপোর্ট পাঠাবেন নির্বাচন কমিশনে। শুনতে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট সুচারু ও বিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিপুল প্রশাসনিক কাঠামোর ভিতরে যে চাপ কাজ করছে, তার প্রকৃতি কী? শুধু কাজের চাপ নয়-এখানে আছে আইনি চাপ, নৈতিক চাপ এবং এক অদৃশ্য ভয়ের চাপ। কোনও ভোটার যদি ভুল বা ভুয়ো তথ্য দেন, তাঁর বিরুদ্ধে জরিমানা এমনকি জেলের ব্যবস্থাও হতে পারে। আবার যেহেতু ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা নথি যাচাই করে ফাইনাল সিদ্ধান্তের জন্য জেলাশাসকের কাছে পাঠাচ্ছেন, তাই শেষ পর্যন্ত সরাসরি দায়িত্ব গিয়ে পড়ছে জেলাশাসকের কাঁধেই। এই দায়িত্ব প্রশাসনিক হলেও এর অভিঘাত রাজনৈতিক ও সামাজিক। তাই প্রশ্ন ওঠে-এই যাচাই কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হতে পারে? নথি, ছবি, স্বাক্ষর, ঠিকানা-সব মিলিয়ে কি ' মানুষটিকে' খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্ন নতুন নয়। বহু আগেই অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে লিখেছিলেন, Most people are other people. পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই অন্য মানুষ। কেন? কারণ তারা নিজের মতো করে ভাবে না। অন্যের ভাবনাকেই তারা নিজের ভাবনা বলে মেনে নেয়। তাদের মতামত আসলে অন্য কারও মতামত, তাদের জীবনযাপন আসলে অন্য কারও নির্ধারিত ছকে বাঁধা। ওয়াইল্ডের ভাষায়, Their thoughts are someone else's opinions. যদি এই কথাই সত্য হয়, তাহলে কোনও যাচাই প্রক্রিয়া কি সেই মানুষটিকে ধরতে পারবে, যে মানুষটা জানে সে আসলে কে? নাকি যাচাই কেবল বাইরের খোলসটুকুই ধরবে-নাম, ঠিকানা, ছবি, স্বাক্ষর-যার আড়ালে আসল মানুষটি আরও গভীরে লুকিয়ে থাকে? এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত কাহিনি মনে পড়ে। যে মানুষটি সারাক্ষণ বলেন-টাকা মাটি, মাটি টাকা, যিনি দাবি করেন টাকাপয়সা স্পর্শ করলে তাঁর শরীর জ্বলে-পুড়ে যায়, সেই আপাত-সরল সন্ন্যাসী কি সত্যিই নির্লোভ? নাকি তিনি একজন ভুয়া সাধক? এই প্রশ্নই একদিন উঠেছিল তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্তের মনে। তিনি সন্দেহ দূর করতে এক অভিনব পরীক্ষা করেছিলেন। কিছু পয়সা রেখে দিলেন সেই সন্ন্যাসীর জপের আসনের নীচে। সন্ন্যাসী আসনে বসামাত্রই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন-লাফিয়ে উঠে পড়লেন সাধনাসন থেকে। তখন তাঁর মুখে ফুটে উঠল হাসি। তিনি বললেন, নরেন, একবার কেন, যতবার সন্দেহ হবে, ততবার আমাকে যাচাই করবি। এই ঘটনায় একটি গভীর শিক্ষা আছে। সত্য নিজেই যাচাইকে ভয় পায় না। বরং সত্য যাচাইয়ের মধ্য দিয়েই আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের জীবনে যত সত্য আমরা গ্রহণ করেছি, যত অসত্য আমরা বর্জন করেছি-সব কিছুর পেছনেই আছে প্রশ্ন, সংশয় এবং পরীক্ষা। আসলে সংশয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। বিজ্ঞান তার কেন্দ্রবিন্দুতেই রেখেছে পরীক্ষা ও যাচাইকে। কোনও তত্ত্বকে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নেওয়ার আগে তাকে বারবার পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আজ যা সত্য, কাল তা সংশোধিত হতে পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাস মানেই পুরনো সত্য ভাঙা আর নতুন সত্যের সন্ধান। কিন্তু আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রায়ই উল্টোটা করি। আমরা চাই চূড়ান্ত সত্য, স্থায়ী সিদ্ধান্ত, ফাইনাল ' আর ফাইনাল ' অথচ জীবন সেই অর্থে কখনওই চূড়ান্ত নয়। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক আলব্যের কামু বলেছিলেন, জীবনের মূল সত্য হল তার ' অমীমাংসিত, অসংগত, অনিশ্চিত স্বভাব। এই অযৌক্তিকতাকে মেনে নেওয়াই জীবনকে কিছুটা হলেও বোঝা। এই প্রেক্ষিতে এসআইআর-এর যাচাই প্রক্রিয়াকে যদি আমরা কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে দেখি, তাহলে তার গভীর তাৎপর্য ধরা পড়বে না। এটি একদিকে যেমন ভোটার তালিকার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা, তেমনই অন্যদিকে মানুষের উপর এক সর্বগ্রাসী নজরদারির প্রতীক। এখানে মানুষকে বারবার প্রমাণ করতে হচ্ছে-সে কে, কোথায় থাকে, তার পরিচয় কতটা ' কিন্তু মানুষ কি কেবল নথির সমষ্টি? একটি ছবি, একটি স্বাক্ষর, একটি ঠিকানা কি একজন মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে? মানুষ তো বদলায়-তার মত বদলায়, তার অবস্থান বদলায়, তার চিন্তা বদলায়। আজ যে মানুষটি আমি, পাঁচ বছর আগে সে মানুষটি আমি ছিলাম না। পাঁচ বছর পরে আবার অন্য কেউ হব। এই পরিবর্তনশীল সত্তাকে কোনও স্থির যাচাইয়ের ছাঁচে ফেলা কি আদৌ সম্ভব? তবু সমাজ চলে যাচাইয়ের উপর ভর করেই। কারণ যাচাই ছাড়া শাসন নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই, আইন নেই। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন যাচাই নিজেকে চূড়ান্ত সত্য বলে দাবি করতে শুরু করে। যখন প্রশ্ন করার জায়গা কমে যায়, যখন সংশয়কে সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস নরেন্দ্রনাথকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক-যাচাই করো, বারবার করো।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারী মানুষের জীবনকেও অবহেলা করেননি। তিনি সংসারত্যাগকে সকলের জন্য আবশ্যক বলে মনে করতেন না। বরং সংসারের মধ্যেই ঈশ্বরচিন্তা ও কর্তব্য পালন-এই সমন্বয়কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, আসক্তি নয়, অনাসক্তিই আসল। দায়িত্ব পালন করেও ঈশ্বরের স্মরণে থাকা সম্ভব-এই বাণী তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ। তিনি নারীকে কখনোই ভোগের বস্তু হিসেবে দেখেননি বরং মাতৃভাবেই নারীকে উপলব্ধি করেছেন। কাম ও লোভ-এই দুইকে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর বাণীতে চরিত্রশুদ্ধি ও সংযমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু ও ভক্তের সম্পর্ককেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, সত্যিকারের গুরু মানুষকে ঈশ্বরমুখী করেন এবং অহংকার ভেঙে দেন। একই সঙ্গে তিনি ভক্তিকে সহজ ও স্বাভাবিক পথ হিসেবে দেখেছেন-যেখানে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

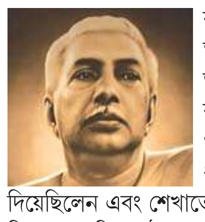

কর্ম সম্পর্কে ঠাকুরের বাণী বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে জীবনের শত্রু বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, কাজই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। যে কাজ মানুষকে ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই কাজই ধর্মসম্মত। তিনি কর্মকে উপাসনার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং শেখাতেন, দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরসাধনা সম্ভব। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপরও ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা মানুষকে আত্মসংযমী, দায়িত্ববান ও সমাজমুখী করে তোলে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, চরিত্রবান মানুষ গড়াই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সব ক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঠাকুরের বাণীতে সমাজভাবনাও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বার্থপরতা ও বিভেদ সমাজকে দুর্বল করে, আর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা সমাজকে শক্তিশালী করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা রক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী মানুষকে আশাবাদী হতে শেখায়। তিনি মানুষকে ভয় বা অন্ধ বিশ্বাসে নয়, বরং যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও আত্মশুদ্ধির পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর বাণীর মূল সুর একটাই-নিজেকে গড়ে তোলো, দায়িত্বের সঙ্গে বাঁচো, আর সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করো।

'ভগিনী নিবেদিতার সাহিত্যচিন্তার উৎস'

রানা চক্রবর্তী ঃ ভগিনী নিবেদিতার ভাই রিচমন্ড তাঁর দিদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদা বলেছিলেন- মার্গারেট যেখানেই যেত, সেখানেই নির্ঘাত একটি সাহিত্যসংস্থা গজিয়ে উঠত। (রেম হারবার্টকে পাঠানো রিচমন্ড নোবেলের স্মৃতিকথা, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থের ৪২৭নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

নিবেদিতার ভাই প্রদত্ত নিবেদিতার এই চারিত্রিক পরিচিতিতে তাঁর চরিত্রের দুটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায়-(১) তাঁর সাংগঠনিক শক্তি, এবং (২) তাঁর সাহিত্য প্রীতি। বস্তুতঃ নিবেদিতা আবাল্য সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। এমনকি পরবর্তীজীবনে নানা কাজের জন্য তাঁকে নিজের সাংগঠনিক শক্তিকে অধিকতর নিয়োজিত করতে হলেও বাল্যের সাহিত্যপ্রেম কিন্তু কখনোই তাঁর মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।

নিবেদিতার জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, মাত্র ১০ বছর বয়সে পিতা স্যামুয়েলের মৃত্যু তাঁর মনোজগতে শুধু নিষ্ঠুর চিহ্ন রেখে যায়নি, বস্তুতঃ তাঁদের পারিবারিক জীবনেও তখন বিপর্যয়ের সঙ্কেত নিয়ে এসেছিল। তাঁর পিতা স্যামুয়েল একজন আদর্শবাদী ধর্মযাজক ছিলেন বলে অর্থের দিকে বা অর্থ সঞ্চয় করবার দিকে কোনোদিনই দৃষ্টি দেননি। এরফলে তাঁর অবর্তমানে তাঁর সংসারের অর্থনৈতিক ভারসাম্য স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর আগে আটবছর বয়স পর্যন্ত মার্গারেটের শৈশব-শান্ত ও গ্রাম্য ধর্মীয় পরিবেশে পিতামহীর তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়েছিল তবে নিজের পিতামহীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর পিতার কাছে চলে এসেছিলেন, এবং মাত্র দু'বছর তাঁর নিকট সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের সান্নিধ্যের ফলে তাঁর ধর্মীয় ভিত্তি তখন আরও সুদৃ। হয়েছিল কারণ, তাঁর পিতা স্যামুয়েল একজন স্বাধীনতাচেতা নিষ্ঠাবান এবং চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর উপাসনা-পদ্ধতি এবং অন্তরের ভগবদ্ভক্তিপ্রসূত ভাষণগুলি তখন মার্গারেটের কিশোরী মনের ওপরে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। এর আগে নিজের পিতামহীর মৃত্যু যদিও তাঁকে যে বিচলিত করেছিল- এবিষয়ে কোন সংঃদহ নেই, কিন্তু তবুও তারপরে শ্রদ্ধায় ও সাহচর্যে নিজের পিতাকে নিবিড় ভাবে লাভ করে তিনি যখন তাঁর জীবনের প্রথম শোকের বেদনা ভুলতে চলেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর উপরে আবার তাঁর পিতার অকাল মৃত্যুর কঠোর আঘাত নেমে এসেছিল। আর স্যামুয়েলের মৃত্যুর পরে তাঁর মা মেরী নিজের পুত্রকন্যাদের নিয়ে আয়ারল্যান্ডে নিজের পিতার সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেরীর পিতা সেযুগের আয়ারল্যান্ডের রাজনীতির একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, এবং আইরিশ হোমরুলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে এসময়ে তাঁর সংস্পর্শে এসে মার্গারেট দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

তবে মার্গারেটের শৈশব ব। নিঃসঙ্গ ছিল বলে সেসময়ে বয়সের তুলনায় প্রবীণতার ছাপ তাঁর কাজকর্মের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এসময়ে খেলাধূলা তাঁকে কখনোই বিশেষভাবে আকর্ষণ করে নি, বরং গ্রন্থজগতেই তখন তাঁর সহজ স্বচ্ছ ঃ দ পদচারণা ছিল। আর একারণেই নিজের শৈশবের সেই সংগ্রামের দিনগুলিতে তিনি যখন দারিদ্র্য, হতাশা ও বেদনার মধ্যে দিয়ে নিজের দিনযাপন করছিলেন, তখন সেই নিষ্ঠুর মুহূর্তগুলিও সহজাত শিল্প ও সাহিত্যবোধে ভরিয়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতার শৈশবের সেসব দিনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর ভগিনী শ্রীমতী উইলসন লিখেছিলেন-

সৌভাগ্যবশতঃ এহেন জীবনের কাঠিন্য ও আত্মনিগ্রহের ভার লাঘব হয়েছিল তাঁর সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধে। এই শিল্পপ্রীতির জন্য সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে কিন্তু সে এমন কিছু পরমোসাহী সুপণ্ডিত অ্যাংলো ক্যাথলিকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসে যাঁদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখতে পায়। এই দুই সূত্র থেকে সে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের অমর প্রেরণা লাভ করে। অন্যদিকে মার্গারেটের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও রোম্যান্টিক স্বভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর ভাই রিচমন্ড বলেছিলেন-

বিদ্যালয় ত্যাগ করবার আগেই ইভ্যানজেলিক্যাল মার্গারেট চার্চ অব ইংলণ্ডের ' চার্চ' বা ট্রাকটারিয়ান আঃেদালনের সংস্পর্শে আসে। এই আন্দোলনকে চার্চ অব ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতার অনুকরণ প্রয়াস বলা হয়ত অনুচিত হবে। যদিও এই আন্দোলনের অনেক অনুগামীই রোমান ক্যাথলিক মতের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকারী ছাড়া কিছুই নয়। ... ট্রাকটারিয়ানরা প্রকাশ্য পূজপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোযোগী, সাক্রামেন্টে র পূজাপদ্ধতির উপর জোর দেয় এবং ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে। অর্চনার আনুষ্ঠানিকতাকে তাঁরা বর্ধিত করেছে, রোমান চার্চের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত এমন বহু আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রবর্তন করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে অনেকাংশ শিল্পসুষমা পেয়েছে, এমনকি রোমীয় নমুনাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সর্বজনীন পূজাপাঠে, তাঁদের অনবদ্য গদ্যরচনা এবং উপাসনার অপূর্ব শিল্পরূপ এখানে তাঁদের সহায়তা করেছে। শৈশবে একখণ্ড জীর্ণ শেক্সপিয়র রচনাবলী মার্গারেটের প্রিয় পুঁজি ছিল। পরবর্তীসময়ে রিচমন্ড তাঁর নিজের মনোবিকাশের ক্ষেত্রে মার্গারেটের প্রেরণার কথা অকুন্ঠ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করে নিয়ে এপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন-

শেক্সপীয়রের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে মার্গারেট ভালবাসত। ম্যাকবেথ থেকে তাঁর আবৃত্তি কি দারুণ হৃদয়গ্রাহী হত, এখনো তা স্পষ্ট মনে আছে-'Is this a dagger which I see before me The handle towards my hands?'

কিংবা জুলিয়াস সিজার থেকে অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ-

'Friends, Romans, Countrymen, lend me your eats ...'তাঁর ধ্বনিময় কণ্ঠের 'For Brutus is an honourable man এখনো আমার কানে সুস্পষ্ট

বাজছে, যেন আজ সকালেই শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম। মার্গারেটই তাঁর অতীব স্বল্প পুজি থেকে আমাকে পয়সা দিয়েছিল থিয়েটারে প্রথম নাটক দেখতে-'কিং হেনরি দি এইটথ'- আরভিং অভিনয় করেছিলেন উপসির ভূমিকায় এবং ডালীতে 'টুয়েলভথ নাইট'-এভারেজান যাতে ভায়োলা সেজেছিলেন। সেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপিয়রের লাইন বলতে পারেন নি। কখনো কখনো ছুটির সময় লিভারপুল রোটিনগুর পথে ট্রেনে যাওয়ার পয়সার অভাবে হেঁটে পাড়ি দিতেন দুই বোনে (মে)-সারাটা পথ আবৃত্তি করতে করতে যেতেন মার্গারেট পথের ক্লেশ দূর করতে।

এছাড়া মিল্টনও তখন মার্গারেটের আরেক প্রিয় কবি ছিলেন এবং শ্রীমতি উইলসনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, শৈশব ও এমনকি পরবর্তীকালেও মার্গারেট এমার্সনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অন্যদিকে এরিক হ্যামণ্ডও এপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন-

হুইটম্যান, এমার্সন-যাঁরা তাঁর অনুরাগের জিনিস। শেষ দুই লেখকের রচনা থেকে প্রাচ্য দর্শনের সমর্থক যে কোনো অংশ অতীব তেজের ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্ধৃত করত। একসময় ' ডিস্ট্রিক্টে' কোলরিজ ও সাদের বাড়িতে বাস করবার সুযোগও এসেছিল মার্গারেটের জীবনে। রাসকিনের এক ঘনিষ্ঠ পাত্রী বন্ধুর সহায়তায় সেখানে বাসকালে স্বাধীনভাবে সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবহার করে কাব্যিক ঐতিহ্যের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন।

স্যামুয়েলের দুই কন্যা-মার্গারেট ও মে-তাঁদের জীবনের যথাসময়ে হ্যালিফ্যাক্স কলেজে নিজেদের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন, এবং এখানে শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে ১৮৮৪ সালে মার্গারেট কেসউইকের একটি স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পেয়েছিলেন। এরপরে ১৮৮৬ সালে প্রথমে তিনি কিছুদিনের জন্য রাগবিতে কুড়িটি অনাথ শিশুর একটি বিদ্যালয়ে, এবং তারপরে রেক্সহ্যাম খনিমজুরদের স্কুলে শিক্ষিকারূপে যোগদান করেছিলেন। শিক্ষার্থী জীবনের রচনার কথা বাদ দিয়ে মার্গারেটের প্রথম সাহিত্য রচনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীসময়ে তাঁর ভাই রিচমন্ড লিখেছিলেন-মার্গারেটের সাহিত্যচেষ্টার শুরু হয় সামসন জাতীয় লেখা দিয়ে। এই ধরণের লেখাকে নিখুঁত করবার চেষ্টায় সে ব্রতী ছিল। বাইবেলের একটি অংশ বেছে নিয়ে তার ওপর সারমন লিখত। এই সারমন রচনায় একটি বিশেষ ধরণের অনুশীলনী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম দশ বারো পাতা পুরো লিখে তারপর তিন-চার পাতার মধ্যে সংক্ষেপীকরণ এবং সবশেষে বক্তব্যকে ঘনীভূত করে মাত্র একপাতার মধ্যে সেটিকে উপস্থিত করতেন তিনি। এইভাবে সংক্ষিপ্ততার মধ্যে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর পরবর্তীকালের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য-যা আয়ত্ত করবার প্রয়াস তখন থেকেই দেখা গিয়েছে। সারমনের প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ পরবর্তীকালেও চোখে পড়ে। চিঠিপত্রে সারমনের উদ্ধৃতি-রচনাশৈলীতে সারমনের প্রভাব ছাড়াও ' ইন্ডিয়ান স্টাডি অব লাভ এ্যান্ড ডেথ' গদ্যভঙ্গী স্পষ্টই সারমন জাতীয় রচনার। তবে মার্গারেটের প্রকৃত সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল তাঁর রেক্সহ্যামে বাসকালে। সেখানে খনিমজুরদের দারিদ্র্য, নারীদের-বিশেষ করে অন্ত ঃসত্বা নারীদের অবস্থা, তকালীন সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা তখন তাঁর রচনাকে উপাদান যুগিয়েছিল। তবে এসময়ে মার্গারেট কিন্তু কখনই রূ। বাস্তবতার মধ্যে নিজের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এসময়ে তাঁর রোম্যান্টিক আদর্শবাদী চেতনা বাস্তবাশ্রয়ী হয়েও কখনো ইতিহাসের, তো কখনো আবার দার্শনিকতার ছায়ায় বিশ্রাম পেয়েছিল। একারণেই অতীতে শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ' নিবেদিতা' গ্রন্থের একজায়গায় বলেছিলেন-

নিবেদিতা বস্তু সত্যকে কখনোই অস্বীকার করেন নি, কখনোই স্বীকার করেন নি একমাত্র সত্য বলে। অতীত জীবন্ত হতো তাঁর কল্পনায়, বর্তমান প্রদীপ্ত হতো তাঁর চেতনায়। ইতিহাসের কথা যখন তিনি বলেন, তথ্যের ব্যত্যয় না করেও তখন তিনি ঐতিহাসিক-উপন্যাসিক এবং বিজ্ঞানের কথা যখন বলেন তখন উপাদান অবিকৃত রেখেও বৈজ্ঞানিক-উপন্যাসিক।

তবে নিবেদিতার রেক্সহ্যামের রচনাগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হল খৃষ্টধর্মের প্রতি অটুট বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁর গোঁড়ামি-মুক্ত মন এবং অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল-মিশ্রিত শ্রদ্ধা। একারণেই ১৮৮৭ সালে ' ছদ্মনামে লেখা ' নামক রচনায় তাঁর খৃষ্টপ্রীতি যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া গেলেও একইসাথে এতে তিনি একথাও বলতে পেরেছিলেন যে-' বুভুক্ষু ও সতৃষ্ণ অন্বেষণে কাঁটার মুকুটকে ও সৌঃদর্যের পূর্ণতাকে জানার গোপন রহস্যটি কি আমরা খৃষ্টের কাছ থেকে শিখিনি? এক্ষেত্রে ভারতীয় বুদ্ধের কথা না ভেবে পারি না, যিনি সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বহু শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভকরেছিলেন। আমরা ভুলতে পারি না, সক্রেটিসের কথা যাঁর জীবন সত্যের প্রতি কঠিন আনুগত্যে পূর্ণ ছিল অথচ বিজয়ী লাবণ্যসিক্ত। নিঃসন্দেহে তাঁরা আছেন-বুদ্ধ এবং সক্রেটিসেরা, কিন্তু খৃষ্টের দোলনার উপর তাঁদের স্মৃতিবারি বর্ষণ হয়েছিল কি না কে বলতে পারে কিংবা তাঁদের ভাবৈক্যের মূলে মানব-প্রতিভার অখণ্ড উৎস রয়েছে কি না-তাই বা কে বলবে?' তাছাড়া এই রেক্সহ্যামে থাকবার সময়েই তিনি ' নেলাস আণ্ডারউড' ছদ্মনামে কিছু মৌলিক ছোটগল্পও লিখেছিলেন। আসলে মার্গারেট এসময়ে স্কুলের শিশুদের ভূতের গল্প শোনাতে ভালবাসতেন, এমনকি কখনো কখনো তো মুখে মুখে নতুন ভূতের গল্প তৈরি করেও শিশুদের শোনাতেন। তাই এখনো পর্যন্ত রেক্সহ্যামে বাস করবার সময়ে তাঁর লেখা ' (Hag-ridden) নামের যে একমাত্র লিখিত গল্পটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাতে তাঁর অলৌকিক পরিবেশ রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই গল্পটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর মূল আবেদনটি ভৌতিক তো নয়ই, বরং বঞ্চিত মাতৃত্বের বেদনার এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। তাছা। এতে সেই বুভুক্ষু মাতৃত্বের সঙ্গে চিরন্তন সত্যানুসন্ধানের আবেগও মিশে রয়েছে, যা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী জেনেও নাটকের ডাইনির পরিচয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। এতে দেখা যায় যে, বৃদ্ধা জেনেত-গাছ-গাছড়া বিক্রেতা বলে নিজের পরিচয় দিলেও সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি একইসাথে ভয় ও সম্ভ্রমের পাত্রী ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে খবর দিতে পারতেন যে, কার হারিয়ে যাওয়া ঘড়ি কোথায় পাওয়া যাবে, বা কার নাবিক স্বামীর সমুদ্রযাত্রাকালে মৃত্যু ঘটেছে। আর এই অলৌকিক শক্তির জন্যই কেউ তাঁকে ডাইনি বলতেন, তো কেউ আবার জ্ঞানী বুড়ি বলতেন। কিন্তু একদিন অবশেষে তাঁকে পরাজিত হতে হয়েছিল। কারণ, তাঁর একমাত্র সন্তান জন নাটাল খুনের অভিযোগে দীর্ঘকাল বঃদীদশা যাপন করলেও এই বুড়ির দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তাঁর পুত্র প্রকৃত হত্যাকারী নন। তাই তিনি নিজের অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সেই প্রকৃত হত্যাকারীর পরিচয় জানতে চাইলেও তিনি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবং এখানেই তাঁর পরাজয় ঘটেছিল। এরপর থেকে তিনি নিজের ভূমিতে সত্য সন্ধানে রত হয়েছিলেন। এভাবেই কাহিনীর সর্বত্র এক রহস্যময় পরিবেশ বজায় রেখে ছোটগল্পের রীতি অনুযায়ীই ঘটনাধারার আকস্মিক পরিবর্তনের দ্বারা মার্গারেট নিজের এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি করেছিলেন। এসব ছাড়া সমকালের আরো অনেকগুলি লেখায় মার্গারেটের সাংবাদিক পরিচয়ও ফুটে উঠেছিল বলে দেখা যায়। যেমন-' ওল্ড ওল্ড ওম্যান' ছদ্মনামে নারীর অধিকার সম্পর্কিত তাঁর লেখা ছ'টি প্রবন্ধ ১৮৮৮ সালের মধ্যে ' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলিতে তিনি নারীর সৌন্দর্যের অধিকার, কর্মের অধিকার, গৃহ নির্বাচনের অধিকার, অগ্রগতির অধিকার, জ্ঞানের অধিকার ও শাসনের অধিকার নিয়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া প্রগতির ও আধুনিকতার নামে নারীর মধ্যে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার যে প্রচেষ্টা তখন দেখা দিয়েছিল, মার্গারেট তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে একজন বৃদ্ধার বেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত করেছিলেন। এই বৃদ্ধার মত ছিল যে-' অধিকার মানে নারীর নিজস্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকার।'আসলে পুরুষের দৃষ্টিতে নারীতে লোভনীয় করে তোলবার হীনমন্যতার বিরুদ্ধেই নিবেদিতা তখন তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই তাঁর এই রচনাগুলিতে যেমন তাঁর চারিত্রিক স্বকীয়তা দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন-নারীর সৌঃদর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা ছদ্মবেশী মার্গারেট বলেছিলেন-আমাদের সংজ্ঞা মাত্র একটি কথায়, কিন্তু কথাটি স্বতঃ অভিব্যক্ত। আমরা বিশ্বাস করি, সৌন্দর্য সামঞ্জস্য বা harmony-রই সমার্থক শব্দ এবং সামঞ্জস্য শব্দটি নারী এবং পৃথিবী, ফুল এবং কবিতা-সব কিছুর আকর্ষণের ভিত্তিটি প্রকাশ করছে। অন্যদিকে এসময়েই তাঁর লেখা ' অধিকার নামক রচনাটিতে তাঁর দার্শনিকচিন্তার সঙ্গে কাব্যিক সৌন্দর্য যুক্ত হয়েছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। এই রচনার একজায়গায় ভাব-গম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষায় জ্ঞানের দার্শনিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন- আত্মার মানমন্দির-যেখানে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের নক্ষত্র-ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। নির্বাক অনন্ত আকাশের পারে, অন্ততঃ অতীতের ক্ষীণালোক থেকে বিশ্বসমূহ শক্তি ও তরঙ্গের বিরাট তরঙ্গ পাঠাচ্ছে।

জোরজবরদস্তি করের কবল থেকে নাগরিককেন্দ্রিক সংস্কার, ভারতের ২০২৫-এর মোড় ঘোরানো কর ব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ১৯৩০-এ মহাত্মা গান্ধী লবণ কর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, জোরজবরদস্তি কর কিভাবে দেশ থেকে নাগরিকদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে, যখন কর হয় বিতর্কিত অথবা বাড়তি তখন আস্থা এবং সামাজিক বন্ধনও কমে। চার দশক পরে ভারত দেখলো আরেকটি চূড়ান্ত পর্ব, যখন ইঃিদরা গান্ধী আয়করের মাত্রা বাড়িয়ে করলেন চমকে দেওয়ার মতো ৯৭.৫। এই পরম্পরা করদাতা এবং দেশের মধ্যে অবিশ্বাসের আবহকে গভীর করে তোলে। দশকের পর দশক ধরে কর সম্পর্কে একটি আতঙ্ক তাড়া করে ফিরতো। ফলে, স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার বদলে কর এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী সরকারের কর সংস্কার, ৮ বছর আগে যা শুরু হয়, তা নির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত হলো ২০২৫-এ। অতীতের থেকে স্পষ্টতই অন্যরকম। এই পরিবর্তনের পিছনে আছে ল্যাফার কার্ভের লজিক। তার অর্থ, করের কম হারে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং করের আওতা বাড়ে। ভারতের ২০২৫-এর সংস্কার তাই শুধুমাত্র আর্থিক পরিবর্তন নয়, একটা দার্শনিক পরিবর্তন। জোরজবরদস্তি থেকে সহযোগিতা এবং দেশ এবং নাগরিকদের মধ্যে অনাস্থার বদলে সামাজিক যোগাযোগের পুনঃস্থাপন। জিএসটি-পূর্ব বাস্তবতাঃ বিচ্ছিন্নতা, অপচয় এবং অবিশ্বাস- ভিএটি অর্থা ভ্যাটের সময়ে নানা ধরনের পরোক্ষ কর বিশাল ধোঁয়াশা তৈরি করতো। অনেক রাজ্যই বার বার ভ্যাটের হারের পরিবর্তন ঘটাতো, একইরকম ০, ৪ এবং ১২.৫-এর অভিন্ন হারের বদলে। বস্তুত স্পষ্ট সতর্কীকরণ সত্ত্বেও রাজ্যগুলি অতিরিক্ত মাশুল লাগুর বিরুদ্ধে সিএজি-র ২০১০-এর রিপোর্টে করা নির্দিষ্ট পরামর্শগুলি মানেনি। ফলে, চুঙ্গিকর এবং স্থানীয় সারচার্জ চলতেই থাকে। এতে বাড়ে ধোঁয়াশা এবং বিচ্ছিন্নতা। কারণ প্রত্যেকটি রাজ্যই আলাদা আলাদা করে নিজের মতো বিধি, জরিমানা এবং প্রক্রিয়া স্থির করতো।

ফল হয় মারাত্মক। নজরদারির ফাঁক এবং রূপায়ণে ঢিলেমি কর এড়ানোকে প্রশ্রয় দেয়। প্রত্যেক ২ জন ডিলারের মধ্যে ১ জন কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতো এবং মাত্র একটি ঘটনায় দেখা গেছে যথাযথ কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ৭ জন ডিলারকে ছাড় দেওয়া হয়েছে ১,০২৬ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার (২০২৫)ঃ কৌশল হিসেবে সরলতা- ২০১৭-য় জিএসটি শুরুর ঘটনা ঐতিহাসিক। এটি ভারতকে একটি মাত্র বাজারে পরিণত করে। শেষ হয় নানা ধরনের করের জমানা। স্বচ্ছ, পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ভিত স্থাপিত হয়। তবে, করের হার এবং শ্রেণীবিভাগের জটিলতার জন্য বিরোধেও সৃষ্টি হয় এবং কোনো সংঃদহ নেই যে কর মানার বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি নথিভুক্তিকরণও ছিল বড় বিষয়। নমুনা স্বরূপ, বস্ত্র ক্ষেত্রটিকে বেছে নেওয়া যাক। জব ওয়ার্ক সার্ভিসেস-এর অঙ্গ হিসেবে ৫ শতাংশ কর বসানো হতো ধোয়াধুয়ি এবং রং করার পরিষেবার উপর। অথচ

ব্লিচিং, প্রিঃিটং এবং কেমিকেল ট্রিটমেঃেটর মতো প্রক্রিয়ায় ছিল ১৮। এতে, শ্রেণীবিভাগ নিয়ে মারাত্মকভাবে ধোঁয়াশা বাড়ে, যা কর নিয়ে বিরোধে পরিণত হয়। এইসব সমস্যা অনুভব করেই মোদী সরকার ২০২৫-এ পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার করে। ফলে, জিএসটি-র সূচনার পর এবারেই হয় অর্থপূর্ণ সরলীকরণ। পরিষ্কার দুটি ভাগে ব্যবস্থাটিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। ৫ এবং ১৮। একই সঙ্গে, শ্রেণীবিভাগের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, মান্যতাকেও সহজ করে দেওয়া হয় এবং নথিভুক্তিকরণও হয় সহজ। গত ৮ বছরে সরকার মন দিয়ে শুনেছে বণিক মহল এবং রাজ্যগুলির কথা। রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে সহঅংশীদার হিসেবেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সমন্বিত কাজ করার পদ্ধতিতে সংস্কারগুলির সুষ্ঠু সূচনা সম্ভব হয়েছে। ২০২৫-এর জিএসটি-র সংস্কার কর সরলীকরণের থেকেও আরও বেশি কিছু করেছে এগুলি সরাসরি একাধিক ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। ভারত দিওয়ালিতে ৬.০৫ ট্রিলিয়ন টাকার বিক্রয় রেকর্ড করেছে, যা গতবছরের তুলনায় ২৫ বেশি এবং গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে এবারের নবরাত্রিতে। ২০২৫-এর অক্টোবরে গাড়ি বিক্রির সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ৪০.৫ যা সর্বকালীন রেকর্ড। যেসমস্ত সমালোচকরা বলতেন জিএসটি-র সরলীকরণ এবং করের হারের সাধারণীকরণে করবাবদ রাজস্ব কমবে, তাঁরাও ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। জিএসটি-র হার কমা সত্ত্বেও ২০২৫-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরে মোট জিএসটি বাবদ সংগ্রহ ২০২৪-এর একই সময়ের তুলনায় ২.৮ বেশি। জিএসটি-র হারে হ্রাস এবং আয়কর সীমায় ছাড়ে পরিবারগুলিকে বছরে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত জীবন এবং স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামে কোনো জিএসটি নেই, যদিও আগে তা ছিল ১৮। অর্থা এর অর্থ আগে ২০,০০০ টাকার প্রিমিয়ামে ৩,৬০০ টাকা জিএসটি (১৮) লাগতো, ফলে দিতে হতো ২৩,৬০০ টাকা। এখন ছাড়ের পরে দিতে হচ্ছে ২০,০০০ টাকাই। সরাসরি সাশ্রয় হচ্ছে ৩,৬০০ টাকার। জিএসটি-পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের ফলে একেকটি পরিবারের মুদির দোকানের খরচ এবং দৈনিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচে ১৩ সাশ্রয় হচ্ছে। অন্যদিকে, ছোট গাড়ির ক্রেতা বাঁচাতে পারছেন ৭০,০০০ টাকা। এসি কিনলে সাশ্রয় হচ্ছে ২,৮০০ টাকা। কারণ, এইসব জিনিসের জিএসটি-র হার ২৮ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৮। জিএসটি স্তরের সাধারণীকরণ এবং প্রয়োজনীয় ও শখের এই দুই জিনিসের উপর করের বোঝা হালকা করে সরকার এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খরচ করা যায় এবং বাজারে চাহিদাও বজায় থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ইতিবাচক কর-ভারতের আয়করযাত্রায় প্রতিফলন ঘটে তার অর্থনৈতিক বিবর্তনের। ইঃিদরা গান্ধীর যুগে ছিল জোরজবরদস্তির করের আমল। করের হার ছুঁয়েছিল ৯৭.৫। ফলে, বেড়েছিল কর ফাঁকি দেওয়া এবং অবিশ্বাসের পরিমণ্ডল। কয়েক দশক পরে উদারীকরণ সত্ত্বেও ছাড় ছিল খুবই কম। ২০১৪-য় আয়কর ছাড়ের সীমা সীমিত ছিল ২ লক্ষ টাকায়, যা শহুরে অর্থনীতির পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা। মোদী সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর করের বোঝা নিয়মিত সহজ করেছে। পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নীতিগত ধারাবাহিকতায়। গত এক দশকে ২০১৪-র আয়কর ছাড়ের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৫-এ করা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা, অর্থা ৬ গুণ ছাড় দেওয়া হয়েছে। বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৭৫ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ধরে বছরে ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনো কর দিতে হবে না। নতুন আমলে একজন করদাতা যার ১২ লক্ষ টাকা আয় তিনি করবাবদ ৮০,০০০ টাকার সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি যে ব্যক্তির আয় ১৮ লক্ষ টাকা তিনি করে ৭০,০০০ টাকা সুবিধা পাবেন। লবণ কর থেকে জোরজবরদস্তি আয়কর আদায় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে দুর্বল কর ব্যবস্থা আরও দুর্বল করেছে বিশ্বাস এবং বৃদ্ধিকে। মোদী সরকারের ২০২৫-এর কর সংস্কার অতীতের থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্তির প্রতিফলন। সরলতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশ কর দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়ানোর পাশাপাশি খরচ করতে উসাহিত করছে। ২০২৫-এ ভারতের কর ব্যবস্থা এখন আর নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় বলে ভাবা হচ্ছে না। এটা এখন অংশীদারিত্ব। যেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, যখন নাগরিকদের বিশ্বাস করা হয় এবং পদ্ধতি হয় সরল তখন অর্থনীতি বৃদ্ধি পায়।

আড়ম্বর নয়, সেবাই লক্ষ্যঃ মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে নবজাতকদের পাশে জামালপুরের উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ জানুয়ারি ঃ কেক কাটা বা আলোর রোশনাই নয়-বরং মানবিক সেবার মধ্য দিয়েই পালিত হলো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। নেত্রীর জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শাহাবুদ্দিন মন্ডল, যিনি এলাকায় 'পাঞ্জাব' নামেই পরিচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ২০টি পরিবারের সদ্যোজাত শিশুদের পাশে দাঁড়ান শাহাবুদ্দিন মন্ডল। নবজাতকদের জন্য বিশেষ উপহারের ডালি নিয়ে তিনি পৌঁছে যান বাড়ি বাড়ি। এদিন মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শিশুদের জন্য আরামদায়ক বিছানা ও মশারি, শীতের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র এবং পরিবারের জন্য মিষ্টির প্যাকেট। এছাড়াও, প্রতিটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ১৫ বছরের লড়াই ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত 'উন্নয়নের পাঁচালী'। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, সেই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দিন মন্ডল বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে রাজনীতি করার শিক্ষা দেন। তাই কেক কাটা বা আলোকসজ্জার পরিবর্তে আমরা চেয়েছি নতুন প্রাণদের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্মদিনকে সার্থক করতে। এই শিশু ও মায়েদের আশীর্বাদই আমাদের নেত্রীর এগিয়ে চলার শক্তি। শাহাবুদ্দিন মন্ডলের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, নিঃশব্দ সেবার মধ্য দিয়েই প্রিয় নেত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয় এই কর্মসূচিতে।

কেন্দ্র সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে সরব হবেন অভিষেক, হাসপাতালেই সাক্ষাৎ সোনালীর সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৫ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে তারাপীঠে হেলিকপ্টারে চিলের মাঠে নামবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি কুয়াশা ঘন হয়, তবে সিডিউল পরিবর্তিত হতে পারে। সেখান থেকে তারাপীঠ মন্দিরে পূজা দেবেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেও পারেন। তারপর দুপুর ১২ টা নাগাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাটের কাছে বিনোদ পুর মাঠে সভায় হাজির থাকবেন তিনি। লঙ রাম্প তৈরি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হবে। জেলার মন্ত্রী সহ সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ এবং সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। এদিনের জনসমুদ্রে বিজেপি সরকার শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিকে যেভাবে টার্গেট করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিষেক গর্জে উঠবেন এমনটাই আশা করছে জেলার মানুষ। সভা শেষে, প্রসূতি ও সদ্যোজাতের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। সোনালী খাতুন বেলা ১১.১১ নাগাদ একটা সুস্থ ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি সোনালী খাতুন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি চান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সন্তানের নাম রাখুন। পাশাপাশি, সামিরুল ইসলামকেও ধন্যবাদ জানান। চিকিৎসার কারণে বর্তমানে মা ও সন্তানকে আলাদা রাখা হয়েছে। সোনালী খাতুন জানান, এই সময় তাঁর স্বামী পাশে থাকলে ভালো হতো। ওর কষ্ট আমি বুঝি। ওরা তো এই পাইকরে তিন পুরুষের ভিটে। একটাই তো দেশ। নিজের দেশে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে এতো সমস্যা কে জানতো! এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সোনালী খাতুন একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন জেনে আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত এবং সত্যিই আনন্দিত। তার উপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রেক্ষাপটে এই আনন্দের মুহূর্তটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার এক জঘন্য অপব্যবহার করে দিল্লি পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাকে মিথ্যাভাবে বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার উপর ঘটে যাওয়া এই দুর্ভোগ ছিল মানব মর্যাদার এক চরম লঙ্ঘন, যা কোনো নাগরিককে, বিশেষ করে একজন গর্ভবতী মাকে, কখনোই সহ্য করতে বাধ্য করা উচিত নয়। তবুও, এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সোনালী অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। এটি মানবতার এক বিজয়। আগামীকাল বীরভূম সফরের সময় আমি হাসপাতালে সোনালীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাকে এবং তার নবজাতককে আমার শুভেচ্ছা জানাবো। আমার প্রার্থনা তার পরিবারের সাথে রয়েছে। এদিন সোনালী খাতুন ও নবজাতকের সাথে দেখা করেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

শীতে কাজ ভুলেছে মৌমাছি! মিলছে না মধু, চরম সংকটে মৌ-পালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ জানুয়ারি ঃ শীতের ঝোড়ো ইনিংসে যখন জুবুথুবু জনজীবন, তখন এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে মৌ-পালন ব্যবসা। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে কার্যত ভোঁতা হয়ে গেছে মৌমাছিদের কর্মক্ষমতা। শীতের দাপটে তারা এতটাই কাবু যে, বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে সরষে ফুলের মধু বা রেণু সংগ্রহ করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলছে। এর ফলে বাক্সের ভেতরেই অনাহারে দিন কাটছে হাজার হাজার মৌমাছির, বাড়ছে মড়ক। ওল্ড মালদার মাধাইপুর মাঠ এখন যেন হলুদ সরষে ফুলের এক দিগন্ত বিস্তৃত চাদর। বাতাসে ফুলের ম ম গন্ধ আর বেহুলা নদীর বাঁক ঘেঁষে কুয়াশাচ্ছন্ন হলুদ সমারোহ- মনোরম এই পরিবেশ দেখে বোঝার উপায় নেই যে এর আ।ালে দানা বাঁধছে এক গভীর সংকট। হা।কাঁপানো শীত কেবল মানুষের জীবনই স্তব্ধ করেনি, নিস্তেজ করে দিয়েছে প্রকৃতির কারিগর মৌমাছিদেরও। মধু সংগ্রহের ভরা মরসুমেও এখন নিঝুম পড়ে আছে মাঠের ধারে সার দিয়ে বসানো মৌ-বাক্সগুলো। মালদার মধুচাষীদের সমবায় সমিতিগুলির সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল বলেন, এই রকম টানা কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়া চলতে থাকলে মধু উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতির মুখে পড়তে হবে। অনাহার ঠেকাতে চিনির জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। ওল্ড মালদার পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরের সাদিপুর ও জগন্নাথপুর এলাকাতেও মৌ-পালন ব্যবসায় ঘনিয়ে এসেছে ঘোর অন্ধকার। সরষে ফুলের মরসুমে যখন মধুর জোয়ার আসার কথা, তখন হাড়কাঁপানো ঠান্ডার দাপটে মৌ-বাক্সগুলোতে শুরু হয়েছে মৌমাছিদের মড়ক। একেকটি বাক্সে থাকা লক্ষাধিক প্রাণের ভবিষ্য এখন প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার ওপর ঝুলছে। এক মৌ পালক বলেন, আকাশে ঝলমলে রোদ না পেলে মৌমাছিরা বাক্স থেকে বের হয় না। এবার রোদ উধাও। কুয়াশায় মুখ ঢেকেছে সরষে ফুল। বাক্সে বন্দি হয়ে থাকছে মৌমাছিরা। অনাহারে প্রচুর সংখ্যক মৌমাছিও মারা যাচ্ছে। মালদার গর্ব 'মধু শিল্প' এবার প্রকৃতির চরম রোষের মুখে। ওল্ড মালদা ও হরিশ্চন্দ্রপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে মধুচাষ হয়, প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কারণে তা বড়সড় লোকসানের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হারানো মোবাইল উদ্ধার করে মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ ০২.০১.২০২৬ তারিখে আনুমানিক ১৮.৫০ ঘটিকায় তারাতলা মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী একটি রুটিন তল্লাশির সময় একটি দাবিদারবিহীন মোবাইল ফোন খুঁজে পান এবং সেটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। এরপর, একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তা সমস্ত স্টেশনে পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পর একজন যাত্রী তারাতলা মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে মোবাইল ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারানো ফোনটি ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য প্রথমবার আলিপুরদুয়ার ডিভিশন-এর 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' সার্টিফিকেশন অর্জন

মালিগাঁও, ৫ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। ডিভিশনের অধীনে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ 'ইট রাইট স্টেশন' এবং 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে। এর আগে, গুয়াহাটি, হরিশচন্দ্রপুর, লামডিং, রঙিয়া, মরিয়নি, সামসি, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কামাখ্যা, নিউ তিনসুকিয়া, জলপাইগুড়ি রোড, বিন্নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, দিনহাটা এবং নিউ কোচবিহার সহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বেশ কয়েকটি স্টেশনকে ইতিমধ্যেই স্টাটিফিকেশন দ্বার পুরস্কৃত করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রাপ্ত এই সাম্প্রতিক স্বীকৃতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সার্টিফাইড স্টেশন এবং ক্যাম্পাসের সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করেছে, এবং সমগ্র জোনে সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিষেবা প্রদানের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনটি ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ০৩ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য 'ইট রাইট স্টেশন' হিসেবে সার্টিফাইড করা হয়েছে। এক্সেম্পলারি রেটিং সহ প্রদান করা এই সার্টিফিকেশন, স্টেশন দ্বারা ক্যাটারিং এবং ফুড ভেন্ডিং ইউনিটগুলিতে খাদ্যর সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি, পয়ঃনিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল সম্পর্কিত এফএসএসএআই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়টি প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৭

সময়কালের জন্য 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' হিসেবে সার্টিফাইড করা হয়েছে, এবং সবগুলোই এক্সেম্পলারি রেটিং পেয়েছে। এর মধ্যে রাজাভাত খাওয়া এবং কোচবিহারের রেল মিউজিয়ামে অবস্থিত রেল কোচ রেস্তোরাঁর পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জংশনের মাল্টি- ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। রেল কোচ রেস্তোরাঁগুলো একটি অনন্য ভোজন পরিবেশে সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যকর এবং উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করে একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা সামগ্রিকভাবে রেল কোচ রেস্তোরাঁতে আসা জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করেছে। মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটিও খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি মানদণ্ড-এর পালন দৃঢ়ভাবে করেছে। সম্মিলিতভাবে এই সমস্ত স্বীকৃতিগুলো সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনে প্রথম 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' সার্টিফিকেশন হয়েছে। ইট রাইট ইন্ডিয়া পদক্ষেপের অধীনে বিস্তারিত অডিট-এর পর সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছে, যেখানে খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি যাত্রী, সাধারণ জনগণ এবং রেল কর্মচারীদের জন্য সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করেছে। এগুলি খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি কম করে এবং বিক্রেতাদের মধ্যে উন্নত অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। এগুলি রেলওয়ে ফুড সার্ভিস-এর প্রতি জনগণের আস্থা মজবুত করে এবং স্টেশন ও চত্বরগুলির ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন ও যাত্রী-বান্ধব পাবলিক স্পেস হিসেবে উন্নত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবার মানদন্ডের ধারাবাহিক উন্নতকরণের মাধ্যমে যাত্রী কল্যাণ এবং জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য ইট রাইট সার্টিফিকেশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ন্যাশনাল ফুড সেফটি লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গীকার এবং তার নেটওয়ার্কে একটি সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যকর ও উন্নত মানের ভ্রমণ পরিবেশ প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনঃনিশ্চিত করে।

গ্লেনারিজের পানশালায় 'লাইভ' গানবাজনায় আপাতত নিষেধাজ্ঞা, শর্তসাপেক্ষে মদ পরিবেশনের ছাড় দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি ঃ দার্জিলিঙের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজকে ঘিরে আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই সোমবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। বিচারপতি শম্পা সরকার গ্লেনারিজের পানশালায় আপাতত গানবাজনা সহ সব ধরনের 'লাইভ অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে আদালত দশ দিনের জন্য শর্তসাপেক্ষে পানশালায় ভারতে তৈরি বিদেশি মদ পরিবেশনের অনুমতি দিয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব নথি সহ আবগারি দফতর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষকে-এমন নির্দেশও স্পষ্ট করে দিয়েছে আদালত। গ্লেনারিজ দার্জিলিঙের অন্যতম পরিচিত নাম। পাহাড়ি পর্যটনের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ক্যাফে বা পানশালা নয়, বরং এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ। সেই গ্লেনারিজের পানশালাকে কেন্দ্র করেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও আদালতের হস্তক্ষেপে বিষয়টি জটিল আকার নেয়। অনিয়মের অভিযোগ তুলে ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই আবগারি কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে গ্লেনারিজের পানশালা বন্ধ করে দেয়। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে পাহাড়ি শহরে তৈরি হয় তীব্র আলোচনা ও বিতর্ক, কারণ পর্যটনের ভরা মরসুমে এমন একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের পানশালা বন্ধ হওয়ায় ব্যবসা ও পর্যটন-দু'দিকেই প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে গত ২৪ ডিসেম্বর সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা বড়দিন ও বর্ষশেষের উৎসবের মরসুমের কথা বিবেচনা করে পানশালা খোলা রাখার অন্তর্বর্তী অনুমতি দেন। সেই নির্দেশে উৎসবের দিনগুলোতে সাময়িক স্বস্তি পেলেও, অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি তখনও মীমাংসিত হয়নি। সোমবার সেই মামলারই ফের শুনানি হয় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে, যেখানে বিচারপতি শম্পা সরকার বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে নতুন নির্দেশ দেন। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে, লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়ম ও অনুমোদনের প্রশ্নে কিছু অস্পষ্টতা ও ঘাটতি রয়েছে, যা দ্রুত নিরসন করা প্রয়োজন। সেই কারণেই গানবাজনা বা 'লাইভ অনুষ্ঠানের মতো অতিরিক্ত কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের মতে, এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক অনুমতি ও নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা আবশ্যক, যা এখনই সন্তোষজনকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে আইনশৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা প্রয়োজন। তবে একই সঙ্গে আদালত এটাও মনে করেছে যে, গ্লেনারিজের মতো একটি পুরনো ও পরিচিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখলে তার আর্থিক ক্ষতি এবং কর্মীদের রুজিরুটির ওপর প্রভাব পড়তে পারে। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই দশ দিনের জন্য পানশালায় ভারতে তৈরি বিদেশি মদ পরিবেশনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষকে সব বৈধ কাগজপত্র, লাইসেন্স সংক্রান্ত নথি এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের আবেদন যথাযথভাবে জমা দিতে হবে আবগারি দফতর ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সময়সীমার মধ্যে যদি নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ পিভিসি-আর২ _ ২৫-২৬, তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ কমপ্লেক্স, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নোটিস নং. ঃ পিভিসি-আর২ _ ২৫-২৬। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট-এর মাধ্যমে ক্যারেজ কমপ্লেক্স কাঁচরাপাড়াতে পিওএইচ চলাকালীন কনভেনশনাল, এলএইচবি, এমইএমইউ (ট্রেলার এবং মোটর) এবং ডিইএমইউ (ট্রেলার এবং মোটর) কোচসমূহের ফ্লোরিং-এর জন্য পিভিসি খোলা, বসানো এবং ওয়েল্ডিং করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ৬৩,২২,৮১৫.৪০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ০২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ২৪.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **প্রদেয় দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,২৬,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০১ (এক) বছর। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ০২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ২৪.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের সময় ঃ** ২৪.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত সময়কালের ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে থেকে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ২৪.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা বা তার পর খোলা হবে। MISC-349/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুদীপ কাঁড়ার, সাং. ও পো.- নোনাকুন্ডু, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, সদানন্দ গোবর্দ্ধন দাস এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার রাকেশ সানি DSR2 হাওড়া ও ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৩৬২ / ২০২৫ ও ৫২৮৮/ ২০২৩ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা-উত্তর ঝাঁপড়দহ , হাল খতিয়ান ৩৫৭০,৩৫৫২ নম্বর হাল ২৫৬১ ও ২৫৬০ নং দাগে ৯ শতক জমি Adsr ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৬৩৫ / ২০২৫ ও ৪৩০১/ ২০২৫নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কৌশিক বৈদ্য সাং. -দক্ষিণ বাড়ি, পো.- নোনাকুন্ডু, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, তৃপ্তি পাল এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুজিত পাল ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪১২৫ /২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড় ,মৌজা-উত্তর ঝাঁপড়দহ , হাল খতিয়ান ৪০৯৭,৫৯৩৮ নম্বর হাল ৮৩১,৮৩৯ নং দাগে ৫ শতক জমি Adsr ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫০৪৪ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৯, তারিখ ০২.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/১৮/২৫-২৬/সিএপি। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ইএমইউ, এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন-এর ম্যানুয়াল ফিডিং পার্সেন্টেজ কমাতে শিয়ালদহ ডিভিশনের থেকে যাত্রা শেষ ও যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলির ডাটা লগার (সিওএ সমেত টার্মিনাল)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৬,৫৯,২৪৪.৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ২,৫৩,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.০১.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোপর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ** www.ireps.gov.in। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VIবি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** ''ডাটা লগার বা আরটিইউসমূহ অথবা ইওআই বা আরআরআই বা পিআই বা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং সংক্রান্ত কোনো সিগন্যালিং ইন্টারলকিং-এর কাজ অথবা ইয়ার্ড পুনর্গঠন বা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) বা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর সরবরাহ, স্থাপন ও সূচনার কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-335/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender. Tender **(NITe) No: 09/DGP/15TH FC/ 2025-26,** Dated: 02-01-2026. The last date for ONLINE submission of tender 19-01-2026 up to 11:00 Hours AND **(NIT) No: 10/DGP/15TH FC/ 2025-26**, Dated: 02-01-2026. The last date for OFFLINE submission of tender 13-01-2026 up to 12:00 Hours For details please visit website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP in coonection with Ganga Sagar Mela at Outram Ghat Transit Point on 08-01-2026." **[Job No. KIT/RW/120 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-084/KIT/ Q of 25-26)

Bid Submission Closing : **07.01.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill.-Nabagram, P.O-Hazarpur Nabagram, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-(1) 001/Gok-II G.P/2025-26, (2) 002/ Gok-II G.P/2025-26**. Last date of submission **19/01/2026 up to 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Technical): **21/01/2026 at 11:00 Hrs**. and Financial: **22/01/2026 at 11:00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 1347/PWD/ROAD/BMC,
Dated: 05/01/2026

e-Tender has been invited for up gradation of bituminous road and reconstruction of Pavement at different locations within ward no 2, 32, 37 under BMC.

For details, please follow [Tender Id 2026_ MAD_983702_1 to 3] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission 21/01/2026 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-Tenders under two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/014/B11/25-26 (1st Call) Name of Work: **Maintenance of Uttaran sewer line at 30/1, H. N. Road, 225/H/157, Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,23,922.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.01.2026 upto 12 Noon.** Date and time of opening of Tender: **19.01.2026 on or after 12 Noon.**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/014/B10/25-26 (1st Call) Name of Work: **Supplying, fitting and fixing Pit cover at B. B. Ghosh Sarani and different Uttaran areas in Ward No.-14.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,20,315.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **19.01.2026 upto 9 a.m.** Date and time of opening of Tender: **21.01.2026 on or after 9 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.01.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/39/2025-2026 Name of Work: **Maintenance of Asphaltum road surface to prevent road dust at Raj Mohan Street in Ward No.-43.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,03,009.28**. Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of Bid: **19.01.2026 – 11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **21.01.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.01.2026 (5 p.m.).**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/25/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Repairing of Uttaran privies at 7/2/H/9 Gas Street, 297/1/H/15 A.P.C. Road and surrounding Uttaran areas in Ward No.-36.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,32,884.54**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.01.2026–11 a.m.** Date and time of opening of Tender: **19.01.2026 – 11 a.m.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/031/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Maintenance of Uttaran passages at 13/C J.N.C. Lane, 31, A.P.C. Road etc. in Ward No.-49, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,36,330.78**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/030/2025-2026/UTTARAN Name of Work: **Maintenance of Uttaran privy at 12, J.N.C. Lane, 162/1/H/20, B.B. Ganguly Street etc. in Ward No.-49, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,97,869.11**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/PS89/2025-2026/R/35 (2nd Call) Name of Work: **Development of Bituminus passage & IPS Footpath and other ancillary works from 1 to 2 P.C. Baral Street under APAS PS-89 Ward No.-48, Br.-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,66,486.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **21.01.2026–11 a.m.** (For Sl. No. 3 to 5). Date and time of opening of Tender: **24.01.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **06.01.2026 (5 p.m.).** (For Sl. No. 2 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMCXIII/119/62/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Improvement of C.C. pavement at D.H. Road Bye Lane due to laying of underground sewer near Pr. No.-119, 113 and 153/1B etc. (Uttaran area) in Ward No.-119, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,97,023.19**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date and time of submission of Bid: **19.01.2026 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **21.01.2026 – 11 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/FLOWER_SHOW/25-26 (1st Call) Name of Work: **Arrangement for holding 03 (Three) days Flower Show (2025-2026) under Borough-XIII (W.E.F. 23-02-2026 to 25-02-2026). (Details of scope of work will be available in the Office of the Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, 516, D.H. Road, Kolkata-34 upto 19.01.2026 (1 p.m.).** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially** ₹ **3,000.00** is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **03 days**. Last date and time of submission of Bid: **21.01.2026 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **24.01.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.01.2026 (5 p.m.).** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/XIII/119/61/25-26/UTTARAN (1st Call) Name of Work: **Development of underground sewer at D.H. Road Bye Lane near Pr. No.-119, 113 etc. in Ward No.-119, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,95,634.17**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **25 days**.

(4) NIT No.: KMC/XIII/119/65/25-26/UTTARAN (1st Call) Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines at 50, 50A, S. N. Chatterjee, 25 Brojen Mukharjee Road & 11/1 Barick Para Road (Uttaran area) in Ward No.-119, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,98,037.69**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/XIII/117/070/25-26/UTTARAN (1st Call) Name of Work: **Development of C.C. pavement at S. N. Roy Road Bye Lane near Pr. No.- 72/1, 240 etc. Uttaran area in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **4,79,292.65**. Earnest Money: ₹ **9,600.00**. Period of Completion: **21 days**.

(6) NIT No.: KMC/XIII/120/117/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Improvement of underground drain at Muktor Gully Uttaran area near Coloney No. 2, 3 & 4 at R. B. Road Bye Lane in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,98,370.77**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(7) NIT No.: KMC/XIII/120/120/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Maintenance of damaged Sanitary Latrine at different Uttaran area (Muktor Gully, Auddybagan, Indrajit Pally etc.) in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,98,778.66**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **35 days**.

(8) NIT No.: KMC/XIII/120/121/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines at Cocala Bagan and Gas Co. Gully Uttaran area at B. C. Roy Road Bye Lane in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **4,98,134.31**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **35 days**.

(9) NIT No.: KMC/XIII/119/58/25-26 (1st Call) Name of Work: **Maintenance of Sanitary Latrines at different Uttaran area in Ward No.-119.** Work Value: ₹ **3,97,599.35**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(10) NIT No.: KMC/XIII/120/116/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Maintenance of Underground drain at Auddy Bagan Uttaran area at Bhupen Roy Road Bye Lane by replacing of C/Pit cover, M/H cover etc. in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,96,926.49**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(11) NIT No.: KMC/XIII/120/119/25-26/US (1st Call) Name of Work: **Improvement road at Auddy Bagan Uttaran area near H/o Dipika Shaw at Bhupen Roy Road Bye Lane by C.C. Pavement in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **4,95,426.82**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.01.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 to 11). Tender will be opened on: **22.01.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 to 11). The bid forms and other details are available on and from **10.01.2026 (From 5 p.m.).** (For Sl. No. 3 to 11). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 11).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/131/13/25-26/APAS (1st Call) Name of Work: **Maintenance of concrete passage near Pr. No.-208, M.I.D. Road in Ward No.-131 (Part No. 34).** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,47,968.59**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/XIV/131/18/25-26/APAS (1st Call) Name of Work: **Maintenance of surface drain by cleaning, repairing and providing cover slab at back side of Pr. Nos. 34/5, 34/3, 34/8, Panchanantala Lane in Ward No.-131 (Part No. 30).** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,44,168.51**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

(3) NIT No.: KMC/XIV/131/19/25-26/APAS (1st Call) Name of Work: **Restoration of Boundary wall of Behala Sikshayatan Primary School in Ward No.-131 (Part No. 30).** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,19,084.31**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **15.01.2026 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **17.01.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **06.01.2026 (From 5 p.m.).** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://tenders.wb.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/XIV/132/055/25-26/U.S (1st Call) Name of Work: **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at different places of 10 No. Bustee, 51 No. Bustee etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,23,075.54**. Earnest Money: ₹ **8,500.00**.

(5) NIT No.: KMC/XIV/132/059/25-26/U.S (1st Call) Name of Work: **Construction of Sanitary Latrines at 51 No. Bustee (B.L.T. Road), Mayadasi Road slum area in Ward No.-132.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,09,720.78**. Earnest Money: ₹ **6,500.00**. Period of Completion: **25 days** (For Sl. No. 4 & 5). Last date and time of submission of Bid: **19.01.2026 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5). Tender will be opened on: **21.01.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (From 5 p.m.).** (For Sl. No. 4 & 5). The website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 4 & 5).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/12/0001, (2) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/13/0002, (3) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/22/0002, (4) NIT No.: LTG/ 55/APAS/01/163/63/0002, (5) NIT No.: LTG/55/APAS/01/163/68/0002, (6) NIT No.: LTG/60/APAS/01/161/14/0002 published in this Newspaper on **06.12.2025** (Key No. 1620/25-26) of **Electrical/Lighting/Zone-II Department** (For Sl. No. 6, 8, 9, 10, 11 & 12). Last date and time of submission of Bid (Online) will be read as **17.01.2026 upto 1 p.m.** instead of 02.01.2026 upto 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 6). **(1878/25-26)**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

রেজার চালালেই ত্বকে জ্বালা, র‍্যাশ আর লালচে দাগ, ঘরোয়া ৫ উপায়ে পাবেন দ্রুত আরাম

সুন্দর, মোলায়েম ও পরিষ্কার ত্বক- এই চাওয়াটা সবারই। তাই ত্বকের যত্ন নিতে গিয়ে আমরা অনেক সময় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফেলি। বিশেষ করে পা, হাত বা শরীরের অন্য অংশের অবাঞ্ছিত লোম দূর করার জন্য রেজার অনেকেরই প্রথম পছন্দ। কারণ এটি সহজলভ্য, কম সময় লাগে এবং তুলনামূলকভাবে ব্যথাহীন। কিন্তু এই সহজ পদ্ধতিটিই অনেক সময় ত্বকের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকেই রেজার ব্যবহারের পর ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, লালচে র‍্যাশ, ছোট ছোট দানা বা এমনকি হালকা কাটাছেঁড়ার সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে যাদের ত্বক সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা যায়। তবে ভয়ের কিছু নেই। সঠিক যত্ন আর কয়েকটি ঘরোয়া উপায় মেনে চললে খুব সহজেই এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। চলুন জেনে নেওয়া যাক, রেজার চালানোর পর ত্বকে হওয়া জ্বালা ও র‍্যাশ কমাতে কোন ৫টি সহজ উপায় সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

১. অ্যালোভেরা জেলঃ ত্বকের প্রাকৃতিক শান্তিদূত- ত্বকের যে কোনও সমস্যায় অ্যালোভেরা যেন এক ম্যাজিক উপাদান। রেজার ব্যবহারের পর ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং উপরিভাগে হালকা ক্ষত তৈরি হতে পারে। অ্যালোভেরাতে থাকা ভিটামিন এ, সি ও ই ত্বককে দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে এবং ত্বকের ক্ষত সারাতে সহায়ক। রেজার চালানোর পর আক্রান্ত অংশ ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর পাতার অ্যালোভেরা জেল বা খাঁটি অ্যালোভেরা জেল সরাসরি ত্বকে লাগান। ১৫-২০ মিনিট রেখে হালকা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দিনে একবার বা দু'বার ব্যবহার করলে জ্বালা ও লালচে ভাব অনেকটাই কমে যাবে। ২. বরফঃ ত্বকের প্রদাহ কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায়- রেজারের ঘর্ষণের ফলে ত্বকে যে জ্বালা ও প্রদাহ তৈরি হয়, তা কমাতে বরফের জুড়ি মেলা ভার। বরফ ত্বকের রক্তনালিকে সাময়িকভাবে সংকুচিত করে, ফলে লালচে ভাব ও ফোলাভাব দ্রুত কমে। এক টুকরো বরফ শুকনো ও পরিষ্কার কাপড়ে মুড়ে নিন। তারপর

যে অংশে রেজার চালানোর পর জ্বালা বা র‍্যাশ হয়েছে, সেখানে আলতো করে কয়েক মিনিট ধরে বরফ ঘষুন। দিনে ২-৩ বার এটি করলে আরাম মিলবে। তবে কখনওই সরাসরি বরফ ত্বকের উপর দীর্ঘক্ষণ রাখবেন না।

৩. নারকেল তেলঃ প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার ও রক্ষাকবচ- নারকেল তেল ত্বকের জন্য ভীষণ উপকারী, বিশেষ করে রেজার ব্যবহারের পর। এতে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের শুষ্কতা দূর করে এবং ছোটখাটো র‍্যাশ ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। রেজার চালানোর পর ত্বক ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। তারপর অল্প পরিমাণ খাঁটি নারকেল তেল নিয়ে. আক্রান্ত স্থানে হালকা হাতে মালিশ করুন। দিনে ২-৩ বার ব্যবহার করলে ত্বক নরম থাকবে এবং জ্বালা কমবে। রাতে ঘুমানোর আগে লাগালে আরও ভালো ফল পাবেন।

৪. মধুঃ ক্ষত সারাতে ও সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকর-মধু শুধু খাবারের জন্যই নয়, ত্বকের যত্নেও দারুণ উপকারী। এতে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা ছোটখাটো কাটা বা ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। যদি রেজার চালাতে গিয়ে ত্বকে সামান্য কেটে যায় বা জ্বালা অনুভূত হয়, তাহলে সরাসরি সেই জায়গায় সামান্য মধু লাগান। ১০-১৫ মিনিট রেখে হালকা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক দ্রুত আরাম পাবে এবং সংক্রমণের ঝুঁকিও কমবে।

৫. শশাঃ ঠান্ডা ভাবেই ত্বককে দেয় স্বস্তি-শশা মানেই ঠান্ডা, আরাম আর সতেজতা। রেজার ব্যবহারের পর ত্বকের জ্বালা কমাতে শশা দারুণ কাজ করে। এতে থাকা ভিটামিন কে ও জলীয় উপাদান ত্বককে ঠান্ডা রাখে এবং লালচে ভাব কমায়। টাটকা শশা গোল করে কেটে নিন। তারপর আক্রান্ত অংশে কয়েক মিনিট ধরে শশার টুকরো ঘষুন বা রেখে দিন। চাইলে শশা ব্লেন্ড করে পেস্ট বানিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বক অনেক শান্ত ও মসৃণ থাকবে।

রেজার ব্যবহারের আগে ও পরে কয়েকটি জরুরি টিপস- শুধু সমস্যার সমাধান জানলেই চলবে না, ভবিষ্যতে যেন এই সমস্যা কম হয় তার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। রেজার ব্যবহারের আগে ত্বক ভালো করে ভিজিয়ে নিন, সবসময় পরিষ্কার ও ধারালো রেজার ব্যবহার করুন, শুষ্ক ত্বকে কখনও রেজার চালাবেন না, রেজার ব্যবহারের পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার লাগান, ত্বকে বেশি জ্বালা হলে কিছুদিন রেজার ব্যবহার বন্ধ রাখুন। রেজার একটি সহজ ও দ্রুত উপায় হলেও, ভুল পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় আর সামান্য যত্ন নিলেই এই সমস্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। অ্যালোভেরা, বরফ, নারকেল তেল, মধু ও শশা-এই পাঁচটি উপাদান বাড়িতেই সহজে পাওয়া যায় এবং ত্বকের জন্য নিরাপদও। ত্বকের ভাষা বুঝুন, ত্বককে সময় দিন। তবেই সুন্দর, মোলায়েম ও স্বাস্থ্যকর ত্বক বজায় রাখা সম্ভব।

সাতসকালের এই অভ্যাসগুলোই নীরবে বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনার বয়স! এখনই সতর্ক না হলে ক্ষতি অনিবার্য

সময়ের নিয়মে বয়স বাড়বেই-এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও চেহারায় যে পরিবর্তন আসে, তা সহজে মেনে নিতে পারেন না বেশিরভাগ মানুষই। তাই তো আজকাল শরীরচর্চা, রূপচর্চা, ডায়েট-সব কিছু নিয়েই বাড়তি সচেতনতা। তবু এত কিছুর পরেও অনেকের মুখে শোনা যায় একটাই কথা-কেমন যেন দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছি! এর কারণ কী শুধুই বয়স? নাকি আমাদের প্রতিদিনের কিছু ছোট কিন্তু ক্ষতিকর অভ্যাস? বিশেষ করে দিনের শুরুতে, অর্থাৎ সাতসকালে করা কিছু ভুল অভ্যাস শরীর, মন এবং ত্বকের উপর এমন প্রভাব ফেলে, যা ধীরে ধীরে আপনাকে আপনার প্রকৃত বযসের চেয়েও বেশি বযস্ক দেখাতে শুরু করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, সাতসকালের এমনই কিছু অভ্যাসের কথা-যেগুলো আপনি হয়তো প্রতিদিনই করছেন, অথচ বুঝতেই পারছেন না তার ক্ষতিকর প্রভাব।

১. প্রাতঃরাশ মিস করাঃ দিনের সবচেয়ে বড় ভুল- অনেকেই আছেন যাঁরা সকালে উঠে তাড়াহুড়োয় প্রাতঃরাশ করেন না। কেউ অফিসের চাপে, কেউ ওজন কমানোর আশায় খালি পেটেই দিন শুরু করেন। কিন্তু এই অভ্যাস শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সকালে খালি পেটে থাকলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কার্টিজলের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে মেটাবলিজম ধীর হয়ে পড়ে, এনার্জি লেভেল কমে যায় এবং ত্বকে তার প্রভাব পড়ে খুব দ্রুত। ত্বক হয়ে ওঠে নিষ্প্রাণ, চোখের নীচে পড়ে কালো ছাপ। দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চলতে থাকলে আপনাকে আপনার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি ক্লান্ত ও বয়স্ক দেখাতে শুরু করে।

২. ঘুম ভাঙতেই ফোনে চোখঃ মস্তিষ্কের উপর নীরব আঘাত- ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কাজ ফোন হাতে নেওয়া-এ যেন আজকাল প্রায় সকলেরই অভ্যাস। সোশ্যাল মিডিয়া, খবর, মেসেজ-সব কিছু একসঙ্গে চোখে পড়ে। কিন্তু জানেন কি, এই অভ্যাস আপনার মস্তিষ্কের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে? ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ফোনের নীল আলো চোখে পড়লে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাঘাত ঘটে। তার উপর নেতিবাচক খবর বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য মানসিক চাপ বাড়ায়। দিনের শুরুটাই যদি এমন চাপ দিয়ে হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়ে সারাদিনের কাজে এবং ধীরে ধীরে মুখেও। তাই চেষ্টা করুন, ঘুম থেকে ওঠার পর অন্তত ৩০ মিনিট ফোন থেকে দূরে থাকতে। এই সময়টা নিজের জন্য রাখুন-হালকা স্ট্রেচিং, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আলো দেখা বা শান্তভাবে বসে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মন দেওয়া অনেক বেশি উপকারী।

৩. ঘুম থেকে উঠেই কফি ঃ ত্বকের শত্রু- অনেকের কাছেই সকালে কফি ছাড়া দিন শুরু করা অসম্ভব। কিন্তু খালি পেটে কফি খাওয়া শরীর ও ত্বকের জন্য একেবারেই ভালো নয়। সকালে কফি খেলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। এর ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা দ্রুত দেখা দেয়। দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চললে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং বয়সের ছাপ পড়ে তাড়াতাড়ি। এর বদলে সকালে প্রথমে এক গ্লাস জল পান করুন। চাইলে হালকা গরম জল বা লেবু দেওয়া জলও খেতে পারেন। প্রাতঃরাশের পর কফি খেলে তেমন ক্ষতি হয় না।

৪. দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা ও রোদ এড়িয়ে চলা-অনেকেই অভ্যাসগতভাবে দেরিতে ঘুম থেকে ওঠেন। ফলে ভোরের সূর্যের মৃদু আলো গায়ে মাখার সুযোগই পান না। অথচ সকালের রোদ শরীর ও ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভোরের রোদে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, যা হাড়, ত্বক এবং মন ভালো রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত সকালের রোদ না পেলে ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়ে এবং মনও হয়ে ওঠে অবসন্ন। এই সব মিলিয়ে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হতে শুরু করে।

৫. জল না খেয়ে দিন শুরু করা- ঘুমের সময় দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা শরীর জল পায় না। তাই সকালে উঠে যদি জল না খাওয়া হয়, তাহলে শরীর ডিহাইড্রেশনের মধ্যে পড়ে। জল না খেলে ত্বক শুষ্ক হয়, মুখে ফোলা ভাব আসে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দেখা দেয় এই সবের সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। তাই ঘুম থেকে উঠেই এক বা দুই গ্লাস জল খাওয়া অভ্যাস করুন।

৬. সকালে কোনও নড়াচড়া না করা- সাতসকালে একেবারেই শরীর না নাড়ানো, বিছানা থেকে উঠে সরাসরি চেয়ারে বসে পড়া- এই অভ্যাসও বয়স বাড়ার অন্যতম কারণ। হালকা হাঁটা, যোগব্যায়াম বা স্ট্রেচিং শরীরের রক্তসঞ্চালন বাড়ায়। এতে ত্বকে অক্সিজেন পৌঁছয়, মুখে আসে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। নড়াচড়া না করলে শরীর ধীরে ধীরে জড়িয়ে যায়, যা বয়সের ছাপকে আরও স্পষ্ট করে।

৭. নেতিবাচক চিন্তা দিয়ে দিন শুরু করা- সকালের মনোভাব সারাদিনের উপর প্রভাব ফেলে। ঘুম থেকে উঠেই যদি দুশ্চিন্তা, কাজের চাপ বা নেতিবাচক চিন্তায় মন ভরে যায়, তাহলে তার প্রভাব মুখে ও শরীরের ভাষায় ফুটে ওঠে।

নিয়মিত নেতিবাচক মানসিকতা স্ট্রেস বাড়ায়, যা ত্বকের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই সকালে উঠে অন্তত কয়েক মিনিট ইতিবাচক চিন্তা বা কৃতজ্ঞতার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বয়স বাড়া থামানো যায় না, কিন্তু বয়সের ছাপ কীভাবে পড়বে, তা অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের উপর-বিশেষ করে দিনের শুরুর অভ্যাসে। সাতসকালের ছোট ছোট ভুলই ধীরে ধীরে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ থেকেই যদি এই অভ্যাসগুলো বদলাতে পারেন, তাহলে শুধু শরীর নয়-মন আর ত্বকও থাকবে অনেক বেশি সতেজ,

নৌকাডুবি নাইজেরিয়ায়

৫ জানুয়ারি ঃ আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় ফের মর্মান্তিক নৌকাডুবির ঘটনা। মাঝনদীতে নৌকা ডুবে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ১৪ জন যাত্রী। তাঁদের খোঁজে নদীতে ডুবুরি নামানো হয়েছে এবং উদ্ধারকাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। ঘটনাটি ঘটেছে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ইয়োবে স্টেটে, যা আবারও দেশটির নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্বলতাকে সামনে এনে দিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে জিগাওয়া স্টেটের আদিয়ানি শহর থেকে ইয়োবে স্টেটের গারবি শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল যাত্রীবোঝাই নৌকাটি। নৌকায় মোট ৫২ জন যাত্রী ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন স্থানীয় কৃষক, জেলে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-যাঁরা জীবিকার তাগিদে প্রতিদিনই নদীপথে যাতায়াত করেন। রাতের অন্ধকারে মাঝনদীতে পৌঁছনোর পর আচমকাই নৌকায় জল ঢুকতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে নৌকাটি ডুবে যায়। অন্ধকার ও স্রোতের কারণে যাত্রীরা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। তৎপর উদ্ধার অভিযানে এখনও পর্যন্ত ১৩ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে নদী থেকে ২৫ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এখনও ১৪ জন যাত্রীর কোনও খোঁজ মেলেনি। তাঁদের সন্ধানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরি নামানো হয়েছে নদীতে। পাশাপাশি নদীর বিভিন্ন অংশে নৌকা নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নিখোঁজদের পরিবারগুলির মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জিগাওয়া স্টেট পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে গুরুতর গাফিলতির ইঙ্গিত মিলেছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, উদয় বোরওয়ানকার, প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী, নরেশ কুমার, প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, সঞ্জয় সিংহল, প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী, জনাব এম.এল. মাকওয়ানা, প্রধান কর্মী কর্মকর্তা আইআর, মনোজ কুমার পান্ডে এবং ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তাদের সাথে ৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সিস্টেমস ট্রেনিং সেন্টার (এমএসটিসি), সিগন্যাল ও টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এসটিটিসি), ইলেকট্রিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, গোরখপুর এবং হোস্টেলগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন।

কলকাতায় কনসালটেনন্ট- ইউরোলজি হিসেবে ডঃ জিশান রহমানকে নিয়োগ

কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ আরজি স্টোন ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হসপিটালস সম্প্রতি তাদের ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে ডা. জিশান রহমানকে কনসালটেন্ট - ইউরোলজি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের ক্লিনিক্যাল নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাঁর অন্তর্ভুক্তির ফলে হাসপাতালটির স্থানীয়ভাবে উন্নত, ন্যূনতম অস্ত্রোপচারভিত্তিক এবং রোবোটিক ইউরোলজি পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে জটিল চিকিৎসার জন্য রোগীদের মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজের (সিএমসি) প্রাক্তন ছাত্র ডঃ রহমান কমপ্লেক্স ইউরোলজি, রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারি, পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি এবং রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এর মধ্যে কিডনি ও ব্লেডার স্টোনস, প্রোস্ট্রেটে ডিসর্ডার এবং রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারির মতো চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি দিল্লির একটি শীর্ষস্থানীয়. প্রতিষ্ঠানে উন্নত ইউরোলজি পরিষেবাও পরিচালনা করেছেন এবং স্বনামধন্য চিকিৎসা জার্নালে ব্যাপকভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।ডঃ রহমানের এই নিয়োগটি পূর্ব ভারতে বিশেষায়িত ইউরোলজি চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য আরজি স্টোনের চলমান উদ্যোগের একটি অংশ। হাসপাতালটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামো।

CHANGE OF NAME

I, IMRAN MONDAL S/O RAHIM MONDAL MY BIRTH CERTIFICATE MY MOTHER NAME HAS BEEN WRITTEN AS RASENA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26-12-25 RASENA BIBI AND RAOSANARA BIBI MONDAL IS SAME PERSON R/O VILL BHATGHHI P.O. RANABANDA CHAPRA, NADIA MY ACTUAL NAME IS IMRAN MONDAL

CHANGE OF NAME

I, AJAD ALI MONDAL S/O LATE PATAL MANDAL MY SON KUTUBUDDIN MONDAL HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEE WRITTEN AS AJAT MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26-12-25 AJAD ALI MONDAL AND AJAT MONDAL IS SAME PERSON R/O VILL-BHATGACHHI P.O RANABANDA CHAPRA NADIA. MY ACTUAL NAME IS AJAD ALI MONDAL.

CHANGE OF NAME

I, AJAD ALI MONDAL S/O LATE PATAL MANDAL MY SON IKRAMUL MANDAL HIS BIRTH CERTIFIED MY NAME HAS BEEN WRITTEN AS AJAT ALI MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON 26/12/25 AJAD ALI MONDAL AND AJAT ALI MONDAL IS SAME PERSON R/O VILL BHATGACHHI P.O RANABANDA CHAPRA NADIAN MY ACTUAL NAME IS AJAD ALI MONDAL

CHANGE OF NAME

I, Singdha Vishwas (Old Name) W/o Lochan Biswas Residing at Paikpara Bongaon, Vtc - Paikpara, P.o - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Snigdha Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2026 Dated 05-01-2026. Singdha Vishwas (Old Name) and Snigdha Biswas (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, মেরি বিবি, স্বামী-দুলাল সেখ, গ্রাম কান্দরা, পোস্ট-মালিহাটি, থানা-সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২৪০১, আমার সঠিক নাম মেরি বিবি স্বামী-দুলাল সেখ, যেটা আমার আধার কার্ড (৯০০১-০৫৪৯-৬৬৮১) ও ভোটার কার্ড নম্বর (TFH1573450) উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম সেহিনিকা বিবি স্বামী-দুলাল, যেটা আমার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকা (GFY1452507) নম্বরে উল্লেখিত আছে। আমার নাম মেরি বিবি, স্বামী-দুলাল সেখ, এবং সেহিনিকা বিবি, স্বামী-দুলাল, দুজনেই একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, নিখিল কুমার ঘোষ, পিতা-সদানন্দ ঘোষ, গ্রাম- কোরগ্রাম, পোস্ট-কেচুনিয়া, থানা-সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২৪০৪,আমার সঠিক নাম নিখিল কুমার ঘোষ, পিতা-সদানন্দ ঘোষ, যেটা আমার আধার কার্ড (৭৭৫১-৭৭৪৫-৪৬৮৬) ও ভোটার কার্ড নম্বর (WB1006828808) উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম যদুনাথ ঘোষ, পিতা-সদানন্দ ঘোষ, যেটা আমার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকায় উল্লেখিত আছে। আমার নাম নিখিল কুমার ঘোষ, এবং যদুনাথ ঘোষ দুজনেই একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, লাল মহম্মদ সেখ পিতা-মাওলাবক্স সেখ, গ্রাম-তিওরপুকুর, পোস্ট-দুর্গাপুর, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ ৭৪২ ১৮৭, আমার সঠিক নাম লাল মহম্মদ সেখ পিতা-মাওলাবক্স সেখ, যেটা আমার আধার কার্ড নাম্বার ৩০১২৪৬৩১৭৪২৫ এবং ভোটার কার্ড নাম্বার SAF25111210 উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম লাল মহম্মদ সেখ পিতা-হাজী মওলা বক্স, খতিয়ান নং-২৯৮৭, জেএলনং-২৬, এবং মহম্মদ হোসেন, পিতা-হাজি মওলাবক্স, খতিয়ান নং-২৮৭১, জে.এলনং-২২, এবং মোঃহোসেন (লালবাহাদুর) আলি, পিতা-হাজী মওলা বক্স (গোলাম মহঃ) খতিয়ান নং-২১৮৩, জে.এলনং-২৭ নম্বরে উল্লেখিত আছে। আমার নাম লাল মহম্মদ সেখ পিতা-মাওলাবক্স সেখ, এবং লাল মহম্মদ সেখ পিতা-হাজী মওলা বক্স, এবং মহম্মদ হোসেন পিতা-হাজি মওলাবক্স এবং মোঃহোসেন (লালবাহাদুর) আলি পিতা-হাজী মওলা বক্স (গোলাম মহঃ) সকলেই একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Radha Rani (Old Name) W/o Narayan Chandra Biswas Residing at Paikpara, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Radharani Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 27/2026 Dated 05-01-2026. Radha Rani (Old Name) and Radharani Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Osman Ghani (old name) Son of Md. Ishaque, residing at Shahi Mohalla, Kulti, Paschim Bardhaman Pin-713343, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Osman Ghani (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/01/2026. Osman Ghani (old name) and Md Osman Ghani (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amit Agarwal (old name) Son of Suresh Kumar Agarwal, residing at Manikala 17UC, 156 C Maniktala Main Road, Kankurgachi, Kolkata-700054, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Agarwal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 17/01/2025. Amit Agarwal (old name) and Amit Kumar Agarwal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, I,Ashafa Banu(Old Name),w/o Sk Peyaru of residing at 33/H/6 Dent Mission Road Kolkata 700023 West Bengal, INDIA, I have changed my name and shall henceforth be known as Ashiaf Bano(new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/01/2026. Ashiaf Bano(new name) and Ashafa Banu(old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Pearu(Old Name),s/o Sk Md Kasim of residing at 33/H/6 Dent Mission Road Kolkata 700023 West Bengal, INDIA, I have changed my name and shall henceforth be known as Sk Peyaru(new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/01/2026. Sk Peyaru(new name) and Sk Pearu (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I,Mohammed Samir(Old Name),s/o Sk Peyaru of residing at 33/H/6 Dent Mission Road Kolkata 700023 West Bengal, INDIA, I have changed my name and shall henceforth be known as Md Samir(new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/01/2026. Md Samir(new name) and Mohammed Samir (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, BIRENDRA PRASAD SHAW (old name) S/O - PARSHURAM PRASAD residing at VILL - RADHARGHAT GHOSHPARA PO - RADHARGHAT PS-BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN - 742187. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BIRENDRA PRASAD SHAW (old) name) to BIRENDRA PRASAD (new name) and henceforth, I shall be Known as BIRENDRA PRASAD (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/01/2025. BIRENDRA PRASAD (new name) & BIRENDRA PRASAD SHAW (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ALIBUDDIN MONDAL (old name) S/O - WAJ ALI MONDAL residing at VILL - KALIKANAGAR PO - RUPDAHA PS-DHUBULIA DIST - NADIA PIN - 741140. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ALIBUDDIN MONDAL (old name) to ALIBADDIN MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ALIBADDIN MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/01/2025, ALIBADDIN MONDAL (new name) & ALIBUDDIN MONDAL(old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PARSHURAM PRASAD SHAW (old name) S/O - BIDYA PRASAD residing at BRS -10 B - 9 F - 29 ,17 BAGMARI LANE KANKURGACHI PS - MANIKTALA KOLKATA PIN - 700054, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from PARSHURAM PRASAD SHAW (old name) to PARSHURAM PRASAD (new name) and henceforth, I shall be Known as PARSHURAM PRASAD (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/01/2025.PARSHURAM PRASAD (new name & PARSHURAM PRASAD SHAW (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি RAKTIM BHATTACHARJEE, পিতা Rajat Bhattacharjee ঠিকানা -৬০, পাইওনিয়ার পার্ক, পোস্টথানা -বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১২৪, আমার অরজিনাল নাম RAKTIM BHATTACHARJEE , আমার ভোটার কার্ড নং RQL1993864 তে ভুলবশত আমার নাম RAKTIM BHATTACHARYA পিতা Rajat Bhattacharya উল্লেখ আছে ১১১২২৫ তাং প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট - বারাসাত এর এবিডেভিডে আমি RAKTIM BHATTACHARJEE পিতা Rajat Bhattacharjee, RAKTIM BHATTACHARYA পিতা Rajat Bhattacharya,ও RAKTIM BHATTACHERJEE, পিতা Rajat Bhattacherjee একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Jitendra Patel (old name) son of Amritlal Patel, residing at 1C, Bidhan Nagar Road, P.S- Ultadanga, Kolkata- 700067, West Bengal, shall henceforth be known as Jitendra Kumar Patel (new name) vide an affidavit No. 15/2026 sworn before The Notary Public at Kolkata on 05/01/2026. That Jitendra Patel and Jitendra Kumar Patel both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nashima Khatoon (Old Name) W/o Md Raish Residing at Vill - Kazipara, P.o - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nasima Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Nashima Khatoon (Old Name) and Nasima Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Smridhi Todi (Old Name) D/o Narayan Prasad Todi Residing at 339, Canal Street, 4th Floor, Flat No-4C, P.s - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Samridhi Todi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Smridhi Todi (Old Name) and Samridhi Todi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Basu (Old Name) W/o Surajit Das Residing at 73, Tanupukur Road, FL-P12, Paramount Residency, Dhakuria, District - Kolkata, Pin - 700031, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Priyanka Basu Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-01-2026. Priyanka Basu (Old Name) and Priyanka Basu Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Koushik Dutta Majumder (Old Name) S/o Kajal Dutta Majumder Residing at Ranjan Pally, Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741222, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kaushik Dutta Majumder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 4 Dated 31-12-2025. Koushik Dutta Majumder (Old Name) and Kaushik Dutta Majumder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabir Kumar Datta (Old Name) S/o Banamali Dutta Residing at Parabagnan, Parabagnan, District - Hooghly, Pin - 712413, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prabir Kumar Dutta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-01-2026. Prabir Kumar Datta (Old Name) and Prabir Kumar Dutta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lochan Vishwas (Old Name) S/o Narayan Chandra Biswas Residing at Uttar Paikpara Bongaon, Bongaon, Vtc+P.o - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Lochan Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2026 Dated 05-01-2026. Lochan Vishwas (Old Name) and Lochan Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabhati Adhikari (old name) residing at Pabna colony , Pukur par, Chakda, Chakda, Dist-Nadia, Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRABHATI ADHIKARI to PRAVATI ADHIKARI and henceforth I shall be known as PRAVATI ADHIKARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/01/2026. PRABHATI ADHIKARI and PRAVATI ADHIKARI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rita Adhikari (old name) residing at Balarampur, Balia, Chakdah, Dist-Nadia, Pin-741223 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RITA ADHIKARI to RITA BASU ADHIKARY and henceforth I shall be known as RITA BASU ADHIKARY (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/01/2026. RITA ADHIKARI and RITA BASU ADHIKARY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amar Faruk Sk (old name) residing at Abhaynagar, Baruipara, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMAR FARUK SK to AMAR FARUK SHAIKH and henceforth I shall be known as AMAR FARUK SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/01/2026. AMAR FARUK SK and AMAR FARUK SHAIKH both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajnur Bibi (old name) residing at Kadamtali, Kadamtali, Ratua, Dist-Malda, Pin-732102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJNUR BIBI to MST AJNUR KHATUN and henceforth I shall be known as MST AJNUR KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/01/2026. AJNUR BIBI and MST AJNUR KHATUN both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমার কন্যা নাবালিকা শুভার্থী দালাল যাহা তাহার জন্ম সার্টিফিকেটে লিখিত হইয়াছে, ইংরেজি ২২ / ১২ / ২০২৫ তারিখে বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট বলে আরাত্রিকা দালাল হিসাবে পরিচিত হইল।

তন্ময় দালাল

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি Belly Khatun, WO Ezajul Haque, গ্রামঃ খিদিরপুর পোঃ সরধা, থানাঃ নলহাটি বীরভূমের বাসিন্দা। আমার মেয়ের আসল নাম Manuara Khatun. কিন্তু মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে পরিবারের সদস্যদের নাম Bilkis, Ezajul Hoque and Masammad Manuara Khatun, ঠিকানা গ্রামঃ ইমামনগর, পোঃ ইলামবাজার, বীরভূম নথিভুক্ত রয়েছে। ২২.০৯.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ২৭২৬০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Belly Khatun Bilkis, WO Rahul Haque এক এবং অভিন্ন। সেই সঙ্গে অনুরোধ করছি আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্র সংশোধন করে Bilkis এর পরিবর্তে Belly Khatun, Ezajul Hoque এর পরিবর্তে Ezajul Haque এবং Masammad Manuara Khatun এর পরিবর্তে Manuara Khatun করা হোক। ঠিকানা গ্রামঃ ইমামনগর, পোঃ ইলামবাজার, বীরভূমের পরিবর্তে গ্রামঃ খিদিরপুর পোঃ সরধা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম করা হোক।

CHANGE OF NAME

I, Subarna Dey (Old Name) W/O–Vaskar Sen residing at Vill & Po-Chhamna Ps-Mayureswar , Birbhum , West Bengal 731213 do hereby declared that I have changed my name from Subarna Dey to Subarna Dey Sen and henceforth I shall be known as Subarna Dey Sen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Subarna Dey Sen & Subarna Dey both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajendra Nath Sikdar (Old Name) S/O–Kamalakhi Sikdar residing at Betai Dakshin Jitpur , Tehatta, Nadia, West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Rajendra Nath Sikdar to Rajen Sikdar and henceforth I shall be known as Rajen Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Rajen Sikdar & Rajendra Nath Sikdar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalon Sk (Old Name) S/O–Khlilur Rahaman residing at Vill-Bablabona, PO-Piti Rasulpur , PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Lalon Sk to Lalan Sk and henceforth I shall be known as Lalan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Lalan Sk & Lalon Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Mazid (Old Name) S/O–Mahasen Ali Mandal, residing at Vill -Gopinathpur Madhyapara, PO & PS - Daulatabad, Dist Murshidabad, West Bengal , Pin 742302 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Mazid to Abdul Majid Mandal and henceforth I shall be known as Abdul Majid Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on Sl No.27 dated 02/01/2026. My name Abdul Majid Mandal & Md Abdul Mazid both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Hanif Sk (Old Name) S/O–Hazrat Sk residing at Mirzapur Babupara , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Hanif Sk to Hanif Sk and henceforth I shall be known as Hanif Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Hanif Sk & Md Hanif Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Majid (Old Name) S/O- Mahasen Ali Mandal, residing at Vill Gopinathpur Madhyapara, PO & PS- Daulatabad, Dist Murshidabad, West Bengal , Pin-742302, do hereby declared that I have changed my name from Abdul Majid to Abdul Majid Mandal and henceforth I shall be known as Abdul Majid Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on Sl No. 28 dated 02/01/2026. My name Abdul Majid Mandal & Abdul Majid both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Halim , S/O- Sk Sakhuyat residing at Vill & Po-Manikchak, PS-Lalgola, Dist- Murshidabad, West Bengal. That Abdul Halim, S/O- Sk Sakhuyat is my original name which is written in my Aadhaar Card Vide No. 5672 -7524- 4613 but in my Voter Identity Card Vide No. WSC-1321231 there my name has been written as Abuhena, S/O-Sakwat Ali. My name Abdul Halim & Abuhena & my father's name Sk Sakhuyat & Sakwat Ali both are same and one identical person declared by S.D.E.M Berhampore court on 13/06/2025

CHANGE OF NAME

I, Abdul Rajjak Mandal (Old Name) S/O–Daud Hossain Mondal residing at Kalupur , Natidanga , Thanarpara , Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Rajjak Mandal to Abdur Rajjak Mondal and henceforth I shall be known as Abdur Rajjak Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Abdur Rajjak Mondal & Abdul Rajjak Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sofikur Rahaman (Old Name) S/O–Abujar Sk residing at Vill- Bagachhra , PO- Benipur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my name from Sofikur Rahaman to Safikur Rahaman and henceforth I shall be known as Safikur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/01/2026. My name Safikur Rahaman & Sofikur Rahaman both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদের অভিনব হাট, এখনও চলে 'বিনিময় প্রথা'য় লেনদেন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ জানুয়ারি ঃ 'হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সীগঞ্জে পদ্মাপাড়ে। জিনিস-পত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে'। পদ্মাপাড়ের বক্সীগঞ্জের মত শুধুমাত্র শুক্রবার নয়, এখানে হাট বসে ফসল তোলার মরসুমে। আর অভিনব এই হাটের মূল আকর্ষণই হলো বিনিময় প্রথা। দেশবাসী যখন ডিজিটাল ভারতের স্বপ্নে বিভোর, সেইসময় এই হাটে প্রাচীন 'বিনিময়

প্রথা'কে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে মুর্শিদাবাদের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কিছু গ্রামের লোকজন। এখানকার মানুষদের এই বিকিকিনি প্রথা দেখলে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে কবিগুরুর 'হাট' কবিতার পংক্তিগুলি। 'জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে, গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।' তবে এখানে জিনিসপত্র নয়, মাঠের ফসল দিয়েই কেনাবেচা করে মুর্শিদাবাদের রানীনগর, রানিতলা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জলঙ্গি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষরা। চির পরিচিত হাটের থেকে এই হাটের ছবি কিন্তু কিছুটা আলাদা। এখানে পয়সার বিনিময় নয় বরং বিনিময় প্রথার মাধ্যমে চলে কেনাবেচা। এখানকার মাঠের কৃষকরা সারাদিনের কাজের মধ্যে প্রচন্ড খিদে পেলেই তাঁরা নিজেদের মাঠের ক্ষেতের ফসলের বিনিময় পথের পাশে থাকা দোকানদারদের কাছ থেকে কিনে নেয় জিলিপি, সিঙ্গারা, তেলে ভাজা, খুরমার মত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী। মূলতঃ শীতকাল থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত ফসল ওঠার মরসুমে অভিনব এই হাটের রমরমা চোখে পড়ে রানীনগরের নির্মলচর, জলঙ্গির কাকরামারি, টলটলি, রানীনগরের মোহনগঞ্জ, ঘোষপাড়া, গঙ্গা পুজোর ঘাট সহ আশেপাশের এলাকায়। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার এক অপূর্ব চালচিত্র ধরা পড়ে এখানে। গ্রাম বাংলার এই সহজ সরল মানুষগুলো এখনও পর্যন্ত ডিজিটাল কেনাকাটায় অভ্যস্ত নয়। এমনকি নগদ টাকা টাকার বদলে এদের কাছে এখনও এই বিনিময় প্রথাই সহজসাধ্য। তাই মাঠে ফসল কাটতে কাটতে হঠাৎ খিদে পেলে সেই কাটা ফসল নিয়েই হাজির হয় দোকানদারের কাছে। আর দোকানদারেরাও সেই ফসলের বিনিময় ঝুলি থেকে বের করে দেয় কৃষকদের জন্য খাদ্যসামগ্রী। বেচাকেনার এই প্রাচীন রীতি শুধুমাত্র যে গ্রামীণ জীবনযাত্রার সরলতাকে ফুটিয়ে তোলে তা নয়, ডিজিটালাইজেশনের যুগেও বিনিময় প্রথার মত একটি প্রাচীন রীতি এখনও প্রচলিত তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মনসুর মিঞা নামে এক দোকানদার বলেন, অনলাইন লেনদেনের বিষয়টা এখনও আমাদের কাছে অজানা। শুনেছি তাতে অনেক ঝামেলাও রয়েছে। কিন্তু ফসলের বিনিময়ে এইভাবে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া খুবই সহজ এবং লাভজনক। তাই আমার মতো বিভিন্ন ছোটখাটো দোকানদাররা ফসল তোলার মরসুমে চলে আসি এখানে। আমাদের খাদ্য সামগ্রীর পরিবর্তে নিয়ে যাই মাঠের ফসল। আশতাব আলি নামে এক কৃষক বলেন, মাঠে ফসল কাটতে কাটতে খিদে পেয়ে গেলে সেই ফসলের কিছু অংশ নিয়েই আমরা হাজির হয়ে যাই দোকানদারের কাছে। নগদ পয়সা আমাদের দিতে হয় না। বরং আমাদের মাঠের ফসলের বিনিময়ে আমরা পেয়ে যাই রকমারি মুখরোচক খাবার দাবার। জলঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, চাষীদের মাঠে উৎপন্ন ধান বা অন্য ফসল উদ্বৃত্ত হলে অনেক সময় তাঁরা এইভাবে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে নেন বলে আমি শুনেছি। আজকের আধুনিক যুগে বিষয়টির মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে।

চা বাগানের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আজ থেকে চালু হচ্ছে বাস, খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৫ জানুয়ারি ঃ মাঝেরডাবরিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় কুমারগ্রামের রহিমাবাদ চা বাগানের শ্রমিক জয়ন্ত ওরাওঁ অভিযোগ তোলেন শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের ট্রাক্টরে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন অভিষেক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার পরেরদিনই ঝা চকচকে নতুন স্কুল বাস চলে এল জেলায়। সোমবার থেকে চা শ্রমিকদের ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বাসে করে স্কুলে যাবে। আলিপুরদুয়ার জেলায় চালু হচ্ছে এমনই ৫টি স্কুল বাস। রাজ্য শ্রম দফতর, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সহযোগিতায় এই বাস চালাবে। নাগরাকাটা ও মালবাজার থেকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। ধাপে ধাপে বাড়বে বাসের সংখ্যা। যে সব রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা - আলিপুরদুয়ার -১) লঙ্কাপাড়া থেকে বীরপাড়া ২) টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাট ৩) ডেকপাপাড়া থেকে বীরপাড়া ৪) সেন্ট্রাল ডুয়ার্স থেকে কালচিনি ৫) মুজনাই চা বাগান থেকে এথেলবাড়ি, জলপাইগুড়ি - ১) পাথরঝোড়া চা বাগান থেকে ওদলাবাড়ি মোড় ২) ইঙ্গু চা বাগান থেকে মেটেলি ৩) বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে চেংমারি টি এস্টেট হাই স্কুল ৪) হিল্লা টি এস্টেট থেকে চেংমারি টি এস্টেট হাই স্কুল ৫) যোগেশচন্দ্র চা বাগান থেকে রাজডাঙ্গা পি এম হাইস্কুল ৬) মোগলকাটা চা বাগান

থেকে বানারহাট হাইস্কুল। প্রায় ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দিয়ে বাস কেনা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্র অধিগৃহীত চা বাগানে বাস দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। রাজ্য সরকার নিজ উদ্যোগে সমস্ত বাগানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বাস পরিষেবা দেবে। ২৬-এর ভোটের আগে নজরে উত্তরবঙ্গ। চা বলয়ের রাজনীতি নিয়ে যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপি দুই পক্ষই। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি তিনশো টাকা করার প্রতিশ্রুতি অভিষেকের। শনিবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছিলেন অভিষেক। একদিন পরই পাল্টা জবাব দিলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। অভিষেক বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মজুরি ছিল ৬০ টাকা। ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। আমি জানি এই টাকায় ঘর-সংসার চলে না। এরপরই তিনি আশ্বাস দেন, ৩-৪ মাসের মধ্যে নতুন সরকার গঠন হলে প্রথম প্রায়োরিটি হবে আলিপুরদুয়ার। দরকার হলে আবার আসব। অথবা সিনিয়র কাউকে পাঠাব। রাজ্য সরকার, লেবার ইউনিয়ন আর চা বাগানের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক মিটিং হবে। ৩০০ টাকা ডেইলি ওয়েজ করে দেওয়া হবে। রাজু বিস্তা বলেন, চা বাগানের শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ হবে। নূন্যতম মজুরি ২৫০ থেকে ৩৫০ হবে। কমপক্ষে ৩০০ টাকা ক্যাশ দিতেই হবে। দেরী হলে বেশি দিতে হবে। পিএ, সোশ্যাল সিকিউরিটি সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে।

মেটেলিতে শুনানিতে সপরিবারে ডাক পড়ল বিডিও-র, বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে শুরু তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেটেলি, ৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন করতে বড় দায়িত্ব পড়েছে বিডিও-দের উপরে। কিন্তু এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়ল খোদ বিডিও-রই। সাধারণ মানুষের লাইনে দাঁড়িয়ে দিতে হল হাজিরা। ২০০২- এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় শুনানিতে ডাক পড়ল লাভার বিডিও ভারতী চিক বড়াইক সহ বাবা, ভাই ও বোনের। যা নিয়ে মেটেলিতে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। যেখানে রাজ্য জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিভিন্ন ব্লকের বিডিও-রা, সেখানেই ব্যতিক্রমী ও চাঞ্চল্যকর ছবি। ঘটনাকে ঘিরে জোর বিতর্ক ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে মাটিয়ালি ব্লকের মেটলি এলাকায়। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বিডিও ভারতী চিক বড়াইক, তাঁর পিতা কপিল চিক বড়াইক এবং পরিবারের আরও দুই সদস্যের নাম না থাকায় এসআইআর শুনানিতে চারজনকেই ডাকা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিডিও ভারতী চিক বড়াইক শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। সোমবার শুনানিতে হাজির হওয়ার কথা তাঁর বাবা কপিল বরাইক, বোন আরতি চিক বড়াইক এবং ভাই প্রবন চিক বড়াইকের। এলাকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের একাংশের অভিযোগ, বিডিও ভারতী চিক বড়াইক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রত্যেকে বিদেশি নাগরিক। বিরোধীদের দাবি, বিডিওর বাবা ও মা ভুটানের নাগরিক ছিলেন, সেই কারণেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না। এই অভিযোগ ঘিরেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। একজন ভুটানের নাগরিকের পরিবারের সদস্য কীভাবে ভারতের প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হলেন? তাও আবার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পদে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিডিও-র পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। বহু বছর ধরেই তাঁরা মালবাজার মহকুমার জুরন্তি চা বাগানের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে দাবি, ১৯৯৯ সালে মেটলি হাসপাতাল পাড়া এলাকায় জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করেন তাঁরা এবং ২০০৪ সালে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তার আগে একাধিকবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনিক মহলে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এখন এসআইআর শুনানির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র তুলে ধরবেন ছৌ নৃত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ জানুয়ারি ঃ এবছর ৭৭'তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে দিল্লির কর্তব্যপথে নামতে চলেছেন পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র শুভদীপ মাহাতো। দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেডে অংশ

নিতে চলেছে বাংলার আট জন এনএসএস ভলান্টিয়ার। তাদের মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা শুভদীপ মাহাতো। পুরুলিয়া সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। আগামী ২৬ জানুয়ারি তিনি জাতীয় প্যারেডে অংশ নেবেন। সেখানে জাতীয় মঞ্চে তিনি তুলে ধরবেন জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করে বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরবেন তিনি। জোরকদমে চলছে তারই প্রস্তুতি। এই বিষয়ে শুভদীপ মাহাতো বলেন, তিনি যখন ২০২৪ সালে প্রথম ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন সেই সময় থেকে এনএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতার কাজ করার উদ্দেশ্যেই তার এনএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সেখান থেকে তার দিল্লির কর্তব্য পথে দাঁড়ানোর সুযোগ। সেখানে বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চলেছেন তিনি। এই বিষয়ে সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর পবিত্র কুমার চক্রবর্তী বলেন, শুভদীপ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখান থেকেই সে দিল্লিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা ইউনিভার্সিটি তথা জেলা। প্রজাতন্ত্রে দিবসের মঞ্চে উপস্থিত থাকেন রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী-সহ বহু বিশিষ্ট বর্গরা। সেখানে বাংলার ছৌ নৃত্য উপস্থাপন করবে পুরুলিয়ার শুভদীপ। তাকে নিয়ে গর্বিত গোটা জঙ্গলমহল।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে মৃত দুই, তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি এলাকায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানুষজন একটি চা বাগানে দু'জনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই সহমরণ সংঘটিত হয়েছে। মৃতরা হলেন প্রতিমা রায় ও প্রভাত অধিকারী। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রভাত অধিকারীর সঙ্গে কয়েক মাস আগে ময়নাগুড়ির বেদগাড়া গ্রামের গৃহবধূ প্রতিমা রায়ের মধ্যে একটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভালোবাসার টানে মাস খানেক আগে প্রতিমা তার স্বামী ও বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর তাদের দীর্ঘদিন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু রবিবার রাতে দুজনের এলাকায় ফিরে আসেন বলে জানতে পেরেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। কিন্তু তারা বাড়ি ফেরেননি। সোমবার সকালে তাদের দেহ একটি চা বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং পারিবারিক চাপই এই ঘটনার মূল কারণ হতে পারে। মৃত প্রভাত অধিকারীর দাদা প্রমোদ অধিকারী জানান, বেশ কিছুমাস আগে ভাই প্রতিমাদেবীকে নিয়ে একটা জায়গায় ছিল। এরপর তিনি বাড়ি ফিরে গেছিলেন। কিন্তু ফের দুজনে বাড়ি ছেড়েছিল। প্রমোদবাবুর কথায়, রবিবার বাড়ি ফিরবে বলে ফোন করেছিল। আসতেও বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্থানীয় চা বাগানে দুজনের আত্মহত্যার খবর পান বলে জানিয়েছেন মৃত যুবকের দাদা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে দুঃস্থদের বিতরণ করা হল গরম পোশাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১ বছরে পা দিলেন । আর গোটা বাংলা জুড়ে তার জন্মদিন পালন করা

হচ্ছে। বাদ গেল না শিলিগুড়িও। শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অঞ্চলে পালন করা হলো মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। পাপিয়া ঘোষ প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রীর ৭১ তম জন্মদিনে থাকলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী কে কাছে ফিরে পেতে চায়। তিনি মানুষের জন্য ভাবেন, মানুষের জন্য চিন্তা করেন। এক কথায় বলতে গেলে বাংলার অভিভাবক হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে তার জন্মদিন আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। তাঁর ৭১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা ছোট ছোট অনুষ্ঠান করছি। এর মত অসহায় এবং দুঃস্থদের মধ্যে গরম জামা কাপড় বিতরণ করছি আমরা। এই অসহায় মানুষগুলো ভালো থাকলেই আমরা তাদের আশীর্বাদ পাব। এদিন পাপিয়া ঘোষের উদ্যোগে প্রায় কয়েকশো মানুষের মধ্য বিতরণ করা হলো গরম পোশাক। পাপিয়া ঘোষ জানালেন আমাদের এটা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শমূলক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও মান্য কার্যবিধি প্রস্তুত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শমূলক শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে আরও সংগঠিত ও কার্যকর করতে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা ও মান্য কার্যবিধি প্রস্তুত করেছে। সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় স্কুল স্তরে এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে একাধিক অসামঞ্জস্য ধরা পড়ার পরেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুলে একজন করে নোডাল শিক্ষক মনোনীত করতে হবে, যিনি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নথিভুক্তিকরণের দায়িত্ব সামলাবেন। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা সম্প্রতি সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে পাঠানো নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, ইউনিসেফের সহযোগিতায় তৈরি এই এসওপি অবিলম্বে জেলা ও স্কুল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি দক্ষতাবৃদ্ধি ও কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর্মসূচির তদারকির দায়িত্ব থাকবে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের উপর। সার্কেল স্তরের স্কুল পরিদর্শকরা তাঁদের সহায়তা করবেন। পাশাপাশি প্রতিটি জেলা থেকে ভালো কাজের উদাহরণ নথিভুক্ত করে ছয় মাস অন্তর রাজ্য দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা মিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই জেলা স্তরের আধিকারিকদের জন্য অনলাইন ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

শুরু হলো ৪৫তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ জানুয়ারি ঃ সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাকার আধিকারিকের পরিচালনায় শুরু হল ৪৫ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা। সোমবার দুপুরে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পরিষদের

সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগম ছাড়াও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে ৮ টা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে এই মেলা। এই বছর মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলার থিম 'ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার।' মেলায় আগত বইপ্রেমীদের জন্য এখানে থাকছে ৯০টি বইয়ের স্টল । রাজ্য গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, 'আমি চাই বইয়ের লেনদেন হোক। এটাই পারবে সমাজব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন আনতে। ' তাই নবপ্রজন্মের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'বই পড়ুন এবং পড়ান। কারণ বই হল বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার অতীতকে জানার একমাত্র অবলম্বন। শুধুমাত্র বই পারবে আপনাকে নবজীবনের দিশা দেখাতে । আমি আশা করছি এবছর মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলায় প্রায় দেড় কোটি টাকার বই বিক্রি হবে। যা আগের বারের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবে।' সোমবার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অমিত সাহা বলেন, 'এই বছরের বই মেলায় বইয়ের স্টলের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী থাকছে। সেই সঙ্গে সরকারের সাফল্যের খতিয়ানও বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে মেলা প্রাঙ্গণে। পাশাপাশি থাকবে ছৌ নাচ ও বাউল গানের আসর। শুধু তাই নয়, মেলা চলাকালীন দুদিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।' তাই বলাই বাহুল্য, আগামী কয়েকদিন বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার ময়দান হয়ে উঠতে চলেছে বইপ্রেমীদের প্রকৃত মিলনস্থল।

মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে মারধরে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ জানুয়ারি ঃ ঘরে বন্ধ করে লোহার রড দিয়ে শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় উত্তাল মন্ত্রীর গড়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের পরও এখনো গ্রেপ্তার হয়নি কেউ। তার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়া, অভিভাবক থেকে শুরু করে এলাকার মানুষের।মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন টিআইসি মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ। তবে কি শাসকদলের ছত্রছায়াতেই এখনো অধরা অভিযুক্তরা। উঠছে প্রশ্ন। বিধায়ক তথা মন্ত্রী কে নিশানা বিজেপির। সাফাই তৃণমূলের। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ডাহুয়া এলাকায় ভালুকা তুলসীহাটাগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এই বিক্ষোভের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মারধর করা হয় তালগাছি হাই মাদ্রাসার টিআইসি মহম্মদ হেবজুর রহমান ও সহকারী শিক্ষক আবজাল হোসেন কে। অভিযোগ উঠেছে, মাদ্রাসার প্রাক্তন টিআইসি মহম্মদ আবুজার ও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি মনিরুল ইসলামের দাদা আনারুল আলম সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে।এই মুহূর্তে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হলেও অভিযুক্ত অধরা। তারা পলাতক বলে জানা যাচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত বড় ঘটনার পরেও কেন অভিযুক্তদের ধরতে গড়িমসি করছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন টিআইসি তৃণমূল এবং মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছে আবার তৃণমূল নেতার দাদা। সেই কারণেই তারা রেয়াত পেয়ে যাচ্ছে বলে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিড ডে মিলের হিসাব ও মাদ্রাসার অন্যান্য ফান্ডের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগে গত ১৩ ডিসেম্বর আবুজার কে সরিয়ে নতুন টিআইসি করা হয় হেবজুর কে। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সর্ব সম্মতিক্রমে তাকে টিআইসির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাক্তন টিআইসি সেটা মানতে পারেন নি। তাই নতুন টিআইসি কে সঠিক ভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না প্রথম থেকে। তারপর ঘরে ঢুকে লোহার রোড দিয়ে মেরে দুই হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এক সহশিক্ষক বাঁচাতে গেলে তারও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

বিজেপিতে যোগদান ৩৫০ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি ঃ বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিলিগুড়িতে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চম্পাসারি ও ডাবগ্রাম এলাকার ৩৫০ জন যুবক ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি)-তে যোগদান করেন। রবিবার রাতে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে যুবকদের দলে স্বাগত জানান। নমো যুব কমিটির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে নতুন সদস্যদের উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়। বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য দল নমো যুব ওয়ারিয়র্স গঠন করেছে। এই কমিটির অধীনে যুবদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নমো ওয়ারিয়র্স কমিটির আহ্বায়ক সৌরভ সরকারের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক যুবক বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৯-২৫-২৬ তারিখঃ ০১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৯-২৫-২৬। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনে অধীনের গোসাইগাঁওহাট-চৌতারার মধ্যে ১৯৮/৭-৮ কিলোমিটারে স্থিত মানব নিযুক্ত এলসি গেট নং. এনএন-১২৬ (আপ এবং ডাউন) এর পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৮,৬২,৬২০.০৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৭,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা হবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

In the court of LD district delegate (civil judge senior division) at Jalpaiguri.
Misc. Judicial no: 07/25
Binay sen and another ....Petitioner

Notice.

Notice is hereby given that (1) Binay Sen (2) Rabindranath Sen, both are S/O- Late Basu Sen, Both are Residing at Baikur Gour Gram, Po- Helapakri, Ps-Maynaguri, dist - Jalpaiguri. Had file and application for grant of a succession certificate in respect to the dates and security's left by the deceased Late Tapan Sen S/O-Basu Sen, both are Residing at Baikur Gour Gram Po- Helapakri Ps- Maynaguri dist.: Jalpaiguri. u/s 372 of the Indian succession act 1925. In respect of financial benefits.

SCHEDULE

An amount of 7,00,000/- (Seven Lacks only) vide Member ID: **WB/JP/32113/582** lying with Employee's Provident Fund Organisation at Jalpaiguri. (As per the letter from T&I Global Ltd. Dated **29/11/2024**, address to the Regional Provident Fund Commissioner in Jalpaiguri). If any body having any objection to the grant of succession certificate to the petitioner in respect of the estate of deceased may file in objection within 30 days from the date of publication of this notice, else the case would be heard exparte.

By Order
(SUBHAMOY ROY)
SHERÉSTADAR
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, the 12th day of January, 2026 at 11:00 A.M.** to take on record the Unaudited Financial Results for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2025 at its Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN: 00612517

Place : Kolkata
Date : 6.1.2026

আলিপুরদুয়ার জংশনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ৪৯-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ** এসএসই/পি.ওয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার এবং আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পি.ওয়ে. রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,০২,৪৩,৩৭৯.৮৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা হবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE PRADHAN
AMGACHIA GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR–I PANCHAYAT SAMITY
KRISHNARAMPUR, P.O.- AMGACHIA,
DIST.- SOUTH 24 PGS, PIN
email id :amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING e-TENDER

Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide e-Tender bearing no. **784,785/AGP/TN/2025** on 29.12.2025 under 15th CFC fund. The Last date for submission of Bids for e-Tender is **15.01.2026(up to specified time in portal)**. The schedule for opening e-Tender has been fixed on 19.01.2026 For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Prodhan
Amgachia Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানা ইলাম বাজার, মৌজা- কামার পাড়া জে.এল.নং - ১৩১, খতিয়ান নং ২০৬২ এল.আর দাগ নং- ৫৪৩, পরিমান - ১৫ শতক, আমি উক্ত জমির মালিক ও দখলীকার এই সম্পত্তি আমি আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে চাই। যার বাজার মূল্য ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ক্রয় করতে ইচ্ছুক আদিবাসীবৃন্দ যোগাযোগ করুন কালিচরণ মার্ডি, পিতা- রুঁপাই মার্ডি, ইলামবাজার দ্বারোন্দা, বীরভূম, মোঃ-৭০৬৩৮২৪৭৩৩

Office of the
Shirakole Gram Panchayat
Vill-Shirakole, P.O-Shirakole, P.S-Usthi,
Dist-South 24 Parganas, Pin-743513
Notice Inviting e-Tender No- (1) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/006/2025-26, (2) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/007/2025-26, (3) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/008/2025-26, (4) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/009/2025-26, (5) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/010/2025-26, (6) WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/011/2025-26

Pradhan, Shirakole Gram Panchayat, invites percentage rate e-tender for the 44(Fortyfour) Nos. different works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online) **13/01/2026 at 2:00 PM**. Date of opening of Technical Bid **14/01/2026 at 2:00 PM** & Financial Bid **16/01/2026 at 3:00 PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Shirakole Gram Panchayat

গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৬ তলা, বি বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুয়েনো, লোহেগাঁও, পুনে, মহারাষ্ট্র ৪১১০১৪ **শাখা কার্যালয়ঃ** ৩ তলা, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি.টি. রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০৩৩৫

নিলাম বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

এটি ১২.১২.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে, যা ঋণগ্রহীতা হরধন সরকার (ঋণগ্রহীতা) রিক্তা সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঋণ নং HL0011H15100100 এবং মিঠু মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা) প্রসাদ মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঋণ নং HF0013H20100156-এর নামে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে নিলামের তারিখটি ভুলবশত ১২.০১.২০২৬ এর পরিবর্তে ১২.০১.২০২৫ প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুগ্রহ করে নিলামের সঠিক তারিখটি ১২.০১.২০২৬ পড়ুন।

অন্যান্য সমস্ত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখঃ ০৬.০১.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর- অনুমোদিত আধিকারিক,
গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 12 nos E-Tender ID- 2026_ZPHD_982758_1, 2026_ZPHD_982763_1, 2026_ZPHD_982765_1, 2026_ZPHD_982773_1 , 2026_ZPHD_982783_1, 2026_ZPHD_982784_1, 2026_ZPHD_982786_1, 2026_ZPHD_982790_1, 2026_ZPHD_982843_1, 2026_ZPHD_9822847_1, 2026_ZPHD_982856_1& 2026_ZPHD_982862_1, Publish date-**05/01/2026 at 5.30PM** . Last date of Online Submission cal & Financial Bid up to **17/01/2026 at 12.00 P.M.**, Date opening-**19/01/2026 at 12.30 PM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-08/APAS/BDO/JDB/2025-26,NIT-09/APAS/BDO/JDB/2025-26 & NIT-10/APAS/BDO/JDB/2025-26

Off line Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 05.30 PM of 16/01/2026, 15/01/2026 & 19/01/2026** under APAS 2025-26 funds.

For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 07/2025-26/CDGP dated-10/12/2025

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **06/01/2026 to 13/01/2026** ii) Last date of submission tender documents: on or before **13/01/2026 up to 10.00 AM**. iii) Date of opening of technical bid: on **15/01/2026 (at 10.00 AM onwards)**. For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

Office of the Debipur Gram Panchayat
Udaynarayanpur, Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) 334/2025-26, (2) 335/2025-26 Dated: 30/12/2025

Sealed Tender are invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for total 7(Seven) different works. Last date of submission of Tender **16/01/2026 at 1:00 PM.** Time & date of Opening of Financial Bid **19/01/2026 at 1.10 PM.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, ষষ্ঠ তল, টাওয়ার-এফ,
নাওরোজি নজর, নয়া দিল্লি

সত্যমেব জয়তে

ভাদূবিপ্রা
TRAI

শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তি নং ১-১৩/২০২৫-এইচআর

বিষয়ঃ টিআরএআই-এর ভোপাল, হায়দরাবাদ, জয়পুর ও কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ে বৈদেশিক পরিষেবা শর্তাবলী ভিত্তিতে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার পদের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তার ভোপাল, হায়দরাবাদ, জয়পুর ও কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ে বৈদেশিক পরিষেবা শর্তাবলী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদটি পূরণের প্রস্তাব করছেঃ

পদের নাম	বেতন ব্যান্ড এবং গ্রেড পে
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার	৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে পে লেভেল-১১, বেতন ৬৭৭০০-২০৮৭০০ টাকা

২. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৬ই ফেব্রুয়ারি** ২০২৬ পর্যন্ত।
৩. বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদনপত্র ট্রাই-এর ওয়েবসাইট **www.trai.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে।

CBC06202/12/0055/2526

কেরালা ব্লাস্টার্স নিয়ে আবেগপ্রবণ টিয়াগো আলভেজ

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ৫ জানুয়ারিঃ গতবারের হতাশা ভুলে এবারের সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর ছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। সেইমতো খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করেছিলেন ডেভিড কাতলা। এক্ষেত্রে তাঁর পছন্দকে গুরুত্ব দিয়েই খেলোয়াড়দের দলে টেনেছিল ম্যানেজমেন্ট। যেখানে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি নির্বাচনে ও থেকেছিল চমক। তাঁদের নিয়েই এবার চূড়ান্ত সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর ছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো অনবদ্য শুরু করেছিল কেরালা। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল আইলিগের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা রাজস্থান ইউনাইটেডকে। যেটা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। সেই ধারা বজায় রেখেই পরবর্তীতে গোয়ার বুকে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিল আইএসএলের এই দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল টুর্নামেন্টের নবাগত ফুটবল ক্লাব স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। শেষ পর্যন্ত তিনটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল কোরো সিংরা। টমাস টর্চজের ছেলেরা দাপুটে

পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রাখলে ও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। যারফলে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে যাওয়ার অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। এক্ষেত্রে গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে পেট্র ক্র্যাটকির দলের সঙ্গে ড্র করলেই নিশ্চিত হয়ে যেত সেমিফাইনালের টিকিট। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত দলের ফুটবলারদের আত্মঘাতী গোলে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। তবুও দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ভালো পারফরম্যান্স করার পরিকল্পনা আছে দক্ষিণের এই দলের। তাঁদের। কিন্তু কবে থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে টুর্নামেন্টের সম্পূর্ণ রূপরেখা। এসবের মাঝেই গত কয়েকদিন আগে টিয়াগো আলভেজকে রিলিজ করার কথা জানিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। যেটা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছে সকলকে। তবে অল্প সময়ের জন্য এই দলে এসে খেলার সুযোগ পেলেও সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন এই বিদেশি ফুটবলার। পরবর্তীতে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'প্রথম দিন থেকেই উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং সমর্থনের জন্য ক্লাব, কর্মী, আমার সতীর্থ এবং অসাধারণ কেরালা ব্লাস্টার্স ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যদিও এখানে আমার সময় খুব কম ছিল, তবুও আমি ভাগ্যবান যে আমি ভালো মানুষদের সাথে দেখা করেছি এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার সাথে ভালো স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতীয় ফুটবল বর্তমানে যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, তাঁর কারণে এই অধ্যায়টি প্রত্যাশার চেয়ে আগেই শেষ হয়ে গেছে। সকলের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইলো।'

নতুন মরসুমের আগে নিজেকে প্রস্তুত করলেন ইস্টবেঙ্গলের ক্রেসপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ এবারের এই সিজনের শুরুটা খুব একটা আশানুরূপ থাকেনি ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ দলের। চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দল সাজালেও আটকে যেতে হয়েছে বারংবার। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান বন্ধ ছিল ময়দানের এই প্রধানের। দিন কয়েক আগেই জানা গিয়েছিল যে নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ফের অনুশীলন শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। সেই অনুযায়ী ৫ই জানুয়ারি থেকে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেজন্য গত শনিবারের মধ্যেই নাকি

সুপার জায়ান্টকে পরাজিত করার পর দল নিয়ে আসার আলো দেখতে শুরু করেছিল সকলে। কিন্তু সেমিফাইনালে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তারপর আইএফএ শিল্ড। সেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেও পরাজিত হতে হয়েছিল পড়শী ক্লাবের কাছে। তারপর সুপার কাপ নিয়ে আসার আলো দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। কিন্তু সেখানেও আটকে যেতে হয়েছিল ফাইনাল ম্যাচে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত সাডেন ডেথে আটকে যেতে হয়েছিল এফসি গোয়ার কাছে। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। পরবর্তীতে অনুশীলন শহরে এসে পৌঁছেছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের দিনক্ষণ এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত না হলেও দলকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখতে চাইবেন কোচ। এসবের মাঝেই সময় করে নিজের ফিটনেস ট্রেনিংয়ের দিকে জোর দিলেন দলের স্প্যানিশ তারকা সাউল ক্রেসপো। বেশ কিছু ঘণ্টা আগে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত একটি ভিডিও স্টোরিতে আপলোড করেছিলেন এই সুপার কাপ জয়ী তারকা। যেখানে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি ওয়েট লিফটিং করতে দেখা যায় ক্রেসপোকে।

'বদলা' নিতে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ বাংলাদেশে!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৫ জানুয়ারিঃ আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে জানিয়েছে-ভারতে তাদের ম্যাচ খেলতে তারা অনিচ্ছুক। অনুরোধ একটাই, ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো যেন শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তাই মূল কারণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি শুধু নিরাপত্তা-ভিত্তিক, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কূটনৈতিক টানাপোড়েন? এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিসিবি-র ডিরেক্টর ফারুক আহমেদ। ফারুক আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক একটি ঘটনা পুরো পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আইপিএল চলাকালীন বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার কথা থাকলেও, শেষমেশ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ফারুকের দাবি, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন-বর্তমান পরিস্থিতিতে মুস্তাফিজুরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। সেই বার্তাই ঢাকায় বাংলাদেশের সরকারের দফতরে গিয়ে পৌঁছয়। এরপরই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ফারুকের কথায়, ''একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে, পুরো দল ও সাপোর্ট স্টাফকে নিয়ে সফর করা কীভাবে সম্ভব? এটা শুধু ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত নয়। আমরা সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য।'' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যে সরাসরি সরকারের অধীনে কাজ করে, সেটা ফারুক আহমেদ বারবারই মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত বিসিবি একা নেয়নি। সরকারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ আসে-বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সফর ঝুঁকিপূর্ণ।

তিনি মেনেও নিয়েছেন, রাজনীতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভারতের কিছু অংশে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ঘিরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে আন্তর্জাতিক রিপোর্ট-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সংবেদনশীল। ফারুক বলেন, ''যখন বোঝা গেল একজন খেলোয়াড়কে নিরাপত্তা দেওয়া যাচ্ছে না, তখন গোটা দলের জন্য সেটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সরকার তখনই হস্তক্ষেপ করে।'' বাংলাদেশের অবস্থানকে জোরদার করতে ফারুক আহমেদ তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের উদাহরণ। তাঁর যুক্তি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন হাইব্রিড মডেল নতুন কিছু নয়। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে বহু টুর্নামেন্টেই ভারত পড়শি দেশে যায় না, আবার পাকিস্তানও ভারতে আসে না। সেক্ষেত্রে দু'দলই নিরপেক্ষ ভেন্যু-দুবাইয়ের মতো জায়গায় খেলে। ফারুকের কথায়, ''একটা স্বীকৃত হাইব্রিড মডেল রয়েছে। ভারত দুবাইয়ে খেলে, পাকিস্তান ভারতে আসে না। তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আলাদা কিছু হওয়ার কথা নয়।'' সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অনুরোধ নিছক খেলার জায়গা বদলের প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে নিরাপত্তা, রাজনীতি এবং কূটনৈতিক বাস্তবতা। এখন দেখার, আইসিসি এই অনুরোধে কী সিদ্ধান্ত নেয়। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এই বিতর্ক যে আরও ঘনাবে, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে এবার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হল আইপিএল সম্প্রচার। সোমবার মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেছে, আইপিএলের সম্প্রচার, আইপিএল সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এবং আইপিএল সংক্রান্ত সমস্ত প্রচার আপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না মেলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে আইপিএল সম্প্রচার। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার 'বদলা' হিসাবেই এই পদক্ষেপ করল বাংলাদেশ প্রশাসন। সোমবার সকালে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয় আইপিএল ইস্যুতে। সেখানে বলা হয়, '২০২৬ আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের কোনও যৌক্তিক কারণ জানা নেই। কিন্তু মুস্তাফিজুরকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনতাকে ব্যথিত, মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ করেছে। তাই পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আইপিএলের ম্যাচ এবং অন্যান্য সমস্ত সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।'

পিটিপিএ থেকে সরে দাঁড়ালেন জকোভিচ!

টরেন্টো, ৫ জানুয়ারিঃ পেশাদার টেনিসের রাজনীতিতে বড়সড় নড়চড়। প্রফেশনাল টেনিস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বা পিটিপিএ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন নোভাক জকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী এই তারকা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-সংস্থার বর্তমান দিশা, পরিচালন পদ্ধতি এবং মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর অবস্থান আর মেলে না। তাই এই ঘোষণা। ২০২০ সালের ইউএস ওপেন চলাকালীন ভাসেক পসপিসিলির সঙ্গে যৌথভাবে পিটিপিএ গড়ে তোলেন জকোভিচ। উদ্দেশ্য একটাই-ব্যক্তিনির্ভর খেলায় পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য একটি স্বাধীন প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ তৈরি করা, যেখানে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ, আয় এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে 'সংগঠিতভাবে' কথা বলতে পারবেন। কিন্তু ছয় বছর পর সেই সম্পর্কেই সংক্রমিত জটিলতা, ব্যাপক টানাপড়েন। সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় জকোভিচের মন্তব্য, 'স্বচ্ছতা, শাসনব্যবস্থা এবং আমার কণ্ঠস্বর ও ভাবমূর্তি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে-এই সব বিষয় নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের উদ্বেগ রয়েছে।' তাঁর কথায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে পিটিপিএ-র দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত নীতি ও কাজের পদ্ধতির মিল নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পিটিপিএ যখন ২০২৫ সালের মার্চে নারী ও পুরুষদের ট্যুর, আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন এবং খেলার ইন্টেগ্রিটি সংস্থার বিরুদ্ধে ক্লাস-অ্যাকশন মামলা দায়ের করে, তখন সেই মামলায় জকোভিচ নিজে বাদী ছিলেন না। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল-খেলোয়াড়দের আয় সীমিত করা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাধা দেওয়া এবং খেলোয়াড় কল্যাণকে উপেক্ষা করার মতো 'সিস্টেমিক সমস্যা'রয়েছে টেনিস প্রশাসনে। অন্যদিকে জকোভিচ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি চান অন্য খেলোয়াড়রা সামনে এসে নেতৃত্ব নিক। সেই অবস্থানে আপাতত তিনি অনড়।

সিটির জালে শেষ মুহূর্তে চেলসির গোল

নির্ধারিত ৯০ মিনিটে তেমন কিছুই করতে পারল না চেলসি। তাদের হতাশাময় যাত্রায় তখন আরেকটি হারের অধ্যায় যোগ হওয়ার পালা। সেই সময় দৃশ্যপট বদলে দিলেন এন্সো ফার্নান্দেজ। তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টার গোলে ম্যানচেস্টার সিটির মুঠো থেকে পয়েন্ট বের করে নিল চেলসি।

লন্ডন, ৫ জানুয়ারিঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধে টিজানি রেইন্ডার্সের গোলে এগিয়ে জয়ের স্বপ্নই দেখছিল সিটি, যা সত্যি হতে দিলেন না ফার্নান্দেজ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা আট জয়ের পর, নতুন বছরের প্রথম দিন সান্ডারল্যান্ডের মাঠে পয়েন্ট হারিয়েছিল ম্যানচেস্টারের দলটি। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবার একইরকম তেতো অভিজ্ঞতা হলো তাদের। ২০ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। তাদের সমান পয়েন্ট অ্যাস্টন ভিলারও। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। চেলসির পরিস্থিতি ভিন্ন। হারের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মূল্যবান একটি পয়েন্ট পাওয়ায় দারুণ খুশি দলটি, যদিও তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ভালো নয়। এই নিয়ে টানা চার ম্যাচ জয়শূন্য রইল তারা। টানা ব্যর্থতার কারণে তিন দিন আগে চেলসির কোচের পদ হারিয়েছেন এন্টসো মারেস্কা। ফলে, প্রধান কোচ ছাড়াই এদিন খেলতে নামে দলটি। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে চেলসি। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চতুর্থ স্থানে লিভারপুল। ম্যাচের শুরু

থেকে বল দখল ও আক্রমণে একচেটিয়া আধিপত্য করে সিটি। ভাগ্য সহায় হলে ৩৯তম মিনিটে গোল পেতে পারতো তারা কিন্তু আর্লিং হলান্ডের বাঁ পায়ের দারুণ শট দূরের পোস্টে বাধা পায়। এর তিন মিনিট পরেই অবশ্য ডেডলক ভাঙেন রেইন্ডার্স। হলান্ডের উদ্দেশে বাড়ানো বল প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে পেয়ে যান ডাচ মিডফিল্ডার। ঠাণ্ডা মাথায় বল ধরে, ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে জোরাল শটে কাছের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন তিনি। গত জুনে এসি মিলান থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া রেইন্ডার্স প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে সবশেষ চার ম্যাচের তিনটিতে জালের দেখা পেলেন। চোট কাটিয়ে গত ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে ফেরেন রদ্রি। আর এদিন তিনি নামেন শুরুর একাদশে এবং পুরোটা সময় খেলে মাঝমাঠ সিটির নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাখলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রথমার্ধের কোণঠাসা চেলসিকে শেষদিকে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে দেখা যায়। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট বাকি থাকতে দারুণ পজিশনে বল পান কোল পামার কিন্তু ছয় গজ বক্সের বাইরে বিনা বাধায়ও বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি ইংলিশ মিডফিল্ডার। এর কিছুক্ষণ পর আসে দলটির আনন্দে ভাসার মুহূর্ত। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ছয় গজ বক্সে প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে বল পেয়ে যান ফার্নান্দেজ, তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে শট নেন তিনি, যা ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। যদিও জানলুইজি দোন্নারুম্মা হাতে বল রাখতে পারেননি, আবার বল পেয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় দলের হার এড়ান আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। শেষ বাঁশি বাজতেই চেলসির সমর্থকরা যখন জয় সমতুল্য আনন্দে মাতোয়ারা, তখন অন্যপাশে সিটি শিবিরে ভর করেছে তীব্র হতাশা। ফিল ফোডেন, বের্নার্দো সিলভা, দোন্নারুম্মাদের চোখে-মুখে কষ্টের ছাপ ছিল স্পষ্ট।

সেই দিয়াজের গোলেই শেষ আটে মরক্কো

সংবাদ সংস্থা, রাবাত, ৫ জানুয়ারিঃ ব্রাহিম দিয়াজের একমাত্র গোলে তানজানিয়াকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মরক্কো। শেষ আটে আয়োজক মরক্কোর প্রতিপক্ষ ক্যামেরুন, যারা শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। ঘরের মাঠ রাবাতে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের সমর্থন নিয়ে মাঠে নেমেছিল মরক্কো। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও তানজানিয়ার চেয়ে ১০১ ধাপ এগিয়ে ছিল মরক্কো কিন্তু পরিষ্কার ফেবারিট হওয়ার পরও মরক্কোকে বেশ চাপেই

থাকতে হয়েছে। গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে এক ঘণ্টার বেশি সময়। শেষ পর্যন্ত ৬৪ মিনিটে আশরাফ হাকিমির সহায়তায় স্বাগতিকদের উদ্ধার করেন ২৬ বছর বয়সী দিয়াজ। এই টুর্নামেন্টে মরক্কোর হয়ে গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই গোল করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে খেলা এই উইঙ্গার। গোল করার ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন শেষ ষোলোয়ও। আফকন ইতিহাসে কোনো মরোক্কান টানা চার ম্যাচে গোল করলেন এই প্রথম। দিয়াজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পথ ধরে টানা ২৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকল মরক্কো। এর আগে তারা সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০২৩ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে হেরেছিল। ম্যাচ শেষে মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই বলেন, ''ম্যাচ বিশ্লেষণ করলে এটা সহজে বোঝা যায় যে আমরা আসলে দ্বিতীয়ার্ধেই খেলতে শুরু করেছি। আর নিঃসন্দেহে আমরা জয় পাওয়ার যোগ্য ছিলাম।'' রবিবার রাতের অন্য ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ক্যামেরুন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জুনিয়র তচামাদেউ এবং বিরতির পরপরই ক্রিস্টিয়ান কোফানের গোলে জয়ের পথে এগিয়ে যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। লন্ডনে জন্ম নেওয়া স্টোক সিটির ডিফেন্ডার তচামাদেউ গোল করেন ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে। ১৮ বছর বয়সী বায়ার লেভারকুসেন ফরোয়ার্ড কোফানে ৪৭ মিনিটে হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৮৮ মিনিটে এভিডেন্স মাকগোপা দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একটি গোল শোধ করলেও আরও এক গোলের আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। ম্যাচ শেষে ক্যামেরুন কোচ ডেভিড পাগু বলেন, ''এখনই মরক্কোর ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। আজকের জয়টা আগে উপভোগ করতে চাই। আমরা কষ্ট করে জিতেছি, বিশ্রাম দরকার।'' ৯ জানুয়ারি শুক্রবার রাতে সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে মরক্কো ও ক্যামেরুন। এর আগে পরশু রাতে শেষ আটে উঠেছিল মালি ও সেনেগাল, যারা একে অপরের মুখোমুখি হবে ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে।

রিয়াল মাদ্রিদের ঘরের ছেলের 'স্বপ্নের ম্যাচ'

মাদ্রিদ, ৫ জানুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে খেলতে নেমে গোল করছেন, গোটা গ্যালারি গর্জন করছে। অপার্থিব এক অনুভূতি। রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমিতে বেড়ে ওঠার দিনগুলি থেকেই এমন ছবি নিশ্চয়ই হৃদয়ে অনেকবারই এঁকেছেন গন্সালো গার্সিয়া। উদযাপনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন কল্পনার চোখে। সেই স্বপ্নগুলোই সত্যি হলো এবার। শুধু একটি গোল নয়, লা লিগায় প্রথম গোল পাওয়ার দিনটি তিনি রাঙালেন স্মরণীয় এক হ্যাটট্রিকে। লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে রবিবার রিয়াল মাদ্রিদের ৫-১ গোলের জয়ে চোখধাঁধানো এক হ্যাটট্রিক উপহার দেন গার্সিয়া। তার প্রথম গোলটি ছিল বুক দিয়ে বল নামিয়ে দারুণ এক ভলিতে। পরেরটি করেন দৃষ্টিনন্দন ব্যাক ফ্লিকে। শেষটি হেড থেকে। সব মিলিয়ে বলা যায় পরিপূর্ণ এক হ্যাটট্রিক। তার জন্ম মাদ্রিদেই, ২০০৪ সালে। ১০ বছর বয়সে পা রাখেন রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমিতে। জায়গা করে নেন রিয়ালের যুব দলে। ২০১৮ সালে তার পরিবার মায়োর্কায় চলে গেলে তিনিও রিয়াল মায়োর্কার যুব দলে চলে যান। তবে এক বছর পরই ফিরে আসেন প্রিয় ক্লাবে। রিয়াল মাদ্রিদ কাস্তিয়া বা 'বি' দলে জায়গা করে নেন। কাস্তিয়ার হয়ে গোলের রেকর্ডও করেন। মূল দলে তার অভিষেক হয় ২০২৩ সালে। তবে স্রেফ একটু-আধটু সুযোগ মিলছিল। গত ক্লাব বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়ে দারুণ পারফরম্যান্সে নজর কাড়লেন। তার পরও তারকায় ঠাসা রিয়াল মাদ্রিদে নিয়মিত মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। লা লিগায় প্রথম গোলের অপেক্ষাও বাড়ছিল। অবশেষে নতুন বছরের প্রথম ম্যাচে প্রিয় আঙিনায় সেই অপেক্ষার শেষ হলো। গার্সিয়া তাতে দারুণ

উচ্ছ্বসিত। ''এই মুহূর্তে আমি খুবই খুশি। বছরের শুরুটা দারুণভাবে হলো। তিনটি গোলই স্পেশাল। মরসুমে প্রথম গোলের দেখা পেলাম, বের্নাবেউয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক হলো।'' এই ম্যাচেও হয়তো তার মাঠে নামা হতো না, যদি কিলিয়ান এমবাপে ফিট থাকতেন। তবে রিয়ালের মতো দলের বাস্তবতা বোঝেন গার্সিয়া। ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বললেন, তার চেষ্টা থাকবে সুযোগ পেলেই কাজে লাগানোর। ''এমবাপে এখন বিশ্বের সেরা ফুটবলার। আমাদেরকে অনেক গোল এনে দেয় সে। আমার সতীর্থরা ও কোচ আমাকে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে ও ভরসা রেখেছে। আমি চেষ্টা করেছি মাঠে নেমে সেরাটা দিতে। আমরা জানি, রিয়াল মাদ্রিদে চাহিদা কতটুকু থাকে। আমার সামনে আছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার। পরিস্থিতি আমি বুঝি, নিজেকে নিয়েই চিন্তা করি, প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি এবং কোচ যখন সুযোগ দেন, প্রতিটি মিনিট সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।'' ক্লাব বিশ্বকাপে গার্সিয়াকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন কোচ জাবি আলোন্সোই। সেই কোচই তাকে যথেষ্ট বেশি সুযোগ দিতে পারছেন না লা লিগায়। তবে সেটা দলীয় সমন্বয়ের কারণেই। এমনিতে গার্সিয়া প্রতিভা ও পরিশ্রমে মুগ্ধ কোচ। ''গন্সালোর অবশ্যই স্বপ্নের এক ম্যাচ কেটেছে। বের্নাবেউয়ে প্রথম মরসুমেই দারুণ হ্যাটট্রিক করেছে। গোল করতে সে মুখিয়ে ছিল। তার জন্য আমি খুবই খুশি। প্রতিটি দিন সে খুব ভালোভাবে কাজ করে। খেলার সুযোগ পাক বা না পাক, তার মানসিকতা দারুণ। মাদ্রিদের তরুণ একজন ফুটবলার কেমন হতে পারে, সেটির উদাহরণ সে। তাকে আমি অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এই সুযোগটা তার প্রাপ্য ছিল। আশা করি, সে এটা ধরে রাখবে।'' কোচের মতে, আধুনিক ফুটবলের দাবি খুব ভালোভাবেই মেটানোর সামর্থ্য আছে গার্সিয়ার। ''এই সময়ের ফুটবলে আসলে বল পায়ে থাকুক বা না থাকুক, পুরো সময়ই হিসেবে খেলতে হয়। গন্সালো সেটা খুব ভালো বুঝতে পারে। তোর গোলগুলির সঙ্গে যদি ডিফেন্সিভ সামর্থ্যও যোগ করুন, তাহলে দুর্দান্ত।'' গার্সিয়ার এই হ্যাটট্রিক মধুর সমস্যাও বয়ে আনবে কোচের জন্য। এমবাপে যখন ফিট হবে, তখন তার সঙ্গে ভিনিসিউস জুনিয়র, রদ্রিগো, গার্সিয়াম সবাইকে খেলানো সম্ভব? আলোন্সো খোলাই রাখলেন সেই দুয়ার। ''কেন নয়? এটা তো আমার সিদ্ধান্ত। মরসুমে অনেক অনেক ম্যাচ খেলতে হয় আমাদের। আমরা দেখব সবকিছু কীভাবে এগোয় এবং আমাদের কী প্রয়োজন। কোনোকিছুই বিবেচনার বাইরে নয়।''

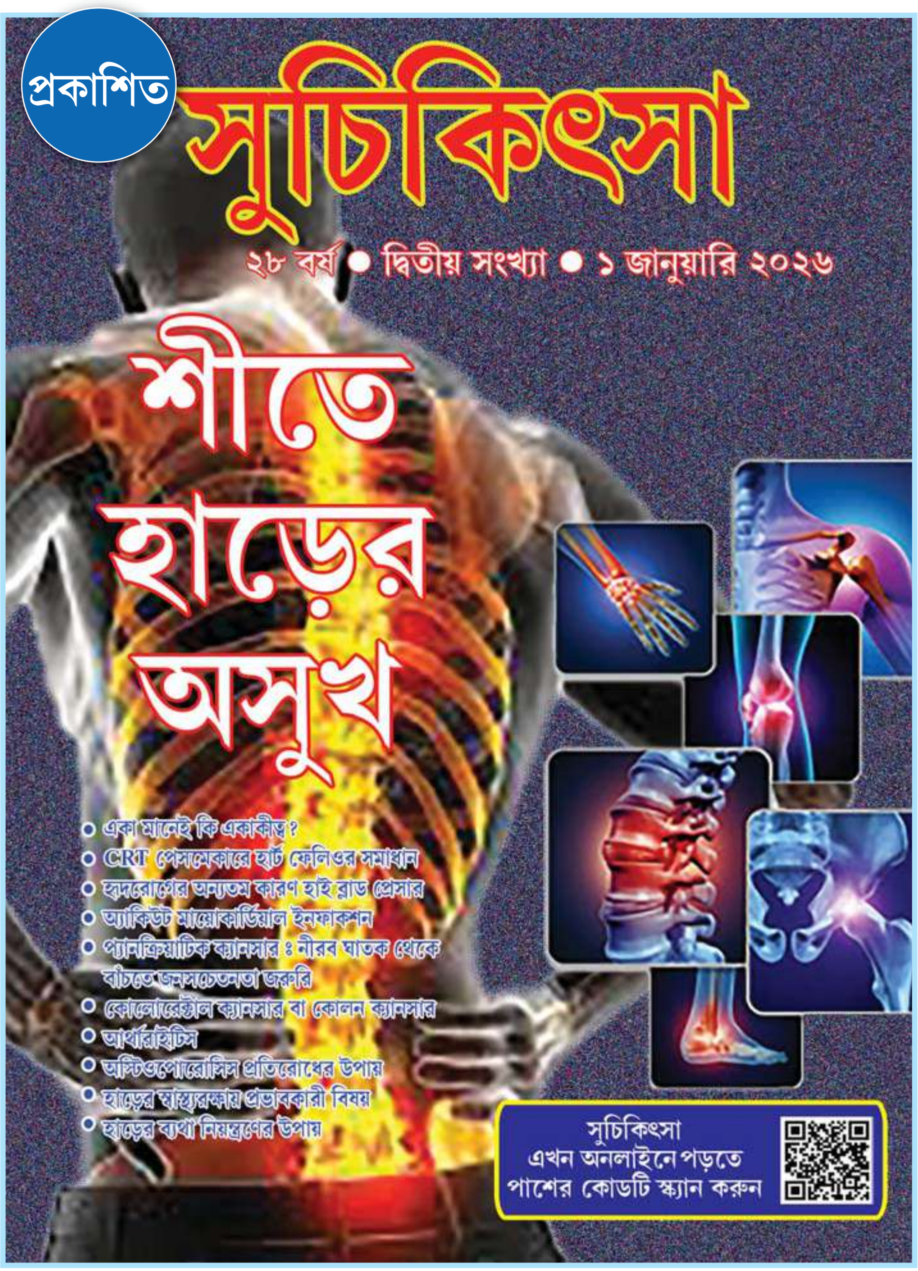

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com